সাহিত্যের সাতকাহন

বাংলা সাহিত্যের যুগ ও সকল কবিগণের জীবনী ও সাহিত্য কর্ম

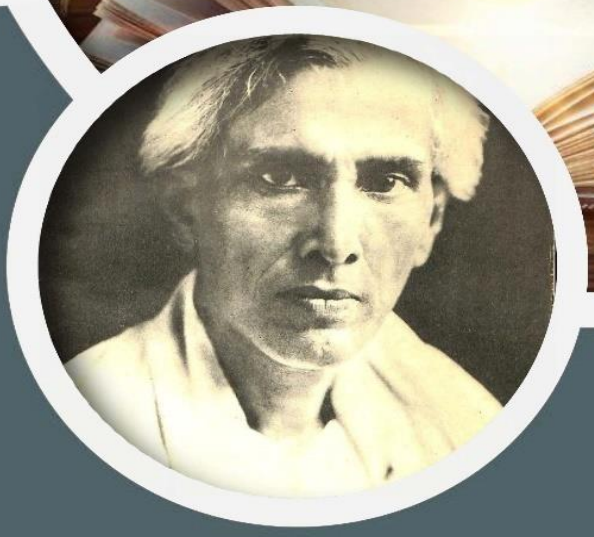

ZerO to Infinity

Start now to success for tomorrow

Raisul Islam Hridoy

সূচীপত্র

যেকোনো অধ্যায়ে সরাসরি যাওয়ার জন্য অধ্যায়ের নামের উপর ক্লিক/ট্যাপ করুন

সাধারন আলোচনা
কবি-সাহিত্যিক
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ
চর্যাপদের কবিদের পরিচয়
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ
বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয় বা অন্ধকার যুগ
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ
আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিক পরিচিতি

Raisul Islam Hridoy

সাধারন আলোচনা

'সাহিত্য' কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? — 'সহিত' শব্দ হতে।
এখানে 'সহিত' শব্দের অর্থ কি? — হিত সহকারে বা মঙ্গলজনক অবস্থা।
"একের সহিত অন্যের মিলনের মাধ্যমই হলো সাহিত্য" – কে বলেছেন? — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বাঙালির প্রথম উত্তরাধিকার বলতে কি বোঝায়? — ভারতীয় পুরাণ হতে সাহিত্যবস্তু গ্রহণ।
বাঙালির দ্বিতীয় উত্তরাধিকার বলতে কি বোঝায়? — লৌকিক ধারায় আস্থাস্থাপন।
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থের নাম কি? — চর্যাপদ।
বাঙালি কখন থেকে আপন বিশিষ্ট স্বভাবধর্মে স্থিতি লাভ করে? — পাল আমল থেকে।
প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় কার গ্রন্থে প্রথম গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়? — ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ' বাঙালীর ইতিহাস ' গ্রন্থে।
বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের পরিচয় দাও? — বাংলা সাহিত্য কে প্রধানত ৩ যুগে ভাগ করা হয়েছে।এগুলি হল:
(ক) আদি যুগ : প্রাক–তুর্কি আক্রমণ যুগ (৬৫০ হতে ১২০০ খ্রি.)
(খ) মধ্যযুগ : তুর্কি আক্রমণের পর থেকে ইউরোপ প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত (১২০০ হতে ১৮০০ খ্রি.)
(গ) আধুনিক যুগ : ইউরোপ প্রভাবিত যুগ হতে বর্তমান পর্যন্ত (১৮০০ হতে বর্তমান)
আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নির্দশন হল? — চর্যাপদ।
বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধির কাল কত? — ১৭৬১ হতে ১৮৬০ খ্রি. পর্যন্ত।
বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা সময় বা অন্ধকার যুগ বলা হয়? — ১২০১ হতে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত।
সর্বযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলা হয় কাকে? — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

কবি-সাহিত্যিক

এক

জসীমউদ্দীন

(১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.)

পল্লিকবি জসীমউদ্দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার ছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' ডিগ্রি প্রদান করে।

Raisul Islam Hridoy

১৯৭৬ সালে সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশে পদক' লাভ করেন।১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ তিনি ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

কাব্যগ্রন্থ

রাখালী — কবির প্রথম গ্রন্থ তথা কাব্যগ্রন্থ

নকশী কাঁথার মাঠ — কবির শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য। ইংরেজি অনুবাদের নাম 'Field of the Embroidery Quilt'. এর অনুবাদক EM Milford

এছাড়া সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, মাটির কান্না, মা জননী কান্দে, ধানখেত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

নাটক

বেদের মেয়ে (গীতিনাট্য)

উপন্যাস

একমাত্র উপন্যাস 'বোবা কাহিনী'।

গানের সংকলন

রঙিলা নায়ের মাঝি, গাঙ্গের পাড় ইত্যাদি।

জসীমউদ্দীন তার বন্ধুকে কাজল গাঁয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

দুই

সৈয়দ মুজতবা আলী

(১৯০৪-১৯৭৪ খ্রি.)

সৈয়দ মুজতবা আলী রম্য রচনার লেখক হিসেবে সুপরিচিত। কাজী নজরুল ইসলামের পর তিনি বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আরবি-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

জন্মস্থান

করিমগঞ্জ, সিলেট।

রম্যগল্প

পঞ্চতন্ত্র, চাচা-কাহিনী

উপন্যাস

অবিশ্বাস্য, শবনম

ভ্রমণকাহিনী

Raisul Islam Hridoy

দেশে বিদেশে — গ্রন্থটিতে কাবুল শহরের কাহিনী প্রধান্য পেয়েছে। সাংবাদিক নজেস আফরোজ In a Land Far from Home: A Bengali in Afghanistan নামে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তিন

বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮-১৯৭৪ খ্রি.)

তিরিশ দশকের কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসু খ্যাত ছিলেন। তিনি 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে থাকার সময় তিনি 'বাসন্তিকা' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসুকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

জন্মস্থান

কুমিল্লা জেলা।

কাব্যগ্রন্থ

বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, যে আঁধার আলোর অধিক, স্বাগত বিদায়।

উপন্যাস

তিথিডোর, জঙ্গম ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

চার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৮-১৯৫৬ খ্রি.)

১৯০৮ সালে ১৯ মে ভারতের বিহারে (বর্তমান ঝাড়খণ্ডের দুমকা শহরে) জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে। পিতা প্রদত্ত তার নাম 'প্রবোধকুমার' এবং ডাকনাম মানিক।

তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

তিনি প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তী তে তিনি মার্কসিজম বা মার্কবাগ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তিনি মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

উপন্যাস

পদ্মা নদীর মাঝি — জেলে জীবন নিয়ে রচিত।

জননী — মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।

এছাড়া পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য উল্লেখযোগ্য।

Raisul Islam Hridoy

গল্পগ্রন্থ

আত্মহত্যার অধিকার, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, ভেজাল ইত্যাদি।

পাঁচ

সুফিয়া কামাল

(১৯১১-১৯৯৯ খ্রি.)

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি সুফিয়া কামাল বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 'জননী সাহসিকা' বলা হয়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র কাব্যধারার একজন অন্যতম গীতিকবি।

গল্পগ্রন্থ

কেয়ার কাঁটা— তার প্রথম গ্রন্থ।এটি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কাব্যগ্রন্থ

সাঁঝের মায়া — তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ

উদাত্ত পৃথিবী — (কবিতা - জাগো তবে অরণ্য কন্যারা)।

এছাড়া 'অভিযাত্রীক', 'মায়া কাজল' উল্লেখযোগ্য।

শিশুতোষ

ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে

ডায়েরি

একাত্তরের ডায়েরি

ছয়

আহসান হাবিব

(১৯১৭ - ১৯৮৫ খ্রি.)

আহসান হাবীবের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব জীবনবোধ। তিনি পঞ্চাশের দশকে অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি হিসেবে পরিগণিত।

কাব্যগ্রন্থ

রাত্রিশেষ, আশায় বসতি, ছায়া হরিণ, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, প্রেমের কবিতা, বিদীর্ণ দর্পণে মুখ উল্লেখযোগ্য।

সাত

শওকত ওসমান

(১৯১৭-১৯৯৮ খ্রি.)

Raisul Islam Hridoy

পরিচিতি

শওকত ওসমান মূলত একজন কথাসাহিত্যিক। তার প্রকৃত নাম 'শেখ আজিজুর রহমান'।

উপন্যাস

জননী — প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

ক্রীতদাসের হাসি — এটি একটি প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

এছাড়া 'বনি আদম', 'চৌরসন্ধি' উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস

জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য

প্রবন্ধ

সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই

নাটক

আমলার মামলা

শিশুতোষ

ওটেন সাহেবের বাংলো

আট

ফররুখ আহমদ

(১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.)

ফররুখ আহমেদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন যশোরের (বর্তমান মাগুরা) মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 'মুসলিম বা ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি' বলা হয়। তিনি তার কবিতায় আরবি - ফারসী শব্দের প্রয়োগে নৈপূণ্য দেখান।

কাব্যগ্রন্থ

সাত সাগররের মাঝি — কবির প্রথম প্রকাশিত এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে গ্রন্থের কবিতাগুলী রচিত। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থটির মূল উপজীব্য।

হাতেমতায়ী — এ গ্রন্থটির জন্য তিনি 'আদমজি পুরস্কার' (১৯৬৬) লাভ করেন।

সিরাজাম মুনীরা — বাংলা ভাষায় রচিত।

এছাড়া 'মুহূর্তের কবিতা' ও 'নৌফেল ও হাতেম' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

Raisul Islam Hridoy

কবিতা (কাব্যগ্রন্থ)

সাত সাগরের মাঝি (সাত সাগরের মাঝি)।

পাঞ্জেরি (সাত সাগরের মাঝি) [মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত]

পুরস্কার

বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০ সাল), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬), মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৭৭), এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮০)

নয়

ড. আহমদ শরীফ

(১৯২১-১৯৯৯ খ্রি.)

জন্মস্থান

সুচক্রদণ্ডি গ্রাম, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ গ্রন্থ

বিচিত্র চিন্তা, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, স্বদেশ চিন্তা — উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধ

সংস্কৃতি

দশ

ড. নীলিমা ইব্রাহিম

(১৯২১-২০০২ খ্রি.)

জন্মস্থান

খুলনা

উপন্যাস

বিশ শতকের মেয়ে, বহ্নিবলয়

নাটক

রমনার পার্কে, দুয়ে দুয়ে চার

প্রবন্ধ

আমি বীরাঙ্গনা বলছি, শরৎ প্রতিভা

এগার

সৈয়দ আলী আহসান

Raisul Islam Hridoy

(১৯২২-২০০২ খ্রি.)

জন্মস্থান

যশোরের (বর্তমান মাগুরা) আলোকদিয়া গ্রামে।

কবিতা

একক সন্ধ্যায় বসন্ত

আমার পূর্ব বাংলা (কবিতা)

নাটক

ইডিপাস — গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' এর বঙ্গানুবাদ।

বার

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

(১৯২২-১৯৭১ খ্রি.)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশে চেতনার প্রবাহরীতির উপন্যাস লেখেন। তিনি কথা-সাহিত্যিক ও নাট্যকার।

উপন্যাস

লালসালু — গ্রাম বাংলার মানুষের অশিক্ষা - কুশিক্ষা এবং ধর্মীয় ভন্ডামীর নিখুঁত চিত্র উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ১৯৪৭ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এটি ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। ইংরেজি অনুবাদ — Tree Without roots.

"ঠক পীরের পানি পড়ায় কি কোন কাম হয়?" — উক্তিটি আক্কাসের।

চাঁদের অমাবস্যা — এটি মনো সমীক্ষামূলক রচনা।

কাঁদো নদী কাঁদো — এটি মনো সমীক্ষামূলক রচনা।

নাটক

তরঙ্গভঙ্গ, বহিপীর, সুড়ঙ্গ – উল্লেখযোগ্য।

গল্পগ্রন্থ

দুই তীর ও অন্যান্য গল্প — এই গল্পের জন্য আদমজি পুরস্কার পান।'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গ্রন্থটির একটি বিখ্যাত ছোটগল্প।

এছাড়া 'নয়নচারা' – উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

তের

মুনীর চৌধুরী

Raisul Islam Hridoy

(১৯২৫-১৯৭১ খ্রি.)

মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষা বিজ্ঞানী ও শহীদ বুদ্ধিজীবি। তিনি নাট্যকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার নির্মান করেন যা 'মুনীর অপটিমা' নামে পরিচিত। তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন।

নাটক

রক্তাক্ত প্রান্তর — তার প্রথম নাটক। নাটকটির মূল উপজীব্য পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনী।

কবর — ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমির নিয়ে রচিত। মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালীন সময়ে এটি লিখেন।নাটকটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের রাজবন্দীদের দ্বারা প্রথম মঞ্চায়িত হয়।

এছাড়া পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য, মানুষ, চিঠি এবং দন্ডকারণ্য – উল্লেখযোগ্য।

অনূদিত নাটক

মুখরা রমনী বশীকরণ — শেক্সপীয়রের 'The Taming of the Shrew' এর অনুবাদ।

রূপার কৌটা:– জন গলস ওয়ার্দির 'The Silver Box' অবলম্বনে।

এছাড়া 'কেউ কিছু বলতে পারে না' – উল্লেখযোগ্য।

চৌদ্দ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯২৬-১৯৪৭ খ্রি.)

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালের ১৫ আগষ্ট কলকাতার কালিঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী প্রগতি চেতনার অধিকারী তরুণ কবি। সুকান্ত ভট্টাচার্যকে 'কিশোর কবি' বলা হয়। অনাচার ও বৈষম্যের প্রতিবাদ তার কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর (২০ বছর ৯ মাস) বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে তিনি অকাল মৃত্যু বরণ করেন।

কাব্যগ্রন্থ

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, হরতাল, পূর্বাভাস

কবিতা (কাব্যগ্রন্থ)

ছাড়পত্র (ছাড়পত্র), আঠার বছর বয়স (ছাড়পত্র), রানার, গায়ে, এক যে ছিলো — উল্লেখযোগ্য।

Raisul Islam Hridoy

কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতার লাইন

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। ----মহাজীবন

গভীর দুঃখে মগ্ন আকাশ, সমস্ত পৃথিবী!

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। ----ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাতে তার মুখে খবর পেলুম

সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক। ----ছাড়পত্র

পনের

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

(১৯২৬-১৯৯৭ খ্রি.)

জন্মস্থান

কামদেবপুর গ্রাম, নলছিটি, বরিশাল।

উপন্যাস

কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, কাঞ্চনগ্রাম

গল্প

পথ জানা নেই, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু

ষোল

আবু ইসহাক

(১৯২৬-২০০৩ খ্রি.)

জন্মস্থান

শিরঙ্গল গ্রাম, নড়িয়া, শরিয়তপুর।

উপন্যাস

সূর্য দীঘল বাড়ী — পঞ্চাশ সনের মন্বন্তর, দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতা লাভের আনন্দ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রাম নিয়ে রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটির পটভূমি ঢাকা জেলার পাশ্ববর্তী একটি গ্রাম। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৫৫ সাল। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র জয়গুন।

Raisul Islam Hridoy

এছাড়া 'পদ্মার পলিদ্বীপ', 'জাল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গল্পগ্রন্থ

মহাপতঙ্গ

ছোটগল্প

জোঁক

সতের

শহীদুল্লা কায়সার

(১৯২৭-১৯৭১ খ্রি.)

শহীদুল্লা কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম 'আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা'। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী তাকে অপহরন করে নিয়ে যায়। এরপর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।তিনি একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী।

উপন্যাস

সারেং বৌ - তার প্রথম উপন্যাস। সমুদ্র উপকূলবর্তী জনপদের চিত্র উপন্যাসের মূল কথা।

এছাড়া 'সংশপ্তক' উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধ

পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (ভ্রমণকাহিনী)

রাজবন্দীর রোজনামচা (স্মৃতিকথা)

আঠার

শামসুর রাহমান

(১৯২৯-২০০৬ খ্রি.)

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন।কবির পিতার বাড়ী নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাহাড়তলী গ্রামে।বাংলাদেশের সমকালের কবিদের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। তাকে 'নাগরিক' কবিও বলা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। কবি ২০০৬ সালের ১৭ আগষ্ট ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

কাব্যগ্রন্থ

Raisul Islam Hridoy

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে,
প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে,
রৌদ্র করোটিতে,
বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে (দ্যাখে),
দুঃসময়ের মুখোমুখি,
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়,
নিরালোকে দিব্যরথ,
বিধ্বস্ত নীলিমা,
বন্দী শিবির থেকে,
উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ,
নিজ বাসভূমে,
কবিতা
স্বাধীনতা তুমি,
তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা,
একটি ফটোগ্রাফ,
আসাদের শার্ট,
এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।
উপন্যাস
অক্টোপাস
আত্মস্মৃতি
স্মৃতিশহর, কালের ধুলোয় লেখা
শিশুতোষ
এলাটিং বেলাটিং,
ধান ভানলে কুঁড়ো দিবো,
গোলাপ ফুটে খুকির হাতে।
কবিতার উল্লেখযোগ্য লাইন
এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত

Raisul Islam Hridoy

ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকেই আসতে হবে। ----তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনত)
স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা। ----স্বাধীনতা তুমি)
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন। ----স্বাধীনতা তুমি
এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর-তিনেক আগে কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে। ----একটি ফটোগ্রাফ
মেঘনা নদী দেবো পাড়ি; কল-অলা এক নায়ে।
আবার আমি যাবো আমার; পাহাড়তলী গাঁয়ে। ----প্রিয় স্বাধীনতা

ঊনিশ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

(১৯৩২-২০০৯ খ্রি.)

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।
জন্মস্থান
রামনগর গ্রাম, রায়পুরা, নরসিংদী।
উপন্যাস
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র – মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ।এই উপন্যাসটি 'বসুন্ধরা' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।
কর্ণফলী – উপজাতীদের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত।
নাটক
নরকে লাল গোলাপ – মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক
মায়াবী প্রহর
গল্প
ধান-কন্যা
কাব্যগ্রন্থ

Raisul Islam Hridoy

মানচিত্র

কবিতা

স্মৃতিস্তম্ভ (মানচিত্র) : শহীদ মিনার সম্পর্কে লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা।

বিশ

হাসান হাফিজুর রহমানন

(১৯৩২-১৯৮৩ খ্রি.)

জন্মস্থান

জামালপুর জেলায় নানা বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।তার পৈত্রিক বাড়ী জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার কুলকান্দি গ্রামে।

কবিতা

অমর একুশে (বিমুখ প্রান্তর)

গল্প

আরো দুটি মৃত্যু

প্রবন্ধ

একুশে ফেব্রুয়ারি – ভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সংকলন। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এই সংকলনে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা ও ইতিহাস শিরোনামে ৬ টি বিভাগে মোট ২২ জন লেখকের রচনা রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ – তিনি মুক্তিযুদ্ধের দলিল সম্পাদনার জন্যে বিখ্যাত। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক দলিল' সংগ্রহের প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল। ১৬ খন্ডের এ গ্রন্থটি ১৯৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

একুশ

আবু জাফর ওবায়েদুল্লাহ

(১৯৩৪-২০০১ খ্রি.)

জন্মস্থান

বহেরচর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল

কাব্যগ্রন্থ

সাত নরী হার (প্রথম কাব্য)

Raisul Islam Hridoy

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি

কবিতা

মাগো ওরা বলে

কোনো এক মাকে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা)

বাইশ

জহির রায়হান

(১৯৩৫-১৯৭২ খ্রি.)

জহির রায়হানের জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ১৯৩৩ সালে (উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন) এবং ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট (বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান) উল্লেখ আছে।তিনি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনমুখী সমাজ সচেতন সাহিত্যিক জহির রায়হানের সহোদর ভাই ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার। তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে মিরপুরে যান এবং নিখোঁজ হন।

উপন্যাস

হাজার বছর ধরে – উপন্যাসটি প্রথমে আদমজি পুরস্কার পায়।এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় পুরস্কার পায়।

আরেক ফাল্গুন – বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস।

এছাড়া বরফ গলা নদী, আর কতদিন, শেষ বিকেলের মেয়ে, কয়েকটি মৃত্যু তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

গল্প

একুশের গল্প – বিখ্যাত উক্তি 'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি একদিন।'

চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার ছিলেন জহির রায়হান।তার উল্লেখযোগ্য সিনেমা -

কখনোও আসেনি – জহির রায়হানের প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র।

কাঁচের দেয়াল – নিগার পুরস্কার লাভ করে।

সঙ্গম – বাংলাদেশের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র। এটি ১৯৭০ সালে নির্মিত হয়।

জীবন থেকে নেওয়া – বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনভিত্তিক।বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই চলচ্চিত্রে জাতীয় সঙীত বাজানো হয়।

Raisul Islam Hridoy

Stop genocide – পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গনহত্যার প্রামাণ্যচিত্র।

Let there be light – প্রামাণ্যচিত্র

তেইশ

রাবেয়া খাতুন

(১৯৩৫ খ্রি. –)

জন্ম

ঢাকার বিক্রমপুরে মামার বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর গ্রামে।

উপন্যাস

মধুমতি, মেঘের পরে মেঘ, কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, ফেরারী সূর্য, বায়ান্ন গলির এক গলি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য - মধুমতি, মেঘের পরে মেঘ, কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি উপন্যাস তিনটি পরবর্তী তে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

চব্বিশ

সৈয়দ শামসুল হক

(১৯৩৫ খ্রি. —২০১৬)

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে কবিতা,নাটক,উপন্যাস, ছোটগল্প তথা সাহিত্যের সকল শাখায় তার সাবলিল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

কাব্য

পরানের গহীন ভিতর, কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে

উপন্যাস

নিষিদ্ধ লোবান – মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক (গেরিলা নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে)

নীলদংশন – মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক

এছাড়া - সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা উল্লেখযোগ্য।

নাটক

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (কাব্যনাট্য) – মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এ নাটকে যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনীর

Raisul Islam Hridoy

গ্রামে প্রবেশের সময়কার ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে।

এছাড়া- নূরুলদীনের সারাজীবন, গণনায়ক উল্লেখযোগ্য।

পঁচিশ

আল মাহমুদ

(১৯৩৬ খ্রি. –২০১৯)

জন্মস্থান

মোড়াইল গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকৃত নাম

মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ

কাব্যগ্রন্থ

সোনালী কাবিন, লোক লোকান্তর, বখতিয়ারের ঘোড়া, পাখির কাছে ফুলের কাছে।

কবিতা

নোলক (সোনালী কাবিন)

উপন্যাস

আগুনের মেয়ে, ডাহুকী, কাবিলের বোন

ছাব্বিশ

হাসান আজিজুল হক

(১৯৩৯ খ্রি. –২০২১)

জন্মস্থান

যবগ্রাম, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উপন্যাস

আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান, শামুক, বৃত্তায়ন

গল্পগ্রন্থ

আত্মজা ও একটি করবি গাছ (৮টি গল্প)

সাতাশ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

(১৯৪৩ - ১৯৯৭ খ্রি.)

Raisul Islam Hridoy

জন্ম

গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।তার পৈত্রিক বাড়ী বগুড়া জেলায়।

উপন্যাস

চিলেকোঠার সিপাই – (১৯৮৭ খ্রি.) ঊনসত্তরে গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

খোয়াবনামা – তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ফকির সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে রচিত।

গল্পগ্রন্থ

দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, খোঁয়ারি

গল্প

রেইন কোর্ট, ফোঁড়া, মিলির হাতে স্টেনগান

প্রবন্ধ গ্রন্থ

সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু

আটাশ

আহমদ ছফা

(১৯৪৩ – ২০০১ খ্রি.)

জন্মস্থান

গাছবাড়িয়া গ্রাম, হাশিমপুর ইউনিয়ন, চন্দনাইশ উপজেলা, চট্টগ্রাম।

উপন্যাস

গাভী বিত্তান্ত, ওঙ্কার, অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী

প্রবন্ধ

যদ্যপি আমার গুরু

ঊনত্রিশ

নির্মলেন্দু গুণ

(১৯৪৫ খ্রি.–)

জন্ম

কাশবন, বারহাট্টা, নেত্রকোনা।

Raisul Islam Hridoy

পরিচিতি

তাকে উপমহাদেশের 'কবিদের কবি' বলা হয়।

কাব্যগ্রন্থ

প্রেমাংশুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপ্লবী, বাংলার মাটি বাংলার জল

কবিতা

হুলিয়া

ত্রিশ

হুমায়ূন আহমেদ

(১৯৪৮ – ২০১২ খ্রি.)

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।ডাকনাম 'কাজল' (শামসুর রহমান)।২০১২ সালের ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।তিনি ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

উপন্যাস

- নন্দিত নরকে
- হিমু
- বহুব্রীহি
- নক্ষত্রের রাত
- এইসব দিনরাত্রি
- রজনী
- শঙ্খনীল কারাগার (চরিত্র: মতিন ও কমল)
- অপরাহ্ন
- মিসির আলী
- তেঁতুল বনে জোৎস্না
- দেয়াল (রাজনৈতিক উপন্যাস)
- দূরে কোথায়
- কোথাও কেউ নেই (চরিত্র: বাকের ভাই)
- অয়োময়
- দারুচিনি দ্বীপ

Raisul Islam Hridoy

সাহিত্যের সাতকাহন

- আজ রবিবার
- কৃষ্ণপক্ষ
- দীঘির জলে কার ছায়া গো
- কে কথা কয়

  মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস
- আগুনের পরশমণি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বাস্তব খন্ডচিত্র
- জোছনা ও জননীর গল্প
- শ্যামল ছায়া
- সূর্যের দিন

  গল্প
- এলেবেলে (রম্যগল্প)
- আনন্দবেদনার কাব্য

চলচ্চিত্র

- ঘেটুপুত্র কমলা : সর্বশেষ চলচ্চিত্র
- দুই দুয়ারী
- শ্যামল ছায়া
- শ্রাবণ মেঘের দিন
- নয় নম্বর বিপদ সংকেত
- আমার আছে জল

যে সকল উপন্যাস পরবর্তীতে নাটকে রূপান্তর করা হয়

- হিমু
- বহুব্রীহি
- নক্ষত্রের রাত
- এইসব দিনরাত্রি
- অপরাহ্ন
- কোথাও কেউ নেই (চরিত্র: বাকের ভাই)
- অয়োময়

Raisul Islam Hridoy

❖ আজ রবিবার

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শনের নাম কী? — চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।

চর্যাপদ কিসের সংকলন? — গানের সংকলন।

চর্যাপদের বিষয়বস্তু কি? — বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।

'ইড়া' বলতে কি বুঝায়? — মেরুদন্ডের বাঁ দিকের একটি নাড়িকে ইড়া বলে।

'পিঙ্গলা' বলতে কি বুঝ? — মেরুদন্ডলর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি নাড়িকে।

'সুষুম্না' বলতে যা বোঝায়? — ইড়া এবং পিঙ্গলার মধ্যস্থিত অপর একটি সূক্ষ্ম নাড়ি।

ইলা, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না - তিনটি নাড়ির মিলনকে একত্রে বলে? — ত্রিবেণী।

চর্যাগুলো কারা রচনা করেন? — বৌদ্ধ সহজিয়াগণ।

সহজিয়া বলতে কি বুঝায়? — স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থার সাধকগণ।

চর্যায় কতজন কবির পদ পাওয়া যায়? — কবির সংখ্যা ২৩ (মতান্তরে ২৪)।

চর্যাপদে কয়টি পদ বা গান ছিলো? — ৫০ টি (মতান্তরে ৫১ টি)।

চর্যাপদের কবিদের নামের সাথে 'পা' যুক্ত কেন? — তারা পদ (কবিতা) রচনা করতেন বলে বলে তাদের সম্মান করে পাদ বলা হতো। পাদ > পা হয়েছে।

কোন কবি সর্বাপেক্ষা বেশি পদ রচনা করেন? — কাহ্নপা। ১৩ টি পদ রচনা করেন তবে ১২ টি পাওয়া গেছে।

কোন কবি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন? — ভুসুকুপা; ৮ টি।

কোন কবি রচিত কোন পদ পাওয়া যায় নি? — তন্ত্রীপা (না পাওয়া পদ নং – ২৫)।

চর্যাপদে কোন কোন পদ পাওয়া যায়নি? — ২৪ (কাহ্নপা), ২৫ (তন্ত্রীপা) এবং ৪৭ (কুক্কুরীপা) রচিত।

চর্যাপদ গ্রন্থে মোট কতটি পদ পাওয়া গেছে? — সাড়ে ছেচল্লিশটি।

চর্যাপদে কয়টি পদ ছেঁড়া বা খন্ডিতাংশ ছিল? — একটি।

চর্যায় কোন পদ খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে? — ২৩ নং পদটি।

চর্যার খন্ডিত আকারের যে পদটি পাওয়া তার রচয়িতা কে? — ভুসুকুপা।

চর্যার পদগুলো কোন ভাষায় রচিত? — সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত।

Raisul Islam Hridoy

সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা কি? — যে ভাষা কোন সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যার একাধিক অর্থ অর্থাৎ যা আলো আঁধারের মতো তাকে পন্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বলে।

চর্যাপদ গ্রন্থের প্রথম পদটি কার লেখা? — লুইপার।

চর্যাপদের আবিষ্কারক কে? — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তিনি কোন উপাধি প্রাপ্ত হন? — মহামহোপাধ্যায়।

কোথা থেকে কত সালে চর্যা আবিষ্কার করা হয়? — নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে, ১৯০৭ সালে।

চর্যাপদ প্রথম প্রকাশ হয়? — ১৯১৬ সালে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা হতে)।

চর্যাপদের প্রথম সম্পাদনা করেন? — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চর্যাপদের রচনা কাল নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতামত? — ৬৫০ খ্রি. হতে।

চর্যাপদের রচনা কাল নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত? — ৯৫০ হতে ১২০০ খ্রি. ভেতর।

চর্যার কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়? — শবরপা (৬৮০–৭৬০ খ্রি.)।

চর্যাপদ নেপালে পাবার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ? — বাংলা তুর্কি আক্রমনের পর পন্ডিত মানুষেরা নেপাল, তিব্বতে চলে যান।

চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত? — কোন ছন্দ নাই।

আধুনিক ছন্দের বিচারে চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত? — মাত্রাবৃত্তে।

চর্যাপদের যুগে নারীদের অবস্থান বর্ণনা করো? — নারীরা খুবই স্বাধীন ছিল।স্বেচ্ছায় সঙ্গী ও পেশা নির্বাচন অধিকারে রাখত।

চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দাও? — তারা বৌদ্ধ সহিজিয়া সম্প্রদায় ছিলেন।

চর্যাপদের কবিদের পরিচয়

এক

কাহ্নপা

চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতা কোন কবি? — কাহ্নপা।

কাহ্নপা কয়টি পদ রচনা করেন? — ১৩ টি।

এই পদগুলোর বৈশিষ্ট্য কী? — নিপুন কবিত্বশক্তি প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন সমাসচিত্রও উদঘাটন।

Raisul Islam Hridoy

চর্যাপদের যে পদগুলো পাওয়া যায় নি তার কোনটি কাহ্নপার রচনা বলে মনে করা হয়? — ২৪ নং পদটি।

চর্যাপদে কাহ্নপা আর কি কি নাম পাওয়া যায়? — কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচর্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ।

দুই

কুক্কুরীপা

কুক্কুরীপা কতটি পদ রচনা করেন? — ২ টি (২ ও ২০ নং)।

তিনি কোন অঞ্চলের মানুস ছিলেন? — তিব্বতের কাছাকাছি কোন অঞ্চলে।

কোন সময় তিনি বর্তমান ছিলেন? — খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে।

তার পদ পর্যালোচনা করলে কি মনে হয়? — এর ভাব ইতর, ভাষা গ্রাম্য।

তিন

ধর্মপা

ধর্মপা কখন ও কোথায় অবস্থান করেন? — খ্রিষ্টিয় নবম শতকে বিক্রমশীলায়।

তার গুরু কে ছিলেন? — কাহ্নপা।

চর্যার কোন পদ তার রচনা? — ৪৭ সংখ্যক পদ।

এই পদের বিশেষত্ব কি? — এখানে অগ্নিকান্ডের প্রতীকে গভীর যোগতত্ত্বের কথা আছে।

চার

ঢেণ্ডণপা

ঢেণ্ডণপা কোন সময়ের কবি? — নবম শতকের।

তার পেশা কি ছিল? — তাঁতি।

চর্যায় কয়টি পদ তিনি রচনা করেন? — ১ টি (৩৩ সংখ্যক)।

পাঁচ

বিরুপা

বিরুপা কখন ও কোথায় অবস্থান করেন? — মনে করা হয় অষ্টম শতকে ত্রিপুরায়।

তার গুরু কে ছিলেন? — জালন্ধরীপা।

চর্যাপদে তার অন্তর্ভুক্ত পদের সংখ্যা কয়টি? — একটি (৩ সংখ্যক)।

এই পদে কি বর্ণিত আছে? — শুঁড়িবাড়ির উপযুক্ত চিত্র।

ছয়

বীণাপা

Raisul Islam Hridoy

বীণাপা কখন ও কোথায় অবস্থান করেন? — খ্রিষ্টীয় নবম শতকে গৌড়ে।
তার গুরু কে ছিলেন? — ভাদেপা।
সংস্কৃতগ্রন্থ বজ্রডাকিনীনিষ্পন্নক্রম কার রচনা? — বীণাপার।
চর্যাপদের কোন পদটি তার রচনা? — ১৭ সংখ্যক।
এই পদের বিশেষত্ব কী? — এখানে চন্দ্র–সূর্যকে চমৎকার উপমায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাত

ভাদেপা

ভাদেপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল? — খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে শ্রাবস্তী এলাকায়।
তার গুরু কে ছিলেন? — জালন্ধরীপা, মতান্তরে কাহ্নপা।
চর্যার কোন পদ তিনি রচনা করেন? — ৩৫ সংখ্যক পদ।
এই পদের মূল কথা কী? — ধর্মীয় তত্ত্বকথার বর্ণনা।

আট

ভুসুকুপা

চর্যায় পদ রচনার দিক থেকে ভুসুকুপার অবস্থান কততম? — দ্বিতীয়।
তিনি কয়টি পদ রচনা করেন? — আটটি (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯)।
ভুসুকু নামের অর্থ কী? — তিনি ১ম দিকে অলস ছিলেন। তাই তিনি ভু (ভুক্তি), সু(সুপ্তি), কু(কুটিরে) অবস্থান ছাড়া কিছু করতেন না বলে তাকে 'ভুসুক' বলা হতো।
তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন? — পূর্ববঙ্গের।
তার রচিত পদসমূহের বৈশিষ্ট্য কী? — সেখানে বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।
ভুসুপা রচিত একটি উল্লেখযোগ্য পঙক্তি লেখ? — অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (পদ:৬)।

নয়

মহীধরপা

মহীধরপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিলেন? — খ্রিষ্টীয় নবম শতকে মগধ অঞ্চলে।
তিনি চর্যাপদের কোন পদটি রচনা করেন? — ১৬ সংখ্যক পদ।
এই পদের বৈশিষ্ট্য কী? — পাপ ও পূণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

দশ

লুইপা

Raisul Islam Hridoy

লুইপা কে ছিলেন? — প্রবীন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদ কবি।
চর্যাপদের প্রথম পদটি কার রচনা? — লুইপার।
চর্যায় তিনি মোট কতটি পদ রচনা করেন? — ২ টি (১ ও ২৯ সংখ্যক)।
লুইপা রচিত কয়টি সংস্কৃতগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়? — ৫ টি।

এগার

শবরপা

শবরপা কোন দেশের লোক ছিলেন? — বাংলা দেশের।
তিনি কার শিষ্য ছিলেন? — নাগার্জুনের।
সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলে তিনি কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন? — ১৬ টি।
চর্যাপদের কোন পদগুলো তার লেখা? — ২৮ ও ৫০ সংখ্যক।
শহীদুল্লাহ্ শবরপাকে কার গুরু বলে উল্লেখ করেছিলেন? — লুইপার।

বারো

শান্তিপা

শান্তিপা কোন সময়ের কবি বলে মনে করা হয়? — এগার শতকের।
তিনি কোথায় বাস করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়? — বিহারের বিক্রমশীলায়।
তারনামে চর্যাপদে কতটি পদ পাওয়া যায়? — ২ টি (১৫ ও ২৬ নং)।
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে তিনি কোথায় যান? — সিংহল।

তেরো

সরহপা

সহরপা কোন সময়ের কবি বলে মনে করা হয়? — দশ থেকে এগার শতকের কবি।
তার নামে চর্যাপদে কোন কোন পদ পাওয়া যায়? — ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক; ৪ টি।
তার পদের মূল বিষয়? — শবর-শবরীর প্রেমকাহিনী এবং কতিপয় সরলতত্ত্ব কথা।

চৌদ্দ

ডোম্বীপা

ডোম্বীপা কে ছিলেন? — ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা।তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে মনে করা হয়।
ডোম্বীপার গুরু কে ছিলেন? — বিরুপা।
ডোম্বীপা কোন পদ লিখেছেন? — ১৪ সংখ্যক।

Raisul Islam Hridoy

তার রচিত পদে কোন চিত্র ফুটে ওঠে? — গঙ্গা ও যমুনা নদীতে নৌকা বেয়া নেয়ার চিত্র। কড়ি ছাড়াই এখানে নদী পার হওয়া যায়।

পনেরো

কম্বলাম্বরপা

কম্বলাম্বরপা কার গুরু ছিলেন? — জালন্ধরীপার।

তিনি কোন সময়ের কবি ছিলেন? — খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভের।

কবিদের দিক থেকে কোন কোন কবির কাছাকাছি? — কাহ্নপার পূর্ববর্তী, কুক্কুরীপার সমকালীন।

কবি প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন? — কঙ্কর নামক স্থানের রাজপুত্র।

ষোলো

গুণ্ডরীপা

গুণ্ডরীপা আর কি নামে পরিচিত? — গুডরীপা।

তিনি কোন সময়ের কবি? — রাজা দেবপালের রাজত্বকালের (৮০৯-৮৪১)।

গুণ্ডরীপা চর্যাপদের কত সংখ্যক পদের রচয়িতা? — চার সংখ্যক।

গুণ্ডরীপা কি কবির সত্যিকারের নাম? — না। তার প্রকৃত নাম জানা যায়নি।

তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন? — পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

সতের

চাটিল্লপা

চাটিল্লপা চর্যাপদের কত সংখ্যক পদ লেখেন? — পাঁচ সংখ্যক।

তিনি কোন সময়ের কবি ছিলেন? — তিনি ৮৫০ খ্রি. কাছাকাছি জীবিত ছিলেন।

তিনি কোথাকার মানুষ ছিলেন? — দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

তার পদে কী প্রাধান্য পেয়েছে? — নদীমাতৃক অঞ্চলের উপাদান।

আঠারো

আর্যদেবপা

আর্যদেবপাকে অন্য কোন নামে অভিহিত করা হয়? — আজদেব। কারণ ভণিতায় তা উল্লেখ আছে।

আর্যদেবপা কোন সময়ের কবি? — শহীদুল্লাহর মতে তিনি কম্বলাম্বরপার সমকালীন কবি।

তিনি কি রাজা ছিলেন? — তারনাথের মতে তিনি (আর্যদেবপা) মেবারের রাজা ছিলেন।

কে তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন? — গোরক্ষনাথ।

Raisul Islam Hridoy

আর্যদেবপার ভাষা কি বাংলা ছিলেন? — শহীদুল্লাহর মতে অনেকটা বাংলা বটে কিন্তু উড়িষ্যা ভাষা বলা সঙ্গত।

উনিশ

দারিকপা

দারিকপার পূর্ণ পরিচয় কি ছিলো? — তিনি সালিপুত্র নামক স্থানের রাজা ছিলেন।তার নাম ছিল ইন্দ্রপাল।

লুইপার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? — তিনি লুইপার শিষ্য নন তবে শিষ্য পরম্পরার একজন ছিল।

দারিকপার অন্যান্য গ্রন্থের নাম লেখ? — তথাদৃষ্টি, সপ্তম সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

বিশ

তাড়কপা

তাড়কপা কে ছিলেন? — তাড়কপা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।এমন কি তিব্বতী ভাষায় ৮৪ মহাসিদ্ধের তালিকাতেও তার নাম নেই।

এই কবিকে 'নাড়কপা' নামে কে অভিহিত করেছেন? — রাহুল সাংকৃত্যায়ন।শহীদুল্লাহ্ একে 'ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।

তাড়কপা চর্যাপদের কোন পদ লিখেছেন? — ৩৭ সংখ্যক।

একুশ

কঙ্কণপা

কঙ্কণপা কোন সময়ের কবি ছিলেন? — গবেষকদের মতে তিনি ৯৮০ থেকে ১১২০ খ্রি. অবধি জীবিত ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে তিনি কী ছিলেন? — বিষ্ণুনগর রাজা ছিলেন।

কম্বলাম্বরপার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? — কঙ্কণপা তার শিষ্য ছিলেন।

কঙ্কণপার লেখায় বাংলার সঙ্গে কিসের মিশ্রণ আছে? — বাংলার সঙ্গে ব্যাকরণে কিছু অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায়।

বাইশ

জয়নন্দীপা

জয়নন্দীপার অন্য নাম কী? — অনেকে মনে কর তার নাম জয়াছন্দ।

তিনি কে ছিলেন? — জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ এবং কোনো রাজার মন্ত্রী ছিলেন।

Raisul Islam Hridoy

তিনি কোন পদ রচনা করেন? — ৪৬ সংখ্যক।
তার ভাষার সঙ্গে আর কোন কোন ভাষার নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যায়? — মৈথিলী, উড়িয়া, অহমিয়া ভাষা।

তেইশ

তন্ত্রীপা

তন্ত্রীপা নিয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিস্তৃতি কত? — ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত।
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ কোন শাসনামলের অন্তর্গত ছিল? — মুসলিম শাসনামলের।
মধ্যযুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? — ৩ ভাগে।
মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
বাংলা ভাষায় কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ কোনটি? — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
এই গ্রন্থে কয়টি চরিত্র আছে? — তিনটি (কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি)।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের চরিত্র কৃষ্ণ কিসের প্রতীক? — পরমাত্মা বা ঈশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের চরিত্র রাধা কিসের প্রতীক? — জীবাত্মা বা প্রাণিকূল।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের চরিত্র বড়ায়ি কিসের প্রতীক? — এই দুয়ের সংযোগ সৃষ্টিকারী অনুঘটক।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থের কবি কে? — বড়ু চণ্ডীদাস।
শূন্যপুরান এবং ডাক ও খানার বচন — গ্রন্থ দুটির রচয়িতা কে? — রামাই পণ্ডিত।
আঁধার যুগের রচনা বলা হয় কোনটিকে? — প্রাকৃতপৈঙ্গল।
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে বিখ্যাত শাসকগন? — পাঠান সুলতানগণ।
বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসকের নাম? — আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।
বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কি? — মনসাবিজয়।
সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি? — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
বড়ু চণ্ডীদাসের ছদ্মনাম কি ছিলো? — অনন্ত বড়ু।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে মোট কতটি খণ্ড রয়েছে? — ১৩ টি।

Raisul Islam Hridoy

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন? — বসন্তরঞ্জন রায় (১৯০৯ সালে)।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি আবিস্কৃত হয়? — গোয়ালঘরে।
গঠনরীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত একধরনের? — নাটগীতি।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সৃষ্টিকে কতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়? — দুটি (মৌলিক রচনা ও অনুবাদ রচনা)।
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি? — বৈষ্ণব পদাবলি।
বৈষ্ণব গীতিতে কতটি রসের কথা পাওয়া যায়? — ৫ টি (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যএবং মধুর)।
ব্রজবুলি মূলত কি? — মৈথিলি এবং বাংলা ভাষার মিশ্রণে এক মধুর সাহিত্যিক ভাষা।
বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয় কাকে? — গোবিন্দদাসকে।
পদ বা পদাবলি বলতে কি বুঝায়? — বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।
পদাবলির প্রথম কবি কে? — বিদ্যাপতি।
বিদ্যাপতি কোন রাজসভার কবি ছিলেন? — মিথিলা।
বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙ্গালী কবি কে? — বিদ্যাপতি।
কোন কবি বাঙালী না হয়েও বাংলা সাহিত্য স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন? — বিদ্যাপতি।
বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন? — ব্রজবুলি।
ব্রজবুলির প্রবর্তক কে ছিলেন? — বিদ্যাপতি।
বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাস কজন ছিলেন? — ৩ জন।
মঙ্গলকাব্য সমূহের বিষয়বস্তু মূলত এক ধরনের? — ধর্মবিষয়ক আখ্যান।
কবি ভারতচন্দ্র কে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন কে? — রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় কাকে? — ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে।
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজ্যের রাজসভা কবি ছিলেন? — কৃষ্ণনগর রাজসভা।
'Biography' শব্দটির অর্থ কি? — কড়চা।
'কড়চা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? — রোজনামচা।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্ম প্রচারক–এর প্রভাব অপরিসীম? — শ্রীচৈতন্যদেব।
চৈতন্যদেব কোন ধর্মের প্রচারক ছিলেন? — বৈষ্ণব ধর্মের।
জীবনী রচনার জন্যে বিখ্যাত কে? — বৃন্দাবন দাস।
নাথসাহিত্য ধারার আদি কবি কে ছিলেন? — শেখ ফয়জুল্লাহ।
মর্সিয়া সাহিত্য কী? — এক ধরনের শোককাব্য বা শোকগীতি বা বিলাপসঙ্গীত।

Raisul Islam Hridoy

'মর্সিয়া' হল একটি — ফারসি শব্দ যার অর্থ শোক প্রকাশ করা।

লোক সাহিত্যের আদি নিদর্শন ধরা হয় কোনটিকে? — ডাক ও খনার বচন।

লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কোনটি? — ছড়া।

তরজা কী? — প্রচলিত প্রশ্নোত্তরমূলক এক প্রকার লোকগীতি বা পল্লিসঙ্গীত।

মৈমনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ পালা কোনটি? — মহুয়া।

লোকসাহিত্যে কাকে বলে? — লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি কে বলে।

Ballad কি? — লোকগাথা।

মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন যিনি? — দীনেশচন্দ্র সেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা কতটি ভাষায় অনূদিত? — ২৩ টি।

বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচন হয় কোন যুগে? — মধ্যযুগে।

'রামায়ণ' এর রচয়িতা কে? — বাল্মীকি।

রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত? — সংস্কৃত ভাষায়।

বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ কে রচনা করেন? — কৃত্তিবাস।

রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কে? — চন্দ্রাবতী।

'মহাভারত'- এর রচয়িতা কে? — শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেবব্যাস।

'মহাভারত' এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাকে বলা হয়? — কাশীরাম দাস।

দ্রোপদী কে? — মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী।

প্রণয়োপাখ্যান গুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? — মানবিক প্রেম।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে? — শাহ মুহম্মদ সগীর।

'সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন' — এখানে "আপে" অর্থ কি? — স্বয়ং।

আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? — পদ্মাবতী।

'আরাকানের' পূর্ব নাম কি? — রোসাং।

লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? — দৌলত কাজী।

বারমাস্যা কী? — নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা।

মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি ছিলেন? — মধ্যযুগের।

'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে' — অর্থ কী? — ঠোঁটের পরশে পান লাল হয়।

'তাম্বুল' শব্দের অর্থ কী? — পান।

Raisul Islam Hridoy

পদ্মাবতী কেমনতর গ্রন্থ? — অনুবাদ গ্রন্থ।
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি কে? — শাহ মুহম্মদ সগীর।
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে ছিলেন? — চন্দ্রাবতী।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কত সময় ব্যাপ্তি চলেছিল? — ১৮ দিন।
চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? — কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

অবক্ষয় বা অন্ধকার যুগ

অন্ধকার যুগের সমবয়সীমা কত থেকে কত? — ১২০১ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত।
অন্ধকার যুগকে আর কি কি নামে ডাকা হয়? — অবক্ষয় যুগ / প্রায় শূন্যতার যুগ / যুগ সন্ধিক্ষণ।
যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় কাকে? — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

'নগরের লোক সব এই কয় মাস
তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস'

— কোন কবিতার অংশবিশেষ? — তপসে মাছ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
হিন্দু সমাজে কবিগানের রচয়িতাদের কি বলা হতো? — কবিওয়ালা।
মুসলমান সমাজে মিশ্র ভাষারীতির পুঁথি রচয়িতাদের কি নামে ডাকা হতো? — শায়ের।
কবিওয়ালা এবং শায়েরের উদ্ভব ঘটে কত শতকে? — আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।
অবক্ষয় যুগের সাহিত্য কে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি? — অবক্ষয় যুগের সাহিত্যকে মূলত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: কবিগান ও পুঁথিসাহিত্যে।
কবিগান কিভাবে অনুষ্ঠিত হতো? — দুই পক্ষের বির্তকের মাধ্যমে।
কবিগানের আদি গুরু বলা হয় কাকে? — গোঁজলা গুঁই।
পুঁথিসাহিত্যের ভাষা মিশ্রণ কোনটি ছিলো? — আরবি-ফারসি।
পুঁথিসাহিত্যের বাকি অপর নামগুলো কি কি? — দোভাষী পুঁথি / বটতলার পুঁথি।
পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে ছিলেন? — ফকির গরীবুল্লাহ।
টপ্পাগান মূলত একধরনের? — গান।
টপ্পাগানের আদর্শ কি ছিলো? — হিন্দি।
বাংলা টপ্পাগানের জনক কে ছিলেন? — নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।

Raisul Islam Hridoy

পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে শক্তিশালী কবি কে ছিলেন? — দাশরথি রায়।
দাশরথি রায় কি নামে পরিচিত ছিলেন? — দাশুরায়।
শ্যামা সঙ্গীত মূলত এক ধরনের? — ভক্তিগীতি।
শ্যামা সঙ্গীতের অপর নাম কি? — শাক্ত পদাবলি বা শাক্তগীতি।
বাংলা সাহিত্যে 'শ্যামাসঙ্গীত' নামে একটি বিশেষ সঙ্গীতধারা কার হাত ধরে গড়ে ওঠে? — কবি রামপ্রসাদ সেন।
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ কবি কে ছিলেন? — ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর।
'লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান' — কার লেখা? — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
সৈয়দ আলী আহসান প্রায় শূন্যতার যুগ বলেছেন কোন সময়কে? — (১৭৬০– ১৮৬০) খ্রি.।
কবিগানের রচয়িতারা ছিলো? — নিম্নবর্ণের হিন্দু।
কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক উভয় হিসেবেই পরিচিত ছিলেন? — রামবসু ও ভোলা ময়রা।
এন্টনি ফিরিঙ্গি কি জাতীয় সাহিত্যের রচিয়িতা? — কবিগান।
পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝায়? — ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত।
আমীর হামজা কাব্য রচনা করেন কে? — ফকির গরীবুল্লাহ।

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?"

— মূলত এক ধরনের? — টপ্পা গান।
শূন্যপুরাণ কী? — রামাই পন্ডিত রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ।
সেক শুভোদয়া কি? — হলায়ুধ মিশ্র রচিত পির মাহাত্ম্য–ব্যঞ্জক কাব্য।
শূন্যপুরান গ্রন্থটি মোট কতটি অধ্যায়ে বিভক্ত? — ৫১ টি।
সেক শুভোদয়া কাব্যে মোট কতটি অধ্যায় আছে? — ২৫ টি।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Dog Sanskrit বলে অভিহিত করেছেন? — সেক শুভোদয়া কে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা শুরু হয়? — উনিশ শতকে।
গদ্য সাহিত্য কোন যুগের সৃষ্টি? — আধুনিক যুগ।
বাংলা–গদ্যের আদি নিদর্শন কোনটি? — কোচ বিচার রাজের লেখা চিঠি।

Raisul Islam Hridoy

বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ– রোমান–ক্যাথলিক সংবাদ' –এর রচয়িতা কে?
— দোম আন্তোনিও।
বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? — কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।
উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়? — ১৪৯৮ সালে।
বাংলা মুদ্রাণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় যে সালে? — ১৮০০ সালে।
শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বিখ্যাত / স্মরণীয় যে কারণে? — প্রথম বাংলা মুদ্রাণ।
বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়? — রংপুরে।
বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে? — ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালের কত তারিখ প্রতিষ্ঠিত হয়? — ১৮০০, ৪ মে।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন? — উইলিয়াম কেরি।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে? — লর্ড ওয়েলেসলি।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাব খোলা হয়? — ১৮০১ সালে।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম প্রধান কে ছিলেন? — উইলিয়াম কেরি।
যে ইংরেজ ব্যক্তির কাছে বাংলা ভাষা চিরঋণী হয়ে আছে তার নাম — উইলিয়াম কেরি।
বাংলা গদ্যের বিকাশে যে বিদেশীর অবদান সর্বাধিক? — উইলিয়াম কেরি।
'কথোপকথন' গ্রন্থটি কার রচনা? — উইলিয়াম কেরি।
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কী? — কথোপকথন।
১৮১০ সালে দরিদ্র খ্রিষ্টান সন্তানদের জন্য কলকাতায় কে বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন?
— উইলিয়াম কেরি।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার চর্চা করতেন কে? — রামরাম বসু।
বাঙালির লেখা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি? — রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।
'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা কে ছিলেন? — রামরাম বসু।
কেরী সাহেবের মুনশি বলা হয় কাকে? — রামরাম বসুকে।
'ফোর্ট উইলিয়াম যুগে' সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেন কে? — মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
ইয়ংবেঙ্গল কি? — ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।
'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন? — ডিরোজিও।

Raisul Islam Hridoy

বাঙালি কোন কবি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন? — মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসেবে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? — জ্ঞানান্বেষণ।
ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন — রাজা রামমোহন রায়।
ব্রাহ্মধর্ম কোনটি প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল? — একেশ্বরবাদ।
সতীদাহ প্রথা রোধ করেন? — রাজা রামমোহন রায়।
সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় যে গ্রন্থটি রচনা করেন? — প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ।
রাজা রামমোহন রায় যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন? — প্রেস অর্ডিন্যান্স।
'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রতিষ্ঠা কোন খ্রিষ্টাব্দে? — ১৯২৬।
'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র ছিল — শিখা।
ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম? — শিখা।
"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকত? — শিখা।
'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' — এর প্রধান লেখক ছিলেন? — কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ।
মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন? — বুদ্ধির মুক্তি।
'রেখাচিত্র' কোন জাতীয় রচনা? — আত্মজীবনী (আবুল ফজল রচিত)।
'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? — কাজী আবদুল ওদুদ।
'চৌচির' উপন্যাসটি কার লেখা? — আবুল ফজল।
আবুল ফজল বাংলা একাডেমি পুরষ্কার পান কোন সালে? — ১৯৬২ সালে।
১৯ শতকের প্রথম মুসলিম লেখকের নাম? — খোন্দকার শামসুদ্দিন সিদ্দিকী।
'মোস্তফা রচিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? — মওলানা আকরম খাঁ।
আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত্র' গ্রন্থটি কোন ধরনের? — সীরাত গ্রন্থ।
'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে? — শেখ চাঁদ।
হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী গ্রন্থ কোনটি? — মরুভাস্কর।

Raisul Islam Hridoy

আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিক পরিচিতি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম কোথায়? — নোয়াখালী।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম কত সালে? — ১৯০৩ সালে।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পৈতৃক নিবাস কোথায়? — ফরিদপুর।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূলত কি ছিলেন? — প্রখ্যাত সাহিত্যিক।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্মজীবন শুরু করেন কিভাবে? — ১৯৩১ সালে মুন্সেফ রূপে।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কোন গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন? — কল্লোল গোষ্ঠী।
যে পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার করেন তার নাম কী? — কল্লোল।
কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা কোন ধারা সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন? — তিরিশের আধুনিক ধারা।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কখন কল্লোল পত্রিকা প্রকাশে সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন? — ১৯২৫ সালে।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কি কি লেখায় দক্ষতার পরিচয় দেন? — গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও জীবনীকাব্য রচনায়।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম উপন্যাসের নাম কী এবং কবে প্রকাশিত হয়? — বেদে ; ১৯২৮ সালে।
'বেদে' উপন্যাসটি কি কারণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস? — রচনাভঙ্গি ও বিষয়বিন্যাসের জন্য।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অপর দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম কি? — কাকজ্যোৎস্না (১৯১৩) ; প্রথম কদমফুল (১৯৬১)।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কি লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন? — পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থ (৪ খন্ড) ১৯৫২ সালে।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচিত অন্য একটি অসাধারন স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম কি? — কল্লোল যুগ (১৩৫৭ সালে)।

Raisul Islam Hridoy

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কি লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন? — ছোটগল্প লিখে।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম ছোটগল্পের নাম কি? — টুটা—ফুটা (১৯২৮)।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতার ভাববস্তু কী? — রোমান্টিকতা ও গণসচেতনতা।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কী? — অমাবস্যা (১৯৩০)।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

অতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম কোথায়? — বিল্লাইক গ্রাম, টাঙ্গাইল।
অতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম কত সালে? — ১৮৮৪ সালে।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত মূলত কি ছিলেন? — সাহিত্যিক ও আইনজীবী।
অতুলচন্দ্র গুপ্তের পিতার নাম কী? — উমেশচন্দ্র গুপ্ত।
অতুলচন্দ্র গুপ্তের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী ছিল? — তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে ও দর্শনশাস্ত্রের অনার্স সহ বি.এ ; দর্শনে এম.এ এবং রিপন কলেজ থেকে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত কি লিখে খ্যাতি অর্জন করেন? — গদ্য লিখে।
অতুলচন্দ্র গুপ্তের রচিত গ্রন্থ কী? — 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ; শিক্ষা ও সভ্যতা ; নদী পথে ; জমির মালিক।
অতুলচন্দ্র গুপ্তের রচিত রসতত্ত্বের বিশিষ্ট গ্রন্থ কী? — কাব্যজিজ্ঞাসা (১৯২৮)।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত কোন গবেষণা গ্রন্থ লিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাথ দেব পুরষ্কার লাভ করেন? — Trading with the Enemy.
অতুলচন্দ্র গুপ্তের মৃত্য হয় কত সালে? — কলকাতা, ১৯৬১ সালে।

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম কোথায়? — ঢাকা শহরে।
অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম কত সালে? — ১৮৭১ সালে।
অতুলপ্রসাদ সেন মূলত কি ছিলেন? — কবি, গীতিকার ও গায়ক।
অতুলপ্রসাদ সেন বাংলা গানে কি আমদানি করেন? — সর্বপ্রথম ঠুমরি আমদানি করেন।

Raisul Islam Hridoy

অতুলপ্রসাদ সেন কি রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন? — সুরকার হিসেবে।
সঙ্গীত ভূবনে অতুলপ্রসাদ সেনের বিশিষ্ট স্থান কীসের জন্য? — গীতিকার ও সুরকার হিসেবে।
অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত গানগুলো কয়ভাগে বিভক্ত? — স্বদেশী সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, প্রেমের গান।
অতুলপ্রসাদ সেনের কোন গানগুলো জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের মনে প্রেরণা যোগায়? — মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও স্বজাতির উদ্দেশে নিবেদিত গানগুলো।
অতুলপ্রসাদ সেনের কোন গান ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল? — মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।
অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত গানের সংখ্যা কত? — প্রায় দুশোটি।
অতুলপ্রসাদ সেনের গানের সংকলন কী? — কয়েকটি গান ও গীতিগুঞ্জ (১৯৩১)।
অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যু হয় কত সালে? — ১৯৪৩ সালে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোথায়, কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন? — গোকর্ণ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ১৯১৪ সালে।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? — মালো বংশে।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ মূলত কি ছিলেন? — ঔপন্যাসিক।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? — নবশক্তি।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ কি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন? — ত্রিপুরা পত্রিকায় সাংবাদিকতা দিয়ে।
কোন পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেনামে কবিতা লেখেন? — মোহাম্মদী।
অদ্বৈত মল্লবর্মণের সুবিখ্যাত উপন্যাসটির নাম কী? তার খণ্ড কয়টি? — তিতাস একটি নদীর নাম ; ৪ খণ্ড।
তিতাস একটি নদীর নাম — প্রথম কোন পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয়? — মোহাম্মদী পত্রিকায় ; ১৩৫২ সালে।
উপন্যাসটি গ্রন্থ সহকারে কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়? — ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোন উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে ধীবর

Raisul Islam Hridoy

সমাজের কাহিনীকে তুলে এনেছেন? — তিতাস একটি নদীর নাম।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়ণ হয় কবে, কে করেন? — ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, ঋত্বিক ঘটক।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ। — নয়াবসত ; রামধনু ; সাদা হাওয়া ইত্যাদি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কোন বিষয়কে অবলম্বন করা হয়েছে? — জেলে ও মৎস্যজীবীদের অন্ত্যজ জীবন।

কিশোরদের গ্রামের নাম কী? — গোকর্ণঘাট।

'কিন্তু কালা আখর যে চিজ অখন কিছু কিছু টের পাই'— এখানে 'কালা আখর' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? — বর্ণমালা।

'ভোরের হওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে'— কার? — তিতাস নদীর।

'মনের মত মানুষ পাইলাম না'— কে মনের মতো মানুষ পেলো না? — জনৈক মালো যুবক।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোন কোন পত্রিকার সাথে সংযুক্ত ছিলেন? — নবশক্তি, ত্রিপুরা, মোহাম্মদী পত্রিকার সাথে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'সাদা হাওয়া' কোন ধরনের উপন্যাস? — রাজনৈতিক।

'ধানত এইবার খুব ফলছে'। উক্তি টা কার? — রামপ্রসাদের।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাগরিক উপন্যাস কোনটি? — সাদা হাওয়া।

'তোমার আমার ঘর নাই, তার আবার মানুষ'— উপন্যাসের উক্তিটি কার? — করমালীর।

বিজয় নদী তিতাস নদী থেকে কতদূরে? — ১৩ মাইল।

যে বউ বাপের বাড়িতে যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে কি থাকে? — জল।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রের নাম কী? — বাসন্তী।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র কোনটি? — কিশোর।

বড় নৌকার মাঝিরা কার জিম্মায় চাঁদপুরে নৌকা ও জাল রেখে আসে? — নিকারীর জিম্মায়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় কবে, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন? — ১৫ মার্চ, ১৯০৪ ; ভারতের উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর বাবা-মার নাম কী? — পিতা — নিমাইশঙ্কর রায় এবং মাতা - হেমনলিনী দেবী।
অন্নদাশঙ্কর রায় পেশায় কি ছিলেন? — নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লার জজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব।
অন্নদাশঙ্কর রায় মূলত কি ছিলেন? — বাংলা এবং উড়িষ্যা ভাষার দক্ষ কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রবন্ধকার।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রকাশিত প্রথম লেখার নাম কী? — তিনটি প্রশ্ন (প্রবাসী, ১৯২০)।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম উপন্যাসের নাম কী? — অসমাপিকা (১৯৩০)।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — রাখী (১৯৩২)।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? — গদ্যভাষায় বীরবলি (অনেকটা প্রমথ চৌধুরীর মতো) চমক ও গভীর মননশীলতা তার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনীসমূহ কী কী? — পথে প্রবাসে ; ইউরোপের চিঠি - ইত্যাদি।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা কবিতাগুলোর ভেতর অন্যতম যেসব ছিলো তার উদাহরণ দাও।
— রাখী (১৯৩২), কালের শাসন (১৯৩৩), নূতনা রাধা (১৯৪৩), ক্রীডো ইত্যাদি।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে অন্যতম যেসব? — তারুণ্য (১৯৩৭), ইশারা (১৯৪৩), জীয়ন কাটি (১৯৪৯), নতুন করে বাঁচা (১৯৫৩), আধুনিকতা (১৯৫৩) ইত্যাদি।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত সব উপন্যাসের নাম কী কী? — যার যেথা দেশ (১৯৩২), অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), দুঃখমোচন (১৯৩৬), অপসরণ (১৯৪২), মর্তের স্বর্গ (১৯৪০) ইত্যাদি।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচিত ছোটগল্প সমূহ উল্লেখ করো? — মন পবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪), প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪) ইত্যাদি।
অন্নদাশঙ্কর রায় কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২৮ অক্টোবর, ২০০২ (কলকাতায়)।

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১০ এপ্রিল, ১৯০১।
অমিয় চক্রবর্তী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে।
অমিয় চক্রবর্তীর পিতা কে ছিলেন? — দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
কর্মজীবনে অমিয় চক্রবর্তী কোন পেশায় যুক্ত ছিলেন? — শিক্ষকতা।

Raisul Islam Hridoy

অমিয় চক্রবর্তী মূলত কোন পরিচয়ে পরিচিত? — একজন আধুনিক কবি হিসেবে।
অমিয় চক্রবর্তী কোন সময়কার কবি ছিলেন? — ৩০ শের দশকের।
কোন সব বিদেশী কবিসাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসে অমিয় চক্রবর্তী মূলত কাব্য রচনা শুরু করেন? — ইয়েটস, জর্জ বার্নাড শ, রর্বাট ফ্রস্ট প্রমুখ।
বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তীর অবস্থান কোথায়? — রবীন্দ্র প্রভাবিত কাব্য-বলয়ের বাইরে।
অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন? — তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব এবং প্রায় সময়ের ভ্রমণ সফরসঙ্গী ছিলেন।
কবিতা ছাড়াও অমিয় চক্রবর্তীর পরিচিতি আছে সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রে? — গদ্য রচনায়।
অমিয় চক্রবর্তীর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম কোনগুলো? — খসড়া (১৯৩৮), এক মুঠো (১৯৩৯), মাটির দেয়াল (১৯৪২), অনিঃশেষ (১৯৭৬) ইত্যাদি বিখ্যাত।
অমিয় চক্রবর্তীর রচিত গদ্য রচনাগুলো কী কী? — চলো যাই, সাম্প্রতিক, পুরবাসী, পথ অন্তহীন ইত্যাদি।
'বাংলাদেশ' কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তী কোন প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিলেন? — বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে।
অমিয় চক্রবর্তীর রচিত 'এক মুঠো' কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও? — এটি ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। বিশ শতকে বিজ্ঞানের ব্যবহারে মানুষের জীবনের জটিলতা এবং মানব—মানবীর অন্তর্গত সুখ ও সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।
অমিয় চক্রবর্তী কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৮৬ সালে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম কোথায়? — ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোহাটি নামক গ্রামে। (তার মামার বাড়ী)
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মূল পরিচয় কী? — একজন কথা সাহিত্যিক।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোন বিখ্যাত উপন্যাসগুলো লিখেছেন? — চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭); খোয়াবনামা (১৯৯৬)।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচিত বিখ্যাত ছোটগল্পসমূহ উল্লেখ কর। — অন্য ঘরে অন্য স্বর

Raisul Islam Hridoy

(১৯৭৬); খোঁয়ারি (১৯৮২) ; দোজখের ওম (১৯৮৯)।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচিত গল্প ও উপন্যাসের মূল উপজীব্য কী? — অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ — নিপীড়িত হয়ে যেসব মানুষ জীবনযাপন করছে সেসব মানুষের জীবনের গল্প তার রচিত গল্পসমূহে এবং উপন্যাসে পাওয়া যায়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কোন দুটি উপন্যাস কে মহাকব্যোচিত উপন্যাস বলে ধরা হয়?

— 'চিলেকোঠার সেপাই'; 'খোয়াবনামা' কে।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।

এটি মূলত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি নিয়ে রচিত মহাকাব্যিক উপন্যাস। একটি বাড়ির চিলেকোঠাতে বাস করা এক যুবকের স্বাধীন হওয়ার চেতনা কে তুলে ধরা হয়েছে। বাসস্থান যেমনই হোক স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে সেদিন সমবেত হয়েছিল ওসমান। জনজীবনের সমগ্রতাকে, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদ ও শহরের সব মানুষ এই উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে। যুবক ওসমান দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এতটাই বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্নমূল যে তাকে বাড়ীর চিলেকোঠায় বাস করতে হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও তার সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্রলীগ নেতা, ছাত্রনেতা এমনকি তার বাড়িওয়ালা কন্যাসহ রিক্সাওয়ালার সাথে তার নিবিড় যোগাযোগ। ওসমান কে উপন্যাসে অনেক ছোট ছোট কাহিনীর সূত্রধর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার এইসব ছোট ছোট কাহিনীর একটা মহা সম্মিলন সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খুব সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছেন। এখানে একটি ইতিবাচক রাজনীতির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।সর্বোপরি এসব কারণেই এই উপন্যাসটি মহাকাব্যিক উপন্যাসের রূপ পেয়েছে।

'খোয়াবনামা'র বিষয় নিয়ে আলোচনা কর।

গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির–সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রতিক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে এই উপন্যাস নিপুনভাবে সাজানো হয়েছে। এইসব উপাদানসমূহ অবলম্বন করে বাঙালি তথা মানবজীবনের সংগ্রাম ও এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রচিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা, উৎসব, প্রতিশোধ, যোগাযোগ, ফেরারি, অন্য ঘরে অন্য স্বর ইত্যাদি গল্প নিয়ে সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই গল্পগ্রন্থটি

প্রকাশ করেন ১৯৭৬ সালে। এছাড়া প্রথম বারের মতো এখানে পুরানো ঢাকার জনজীবন গল্পগুলোতে বিশেষত্ব পেয়েছে যা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিে নতুন মাত্রা যোগ করে।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রধান কোন পুরস্কার লাভ করেন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২ সালে)।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭ (ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে)।

'রেইনকোট' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

'রেইনকোট' গল্পটি কার লেখা? — আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা।
এটি কবে প্রকাশিত হয়? — ১৯৯৫ সালে।
'রেইনকোট' গল্পের কথকের নাম কি? — নুরুল হুদা।
মিসক্রিয়ান্ট শব্দের অর্থ কী? — দুষ্কৃতকারী।
কাদের সাথে নুরুল হুদার আঁতাত আছে? — ছদ্মবেশী কুলিদের সাথে।
'রেইনকোট' গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? — 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল'।
কার জন্য নুরুল হুদাকে তটস্থ থাকতে হয়? — মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর জন্য।
কে এপ্রিলের শুরু থেকে বাংলা বলা ছেড়েছে? — পিয়ন ইসহাক।
'রেইনকোট' গল্পে কখন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়? — ভোররাত থেকে।
কিসের শব্দ লেখকের সমস্ত আয়েশ ছিঁড়ে ফালাফালা করে? — দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।
রাস্তায় বারোলে নুরুল হুদা সবসময় কী রেডি রাখেন? — পাঁচ কালেমা।
দরজার কপাট খুলতেই নুরুল হুদার ঘরে কে প্রবেশ করল? — প্রিন্সিপালের পিয়ন।
কলেজের জিমনেশিয়ামে এখন কারা অবস্থান করে? — পাকিস্তানি মিলিটারি।
পাকিস্তানের জন্য প্রিন্সিপাল কী করছেন? — দিনরাত দোয়া দুরুদ পড়ছেন।
পাকিস্তানকে বাঁচাতে প্রিন্সিপাল মিলিটারির বড় কর্তাকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন? — দেশের সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার ভাঙার পরামর্শ।
পাকিস্তানের ভালোর জন্য কলিগদের গালাগালি করেন কে? — পিন্সিপাল ডক্টর আফাজ আহমদ।
মিলিটারিরা প্রথমেই কোন দিকে কামান তাক করেছে? — শহিদ মিনারের দিকে।
'রেইনকোট' গল্প অনুসারে রেডিও টেলিভিশনে হরদম কী বলছে? — 'সিচুয়েশন নর্ম্যাল'।
রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে কার মতো দেখাচ্ছিল? — মিন্টুর মতো।

Raisul Islam Hridoy

'রেইনকোট' গল্পে লেখক কোন ঋতুর কথা বলেছেন? — হেমন্ত।
নুরুল হুদার সঙে আর কাকে মিলিটারি জিপে তোলা হয়? — আব্দুস সাত্তার মৃধাকে।
পাকিস্তানের গাঁয়ের কাটা কি ছিল? — শহিদ মিনার।
প্রিন্সিপাল আফাজ আহমদ মিলিটারির বড় কর্তাদের কাছে কী নিবেদন করেছিলেন? — পাকিস্তান বাঁচাতে সব স্কুল কলেজ হতে শহিদ মিনার উচ্ছেদ করা।
মগ বাজার বাসা হতে মিন্টু কবে চলে গিয়েছিল? — ২৩ জুন।
যুদ্ধ শুরু হবার পর হুদা সাহেব কতবার বাসা পাল্টান? — ৪ বার।
কার শ্বশুর বড় গোছের রাজাকার? — ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের।
হুদা সাহেবের মেয়ের বয়স কত? — আড়াই বছর।
হুদা সাহেবের ছেলের বয়স কত? — পাঁচ বছর।
স্টেট বাসগুলোর রঙ কেমন? — লাল রঙের।
আসাদ গেটে বাস থামলে সেখান হতে কজন লোক বাসে উঠেছিল? — ৯ জন।
মসজিদের ছাদ থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব নিচে পড়ে গিয়ে ছিল কেন? — মিলিটারীদের গুলিতে।
প্রিন্সিপালের চেয়ার দেখতে কেমন ছিল? — সিংহাসন মার্কা।
কলেজের জন্য কতটি আলমারি কেনা হয়? — ১০ টি।
মুক্তিযোদ্ধা তথা মিলিটারীদের ভাষায় মিসক্রিয়েন্টরা কী বেশে কলেজে ঢুকেছিল? — কুলির বেশে।
'বর্ষাকালেই তো জুৎ' কথাটি কবার বলা হয়েছে? — ২ বার।
'ক্রাক ডাউনের রাত' কথাটির মানে কি? — ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালরাত বুঝানো হয়েছে।
গল্পের নাম 'রেইনকোট' হবার কারণ কী? — মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু মানুষ নুরুল হুদার ভেতর সাহস, স্বাধীনচেতা দেশপ্রেম ফুটে ওঠায় এই ব্যঞ্জনাত্নক নাম ব্যবহার করা হয়।
গল্পে মিলিটারী ক্যাম্প কোথায় স্থাপিত হয়েছিল? — কলেজের জিমন্যাসিয়ামে।
প্রিন্সিপালের পিওনের নাম কী? — ইসহাক মিয়া।
মিন্টুর বোনের নাম কী? — আসমা।
উর্দু বিভাগের অধ্যাপকের নাম কী? — আকবর সাজিদ।
ইসহাক মিয়া কখন থেকে বাংলা বলা ছেড়ে দেয়? — এপ্রিল মাসের শুরু থেকে।
জেনারেল স্ট্রেটমেন কথার অর্থ কী? — সাধারণ বিবৃতি।

Raisul Islam Hridoy

প্রিন্সিপাল কাকে তোয়াজ করতেন? — মজিদ আকবরকে।
রেইনকোট পরার পর লেখকে কেমন লাগছিলো দেখতে? — শ্যালক মিন্টুর মতো।
কোথায় অর্ধেকের বেশি জায়গা স্বাধীন? — রংপুর, দিনাজপুর।
নুরুল হুদার সাথে আর কাকে মিলিটারীর জিপে তোলা হয়? — আব্দুস সাত্তার মৃধাকে।
কতদিন ধরে বৃষ্টি চলছিল? — টানা ৩ দিন।
নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার? — রসায়নের।
রেইনকোটের ওপর চাবুকের বাড়ি নুরুল হুদার কাছে স্রেপ উৎপাত মনে হয়েছিল কেন?
— মুক্তিযুদ্ধার ব্যবহৃত জিনিস তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করে। তাই পাকিস্তানি যখন তাকে চাবুক মারতে থাকে তখন তা তার কাছে স্রেপ উৎপাত বলে মনে হতে থাকে।
নুরুল হুদা কেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়? — ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়িয়ে নিজের চেহারার নতুন রূপ দেখে।
পাকিস্তানিদের জন্যে প্রিন্সিপাল দিনরাত কি করত? — দোয়া-দরুদ পড়তো।
'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' কথাটির মানে কী? — 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিজ' কথাটির অর্থ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম।মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে উক্ত নামে অভিহিত করতো।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী পরাজিত হয়েছিল কাদের কাছে? — রাশিয়ার রুশ বাহিনীর কাছে।

আনিসুজ্জামান

আনিসুজ্জামানের প্রকৃত নাম কী? — এ.টি.এম. আনিসুজ্জামান।
তাঁর পিতা-মাতা এবং স্ত্রীর নাম কী? — পিতার নাম : এ.এটি.এম. মোয়াজ্জেম ; মাতার নাম : সৈয়দা খাতুন ; স্ত্রীর নাম : সিদ্দিকা জামান।
তিনি কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ সালে কলকাতায়।
লেখক আনিসুজ্জামানের প্রকৃত পরিচয় কী? — তিনি মূলত একজন শিক্ষাবিদ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর (ডিপার্টমেন্টে বাংলা) এবং তিনি একজন জাতীয় অধ্যাপক।
তিনি কোথায় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন? — ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮) শিরোনামে।
এই গবেষণাপত্রকে তিনি 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' নামে গ্রন্থে প্রকাশ করেন এবং উক্ত

Raisul Islam Hridoy

গ্রন্থটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁর রচিত বিখ্যাত কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর। — 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬) ; 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮৩) ; 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে' (২০০০) ; এবং 'কাল নিরবধি' (২০০৩) ইত্যাদি সব উল্লেখযোগ্য।

তিনি কী কী পদক ও পুরস্কার লাভ করেন? — তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক ও পুরস্কার হলো — বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০); একুশে পদক (১৯৮৫) ; আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪) ; ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ (২০১৪) ; স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৫)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিত ডি.লিট. উপাধি পান ২০১৫ সালে।

'জাদুঘরে কেন যাব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

পাশ্চাত্যদেশে কোনগুলো স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত?
— জাদুঘরতত্ত্ব–মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ।

পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায়? — আলেকজান্দ্রিয়ায়।

পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়া কী কাজে ব্যবহৃত হতো? — এটি ছিল নির্দশন–সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। ছিল উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে সেখানে মূলত দর্শন চর্চা হতো।

আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পিছনে কি কারণ আছে বলে মনে করা হয়? — এটি গড়ার পিছনে ২ টি কারণ ভাবা হয়। এক, এটি প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক গড়ে ওঠে। দুই, দর্শকরা সেখানে যেত নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে আবার কেউ পুরোটাই ঘুরে বেড়াতো।

জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি কী ছিল? — জগতের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাচীন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ–আকর্ষণ বেশি থাকে। সেজন্য ব্যক্তি সম্পন্ন মানুষ কখনো নিজে বা পারিবারিক উদ্যোগে জাদুঘর গড়ে তোলেন এাব প্রদর্শনের জন্য।

পাশ্চাত্যে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করা শুরু হয়? — ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পর থেকে। আবার অনেকে ভাবেন তারও অনেক আগে থেকে।

রাজ–রাজারা কেন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করতো? — তারা মূলত এসব সংগ্রহ করতো তাদের পরাক্রম, শৌর্য–বীর্য, সম্পদ ও গৌরবগাথার অংশীদার হিসেবে।

যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থান উদ্যোগে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করা হয় বলে মনে করা হয়? — ষোল শতকের পরে।

ল্যুভ বা ল্যুভর মিউজিয়াম কখন গড়ে ওঠে? — ফরাসি বিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে।

Raisul Islam Hridoy

ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার উন্মোচিত হয় কখন? — ফরাসি বিপ্লবের পর।
লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদ গড়ে ওঠে কখন? — রুশ বিপ্লবের পর।
ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রয়াণের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে? — টাওয়ার অব লন্ডনকে।
সতেরো শতকে ব্রিটেনে প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম কোথায় গড়ে ওঠে? — অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।
অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কিভাবে সৃষ্টি হয়? — পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল এই ৩ জনের সংগ্রহে।
ব্রিটিশ মিউজিয়াম কার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়? — আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়।
জাদুঘরে সংগৃহীত বিষয় বৈচিত্র্যের চিত্র তুলে ধর। — জাদুঘরের বৈচিত্র্য হয় দেখার মতো। এর বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহে অন্যদিকে তেমনি গঠনগত এবং প্রশাসনগত। বর্তমান সময়ে জাদুঘর গুলো একক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠছে। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহন ব্যবস্থা, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পরিবেশ ও নানারকমের শিল্পকলা নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ–উপবিভাগ।
জাদুঘরে কোন বিষয় কে লক্ষ করে জিনিস সংগ্রহ করা হয়? — জাদুঘরে সাধারণত যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিস্ময়কর এমন সব বস্তু সংগ্রহ করা হয়।
'জাদু' কোন ভাষার শব্দ? — ফারসি।
জাদুঘর থেকে কী লাভ করতে পারি? — বঙ্গের হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির নমুনা থেকে আমরা আমাদের অর্থাৎ বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করতে পারি।
কোহিনূর দেখতে সবাই কোথায় ভিড় করে? — টাওয়ার অব লন্ডনে।
ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান কোথায় লক্ষ করা যায়? — কুয়েতের জাদুঘরে।
ইউরোপীয় রেনেসাঁস কী? — রেনেশাঁস অর্থে রিবার্থ বা পুর্নজন্ম। অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ হতে ষোল শতক ধরে ইউরোপে শিল্প–সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা–চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণই ইউরোপীয় রেনেসাঁস।
ফরাসি বিপ্লব কী? — ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি জনগন সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি এবং অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগিতা। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল : 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার।' এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

Raisul Islam Hridoy

রুশ বিপ্লব কী? — ১৯১৭ সালে ৭ নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিন রাশিয়ায় সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি সেখানকার জারতন্ত্রকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

টাওয়ার অব লন্ডন কী? — লন্ডনের টেমস নদী উত্তর তীররবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশে আছে সাদা পাথরের গম্বুজ। এটি ১০৭৮ খ্রি. নির্মিত। এটি একসময় রাজজীয় ভবন ও কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে বর্তমানে এটি অস্ত্রশালা এবং জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম সম্পর্কে লিখ? — প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত জাদুঘর। এটি ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাতা কাল ১৭৫৩।

হার্মিটেজ কী? — সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম।

বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কে লিখ। — বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর এটি। এখানে আমাদের দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও নানারকম প্রাকৃতিক নিদর্শন আছে। এটি নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি ঢাকায় শাহবাগে অবস্থিত।

বলধা গার্ডেন কোথায় ও কেন খ্যাত? — ঢাকার ওয়ারিতে এর অবস্থান। এটা একাধারে উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর।এখানে মূলত অনেক প্রজাতির দেশি বিদেশী গাছপালার আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে।

আবদুল কাদির

আবদুল কাদিরের জন্ম কবে? – ১ লা জুন, ১৯০৬ সালে।

তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? – আড়াই সিধা গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

তাঁর প্রকৃত পরিচয় কী? – কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছান্দসিক ও সম্পাদক।

তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা লেখ। – তিনি অন্নদা মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ অধ্যয়ন করেন।

তিনি প্রথম কোন পত্রিকার সম্পাদনা করেন? – কলকাতার সওগাত পত্রিকার সম্পাদনা দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়।

পরিণয়সূত্রে তিনি কার সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিলেন? – কমরেড নেতা মুজাফফর আহমেদের কন্যা আফিয়া খাতুনের সাথে।

Raisul Islam Hridoy

কাজী নজরুল ইসলামের কোন পত্রিকার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন? – দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে।

তিনি আরো কোনসব পত্রিকায় কাজ করতেন? – সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ও অর্ধসাপ্তাহিক পয়গাম পত্রিকায়।

১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল? – প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন তিনি।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'শিখা' তে তিনি কী করতেন? – প্রকাশনা ও লেখকের কাজ।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কী কী? – কবিতা : দিলরুবা (১৯৩৩); উত্তর বসন্ত (১৯৬৭); প্রবন্ধ : কবি নজরুল (১৯৭০); কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬); লোকায়েত সাহিত্য ইত্যাদি।

তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময় বাংলা একাডেমি তাঁর কোন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন? – লোকায়ত সাহিত্য।

মৌলিক রচনাগুলো ছাড়া তিনি আর কী কী সম্পাদনা করেন? – কাব্য মালঞ্চ; মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প; নজরুল রচনাবলি (১ম খন্ড হতে ৫ম খন্ড); রোকেয়া রচনাবলি; সিরাজি রচনাবলি; লুতফর রহমান রচনাবলি; ইয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলি; কাব্যবীথি ইত্যাদি।

তাঁর সকল সম্পাদনা কাজের ভেতর সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয়েছে কোনটি? – নজরুল রচনাবলি।

সাহিত্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন? – বাংলা একাডেমি পুরস্কার; একুশে পদক; নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক; কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক ইত্যাদি।

তাঁর কোন গ্রন্থটিতে বাংলা ছন্দের সামগ্রিক রূপটি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস আছে? – ছন্দ – সমীক্ষণ।

তাঁর কাব্য প্রয়াসে কী লক্ষ্য করা যায়? – মোহিতলালের ধ্রুপদী সংগঠন ও নজরুলের উদাত্ত আবেগের চমৎকার সমন্বয় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? – ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সালে রাজধানী ঢাকায়।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আবদুল গাফফার চৌধুরী কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১২ ডিসেম্বর, ১৯৩৪ সালে।

তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — বরিশালের উলানিয়ায়।

Raisul Islam Hridoy

আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কী? — ডানপিটে শওকত (১৮৫৩ সাল)।
তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ডানপিটে শওকত' কোন জাতীয় রচনা? — শিশুতোষ গ্রন্থ।
আবদুল গাফফার চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী? — কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯ সাল)।
তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি এবং কবে এটি প্রকাশিত হয়? — চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, ১৯৬০ সালে।
আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম কিছুর নাম লিখ। — গল্পগ্রন্থ : সম্রাটের ছবি (১৯৫৯) ; সুন্দর হে সুন্দর (১৯৬০)। উপন্যাস : নাম না জানা ভোর (১৯৬২) ; নীল যমুনা (১৯৬৪) ; শেষ রাত্রির চাঁদ (১৯৭৬)। সম্পাদনা : বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২)।
আবদুল গাফফার চৌধুরীর কোন কর্মটি তাকে বাংলার ইতিহাসে অমর করে রেখেছে? — ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি স্মরণে তাঁর রচিত অমর গান — 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো / একুশে ফেব্রুয়ারী / আমি কি ভুলিতে পারি।'
তাঁর এই অমর গানটি কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?— হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন গ্রন্থে ১৯৫৩ সালে।
এই গানটির সুরকার কে? — গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ।তারপর সেই সুর পরিবর্তন করে আলতাফ মাহমুদ নতুন করে এর সুরারোপ করেন।বর্তমানে যেটি শুনতে পাই বা বলবৎ আছে তা আলতাফ মাহমুদের সুর করা।
বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক কোন চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন? — পলাশী থেকে ধানমন্ডি। ২০০৭ সাল।

একুশের গান থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

'একুশের গান' প্রথম কোথায় ছাপা হয়? — হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে।
'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়? — ১৯৫৩ খ্রষ্টাব্দে।
'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের অপর পরিচয় কী? — এটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রকাশিত প্রথম সংকলন।
'রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? — অনেক মানুষের রক্তের বিনিময়ে একুশে ফেব্রুয়ারী পাওয়া হয়েছে।
'অশ্রু-গড়া' কী? — অশ্রু দিয়ে গড়া।

Raisul Islam Hridoy

'ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু—গড়া' এখানে শত কোন ধরনের সংখ্যাবাচক? — অনির্দেশক সংখ্যাবাচক।

'অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ' কী? — যেখানে সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।

এই কবিতায় 'নাগিনী' ও 'কালবৈশাখী' কারা? — বাঙালির লোক—ঐতিহ্যের প্রধান সহায়ক নাগিনা আর প্রাকৃতিক প্রচণ্ডতা হল কালবৈশাখী। কবি এই দুই শক্তিকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন।

'ক্রান্তি' কী? — অগ্রগতি।

'তবু তোরা পার পাবি?' —কারা? — পাকিস্তানিরা।

একুশে ফেব্রুয়ারী কী রায় দেয়? — অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায় সঙ্গত এবং অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।

'অলকানন্দা' কী? — স্বর্গের নদীর ধারা বা স্বর্গের গঙ্গা।

'আঁধারের পশু' কারা? — যারা ২১ শে ফেব্রুয়ারী বাঙালিদের ওপর গুলি চালিয়েছে।

'ওরা এদেশের নয়' কাদের বলা হয়েছে? — পশ্চিম পাকিস্তানিদের।

'জালিম' কোন শব্দ? — আরবি শব্দ।

আনোয়ার পাশা

জন্ম : ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।

জন্ম স্থান : ডবকাই গ্রাম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

আনোয়ার পাশা মূলত কি ছিলেন? — কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ছিলেন।

আনোয়ার পাশা'র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো কী? — উপন্যাস— নীড় সন্ধানী (১৯৬৮) ; নিষুতি রাতের গাথা (১৯৬৮) ; রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)। গল্পগ্রন্থ : নিরুপায় হরিণী (১৯৭০)। কাব্য : নদী নিঃশেষিত হলে।

আনোয়ার পাশা'র বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসের নাম কী? — রাইফেল রোটি আওরাত।

রাইফেল রোটি আওরাতের পরিচয় দাও।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা প্রথম কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত' অন্যতম। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব

Raisul Islam Hridoy

হচ্ছে আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আগুনের কথা লেখা যতোটা কঠিন, যুদ্ধকালে যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে বাস করে তেমনি করে যুদ্ধের কাহিনী লেখার জন্য চাই সাহস আর মানসিক স্থিরতা। চাবির এই স্বনামধন্য শিক্ষক উপন্যাসটি লিখে গেলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তাকে সপরিবারে হত্যা করে পাকিস্তানি ঘাতক দালালরা। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। শহিদ হবার আগে তিনি তার জীবনের সেরা কর্ম এই উপন্যাসটি লিখে গেছেন। 'রাইফেল রোটি আওরাত' নামটির ভেতর উর্দুর গন্ধ বিদ্যমান। এই শব্দগুলো বাংলা ভাষায় পরিচিত হলেও উক্ত তিনটি শব্দ দ্বারা লেখক পাকিস্তানের হীন মানসিকতাকে বুঝিয়েছেন। কাফের হত্যার নামে পাক বাহিনী নির্বিচারে বাঙালি হত্যার মিশনে নেমেছিল। উপন্যাসে পাকিস্তানিদের মনোভাব বুঝাতে লেখক যেসব উক্তি ব্যক্ত করেছেন তার ভেতর কিছু হল— হাত দেওয়া যায় রোটি ও রাইফেলে। আর আওরাতের গায়ে। দুনিয়ার সেরা চীজ আওরাত, আওর রাইফেল। রোটি খেয়ে গায়ের তাকত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে ক্ষতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফুর্তি কর। ব্যা, এহি জিন্দেগী হ্যায়। এই ত জীবন। উপন্যাসে এক শ্রেণীর বাঙালি মুসলিম মনে করে ইসলাম মানে পাকিস্তান আর পাকিস্তান মানেই ইসলাম। তাদের ধারণা পাকিস্তানের নামে শহিদ হলে ইসলামের নামে শহিদ হওয়া। তাদের বিবেচনায় শহিদদের নামে কোনো মিনার তথা শহিদ মিনার বানানো হল কুফরি কাম। বানাতে হবে মসজিদ। উপন্যাসে লেখক সৃষ্টি করেছেন তৎকালীন পাকিস্তান পন্থী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আদলে তৈরি করেছেন ড. খালেক এবং ড.মালেক কে। তারা উভয়েই চরমভাবে পাকিস্তানপন্থী এবং খুব সুবিধাভোগী লোক।এছাড়া আছে মুসলীম লীগের হরমুজ মিয়া, মোনায়েম খাঁর আদর্শপুষ্ট ছাবেদ আলী, অবাঙালী হাসমত প্রমুখ। আবার অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন, আওয়ামী লীগ নেতা জামাল সাহেব ও কমিউনিস্ট কর্মী বুলা এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কথা আছে উপন্যাসের ভেতর। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখা আছে : এবারের ২১ শে ফেব্রুয়ারির রাত দুপুরের অনুষ্ঠানে সুদীপ্ত এসেছিলেন। কেননা শুনেছিলেন, স্বয়ং শেখ সাহেব ঐ সময় আসবেন। এসেছিলেন। শালপ্রাংশু বজ্রমানব শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের প্রভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাঙালি যখন যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের শেষের দিকে এগোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আনোয়ার পাশা ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক। কারন দূরদৃষ্টি না থাকলে এমন উপন্যাস লেখা যায় না। 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রচলিত অর্থে চরিত্রনির্ভর উপন্যাস নয়। ঘটনার প্রবহমানতাই এখানে মুখ্য বিষয়। একজন শিল্পীকে বিভিন্ন ভাবে হত্যা করা গেলেও তাঁর শিল্পকে কখনো হত্যা করা যায়

Raisul Islam Hridoy

না 'রাইফেল রোটি আওরাত' তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

আনোয়ার পাশা কী পুরস্কার পেয়েছিলেন? — মরণোত্তর বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭২ সালে)।

মহান এই লেখক আনোয়ার পাশা কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষক কোয়ার্টার্স হতে পাক বাহিনীর অনুগত আলবদর সদস্যরা তাঁকে ঢাকার মিরপুরের বধ্যভূমিতে হত্যা করে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

জন্ম : ১৯৪৩ সালের ৩রা আগস্ট, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায়।

শিক্ষা জীবন : ১৯৫৮ সালে প্রবেশিকা, ১৯৬০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলাতে সম্মানসহ স্নাতক (১৯৬৩) এবং স্নাতকোত্তর (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাংলার সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ।

প্রথম জীবনে ব্যবহৃত ছদ্মনাম : অশোক সৈয়দ।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি :

কবিতা — জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭); জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯); ও সংবেদ ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪); কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২); পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮২); পার্কস্ট্রিটে একরাত্রি (১৯৮৩); সকল প্রশংসা তাঁর (১৯৯৩); নীরবতা গভীরতা দুই বোন বলে কথা (১৯৯৭)।

ছোটগল্প — সত্যের মতো বদমাশ (১৯৬৮); চলো যাই পরোক্ষে (১৯৭৩); মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা (১৯৭৭); নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী (১৯৯৭)।

উপন্যাস — পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী (১৯৭৪); পোড়ামাটির কাজ (১৯৮২); অ-তে অজগর (১৯৮২); গভীর গভীরতর অসুখ (১৯৮২); শ্রাবস্তির দিনরাত্রি (১৯৯৮)।

প্রবন্ধ গবেষণা — শুদ্ধতম কবি (১৯৭২); নজরুল : কবি ও কবিতা (১৯৭৭); নজরুল: কালজ ও কালোত্তর (১৯৮৭); আধুনিক সাম্প্রতিক (২০০১) ইত্যাদি।

জীবনী — জীবনানন্দ দাশ (১৯৮৮); ফররুখ আহমদ (১৯৮৮); প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯৯৪)।

নাটক / কাব্যনাটক — চাকা (১৯৮৫); কবি ও অন্যরা (১৯৯৬)।

স্মৃতিকথা — স্মৃতির নোটবুক (২০০০)

Raisul Islam Hridoy

অনুবাদ কবিতা — মাতাল মানচিত্র (১৯৭০); বিদেশী প্রেমের কবিতা (১৯৮৪)।
সম্পাদনা — জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সুনির্বাচিত কবিতা (১৯৯০); অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৪); শ্রেষ্ঠ নজরুল (১৯৯৬) ইত্যাদি।
স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা : দেশের প্রধান কবিদের প্রায় সবাই যখন জাতীয় পরিষদ গঠন করে তৎকালীন সেনাশাসক এইচ. এম. এরশাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন আবদুল মান্নান এরশাদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এশীয় কবিতা উৎসবে একাধিকবার যোগ দেন। তখন রাষ্ট্রপতি এরশাদ কবিতা লিখতেন এবং সেগুলো বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। জনশ্রুতি আছে, এরশাদের এই কবিতাবলির কয়েকজন কারিগরের একজন হলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ।
তাঁর অর্জিত পুরস্কার : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১); নজরুল পুরস্কার (১৯৯৮); নজরুল পদক (২০০১) ইত্যাদি।
মৃত্যু : ২০১০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

পুরো নাম : আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন।
জন্ম : ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়িতে।
শিক্ষাজীবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থে এম.এসসি (১৯৫৩); আমেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটি হতে পিএইচ.ডি (১৯৬২) ডিগ্রি লাভ করেন।
কর্মজীবন : আমলা। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
লেখক হিসেবে পরিচয় : বিজ্ঞানমনস্ক লেখক।
প্রকাশিত প্রথম বই : এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে (১৯৫৫) সালে।
তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : আবিষ্কারের নেশায় (১৯৬৯); বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৭৫); সাগরের রহস্যপুরী (১৯৭৬); তারার দেশের হাতছানি (১৯৮৪); বিজ্ঞানের বিস্ময় (১৯৮৬)।
অর্জিত পুরস্কার : তিনি দেশের প্রধান প্রধান প্রায় সব পুরস্কারই লাভ করেন। যেমন: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫); ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার (১৯৮৩); একুশে পদক

Raisul Islam Hridoy

(১৯৮৫); স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৫)।
মৃত্যু : ১৯৯৮ সালের ৩০ শে নভেম্বর ঢাকায়।

আবু ইসহাক

জন্ম : ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর, শরিয়তপুর জেলার নড়িয়ায়।
কর্মজীবন : NSI খুলনা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন।
প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম : সূর্য দীঘল বাড়ি (উপন্যাস)
মূল পরিচিতি : একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত।
তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ি' সংক্ষেপে আলোচনা কর।
উপন্যাসটি ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের বিশ্বস্ত দলিল এই গ্রন্থ। বিশেষ করে গ্রামীণ মুসলমান জীবনের বিশ্বস্ত এবং আন্তরিকতা ঐ সময়ে বাংলা সাহিত্যে পাওয়া খুবই দুরূহ। প্রকাশের পর থেকে এর বাস্তবভিত্তিক চরিত্র ও খুঁটিনাটি প্রকাশভঙ্গি সমালোচক ও পাঠকসমাজে এটি দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। উপন্যাসে জয়গুনদের বাড়িতে রাতে ঢিল তথা ভূতের ঢিল পড়ে। সেখানে শান্তিতে নির্ভয়ে থাকা যায় না। তাই জন্যে সেই বাড়িকে সূর্য দীঘল বাড়ি তথা অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। অপরদিকে উপন্যাসে গ্রামীণ মানুষের কুসংস্কার, দারিদ্র্যতা, গ্রামের মোড়লদের দৌরাত্ম্য এবং সর্বোপরি একজন হৃদয়হীনা শাশুড়ির বউকে অত্যাচার ইত্যাদি খুবই বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত গ্রামীণ মুসলমান সমাজ এবং তৎকালীন সময়ের যুগোপযোগী উপন্যাস হওয়ায় এটি দারুণ ভাবে পাঠকমহলে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া জয়গুন, তার ছেলে হাসু, মেয়ে মায়মুন, শফি, ডাঃ রমেশ চক্রবর্তী এবং গ্রামের মোড়ল গদু প্রধান ইত্যাদি চরিত্র আছে উক্ত উপন্যাসে।
তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসকল :
উপন্যাস — পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬); জাল (১৯৮৮)
গল্পগ্রন্থ — হারেম (১৯৬২); মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।
তাঁর 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল :
'পদ্মার পলিদ্বীপ' ঔপন্যাসিক আবু ইসহাকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী একটি উপন্যাস। ১৯৮৬ সালে এটি ঢাকার মুক্তধারা থেকে প্রকাশ পেলেও ঔপন্যাসিক ১৯৬০ সাল থেকে এটি লিখতে থাকেন। উপন্যাসের প্রথম ষোলটি অধ্যায় বাংলা একাডেমি কর্তৃক 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায়

Raisul Islam Hridoy

ধারাবাহিকভাবে ১৯৭৪ সালের মে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তখন এই উপন্যাসের নাম 'পদ্মার পলিদ্বীপ' ছিল না। এটি তখন 'মুখর মাটি' নামে প্রকাশিত হয়। পরে লেখক উপন্যাসের আরো ৩২ টি অধ্যায় শেষ করেন এবং তখনই নাম পরিবর্তন করে 'পদ্মার পলিদ্বীপ' রাখেন। তবে বর্তমান নামের চেয়ে প্রথম নামটি অধিকতর সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও প্রতীকি ছিল। বর্তমান নামটি খুবই সাদামাঠা এবং নাম থেকে উপন্যাসের ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পদ্মা নদীকে বলা হয় সর্বনাশা তথা 'কীর্তিনাশা'। কারণ চাঁদরায়–কেদারয়ায় এবং রাজবল্লভদের মতো বারোভূঁইয়াদের কীর্তি এই নদী ধ্বংস করেছে। এ উপন্যাসে পদ্মা নদীতীরবর্তী চর কেন্দ্রিক অধিবাসী এবং তাদের চর দখল, জীবন সংগ্রাম মুখ্য বিষয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্যের দর যে বৃদ্ধি পায় তার প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি পদ্মা কেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে। উপন্যাসে মূল চরিত্র আবুল ফজল। এছাড়া এরফান মাতব্বর, আরশেদ মোল্লা, জঙ্গুরুল্লা, জরিনা, রূপজান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটি গতানুগতিক এবং এতে কোনো নতুন ধরনের চমক ছিল না যতটা ছিল 'সূর্য দীঘল বাড়িতে'।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, তাঁর সম্পাদিত অভিধানটির নাম কী?

— সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান। প্রকাশকাল ১৯৯৩ সাল।

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারসমূহ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৯৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবদুল্লাহ আল মামুন

জন্ম : ১৯৪৩ সালের ১২ জুলাই। জামালপুর জেলার সদর থানার আমলা পাড়া গ্রামে।

প্রকাশিত প্রথম নাটক : শপথ (১৯৬৪)

আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত নাটকসমূহ : সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪); এখন দুঃসময় (১৯৭৫); এবার ধরা দাও (১৯৭৭); শাহজাদীর কাল নেকাব (১৯৭৮); চারদিকে যুদ্ধ (১৯৮৩); এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪); কোকিলারা (১৯৯০); মেরাজ ফকিরের মা (১৯৯৭)

আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত উপন্যাসমূহ : মানব তোমার সারাজীবন (১৯৮৮); আহ্ দেবদাস (১৯৮৯); তাহাদের যৌবনকাল (১৯৯১); হায় পার্বতী (১৯৯১); এই চুনীনাল (১৯৯৩); গুন্ডাপাণ্ডার বাবা (১৯৯৩); খলনায়ক (১৯৯৭)

'এখনও ক্রীতদাস' নাটক সম্পর্কে লেখ।

Raisul Islam Hridoy

— আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত এই নাটকে ঢাকা শহরের 'গলাচিপা' বস্তির যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের অসহায় জীবন যাপন। পুরুষতান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের উপর নির্যাতনের চিহ্ন ও তুলে ধরা হয়েছে নাটকে।

আবদুল্লাহ আল মামুন মূলত কি হিসেবে পরিচিত?

— নাট্যরচয়িতা। (এবং তিনি একজন নাট্য অভিনেতা)।

আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত একক চরিত্রনির্ভর নাটক কোনটি?

— কোকিলারা।

'কোকিলারা' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

— এটি আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত একক চরিত্র নির্ভর নাটক। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৯০ সালে। তবে ঢাকা গাইড হাউজ মিলনায়তনে ১৯৮৯ সালের ১৯ শে জানুয়ারি এটি প্রথম অভিনীত হয়। ফেরদৌসী মজুমদার এই একক নাটকে অভিনয় করেন এবং নাটকে তার নাম 'কোকিলা'। এই নাটকে মোট ৩ টি পর্যায় রয়েছে। যথা : প্রথম কোকিলা, দ্বিতীয় কোকিলা, তৃতীয় কোকিলা। নাটকে প্রথম কোকিলা সরল বালিকা, প্রেমের প্রতারণায় গর্ভে সন্তান ধারণ করে, একসময় চোর বলে সাব্যস্ত হয় এবং পরিশেষে সে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় কোকিলা মধ্যবিত্তের সংসারে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নরীহ এক জন নারী এবং স্বামীর কাছে ভোগ বিলাসের বস্তু। তৃতীয় কোকিলা হল প্রতিবাদী, সমাজের অন্যায় ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে এক সোচ্চার মানুষ।। মূলত এখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর তিনটি চরিত্র প্রতীয়মান করা হয়েছে। লেখক আশা করেন এই তৃতীয় কোকিলার মাধ্যমেই সমাজের সকল অন্যায় অবিচার, শোষণ বঞ্চনা, সকল বর্বরতা, কুসংস্কার এবং অধর্ম দূর হয়ে যাবে। এই নাকটি দেশ এবং বিদেশ মিলে শতবারেও বেশি মঞ্চায়িত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল মামুন যেসব পুরস্কার লাভ করেন : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (নাটকে); জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার (পরিচালনা); জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (প্রযোজনা) এবং মুনীর চৌধুরী সম্মাননা পুরস্কার ইত্যাদি।

তাঁর মৃত্যু : ২০০৮ সালের ২১ শে আগস্ট (বৃহস্পতিবার) হাসপাতালে ৪২ দিন থাকার পরে মৃত্যুবরণ করেন।

Raisul Islam Hridoy

আবু রুশদ

জন্ম : ১৯১৯ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর, কলকাতায়।
তাঁর সম্পূর্ণ নাম : আবু রুশদ মতিন উদ্দিন
মাতা পিতার নাম : পিতা— সৈয়দ আবদুল করিম এবং মাতা— আমাতুজ জোহরা।
শিক্ষাজীবন : কলকতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজীতে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।
তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ : রাজধানীতে ঝড় (১৯৩৯)। এটি একটি গল্পগ্রন্থ।
তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থসমূহ :
— গল্পগ্রন্থ : প্রথম যৌবন (১৯৪৮); ডোবা হলো দীঘি (১৯৬০); শাড়ি বাড়ি গাড়ি (১৯৬১); মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার (১৯৮২); বিয়োগ ব্যথা (১৯৯৬)
— উপন্যাস : এলোমেলো (১৯৪৬); সামনে নূতন দিন (১৯৫১); নোঙর (১৯৬৩); স্থগিত দ্বীপ (১৯৭৪)
তিনি যেসব পুরস্কার লাভ করেন : একুশে পদক (১৯৮১); নাসিউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯২); শেরে বাংলা পুরস্কার (১৯৯২)
মৃত্যু : ২০১০ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার)।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

জন্ম : ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, বরিশালের গির্জামহল্লায়।
পুরো নাম : আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান (ডাকনাম— সেন্টু)।
কর্মজীবন : বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব এবং স্বৈর শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের একজন মন্ত্রী এবং এফএও—র অতিরিক্ত পরিচালক। এসবের পরেও তাঁর আসল পরিচয় তিনি একজন কবি।
তাঁর মৃত্যু : ২০০১ সালে।
তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থের প্রকৃতি? — সাতনরী হারন(১৯৫৫ সালে)। এটি একধরনের কাব্যগ্রন্থ।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা হলো — আমি কিংবদন্তীরন কথা বলছি ও কোন এক মাকে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা)।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্যগ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও। — কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০); কমলের চোখ (১৯৭৪); আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১) ইত্যাদি।

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। — আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর এই গ্রন্থটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। এটিতে মোট উনচল্লিশটি কবিতা আছে। বাঙালি জাতিসত্ত্বার মৃত্তিকামূলে শিকড় সঞ্চার করে এ কাব্যগ্রন্থে কবি ঐক্যবদ্ধ চেতনায় সাহসী মানুষের সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন। ' আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি ' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় আছে—

"আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি/ আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি/ তার বুকে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।"

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

শ্বাপদ শব্দের অর্থ কী? — হিংস্র মাংসাশী শিকারী জন্তু।

কিংবদন্তী অর্থের তাৎপর্য লিখ। — জনশ্রুতি লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। (মনে রাখুন— কিংবদন্তী এবং কিংবদন্তি দুটোই শুদ্ধ বানান।)

প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে? — যে সাঁতার জানে না।

কবিতার মুক্ত শব্দগুলো কোথা হতে উচ্চারিত হয়ে থাকে? — জিহ্বা হতে।

কার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত রয়েছে? — কবির পূর্বপুরুষের পিঠে।

কে সন্তানের জন্য মরতে পারে না? — যে কবিতা শুনতে জানে না, সে সন্তানের জন্য মরতে জানে না।

কর্ষিত জমির কবিতা কোনটি? — প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

কে আজন্ম ক্রীতদাস রয়ে যাবে? — যে কবিতা শুনতে জানে না।

কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন? — গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা।

কবির পূর্বপুরুষদের করতলে কী ছিল? — পলিমাটির সৌরভ।

যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কিসের আর্তনাদ শুনবে? — ঝড়ের।

রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণকে কী বলে? — কবিতা।

Raisul Islam Hridoy

ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়— কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ। — দেশমাতার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হলে জন্মদাত্রী মা প্রায়শ তুচ্ছ হয়ে যায়।

যুদ্ধ আসে ভালোবেসে— এর অর্থ কী? — যখন একজন মানুষ তার অধিকার হতে বঞ্চিত হতে থাকে, হতে থাকে নিপীড়িত ও নির্যাতিত। মূলত তখন আর যুদ্ধের বিকল্প থাকে না। তখন যুদ্ধ নিজেই যেন ভালোবেসে আবির্ভূত হয়।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর জন্ম পরিচয় দাও। — ১৮৯৭ সালের ৩ নভেম্বর, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানিখোলা গ্রামে।

তাঁর মূল পরিচিতি দাও? — তিনি একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং একজন রাজনীতিবিদ।

অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের ডাকা আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি কোন পরীক্ষা বর্জন করেন? — বি.এ পরীর।

তিনি কবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন? — ১৯২১ সালে।

পেশা জীবনে তিনি কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন? — সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য সাধনায়।

'দৈনিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় তিনি কোন পদে কবে যোগদান করেছিলেন? — ১৯২৩ সালে

'দৈনিক মোহাম্মদী 'পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকার কোন বিভাগে তিনি চাকুরী করেন? — সম্পাদনা বিভাগে (১৯২৬)।

মওলানা আকরাম খাঁ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় তিনি কবে কোন পদে যোগদান করেন? — সম্পাদনা বিভাগে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবরে।

তিনি দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় কত বছর কর্মরত ছিলেন? — সুদীর্ঘ ২২ বছর।

তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন কবে? — ৩০শের দশকে।

বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' তে তিনি কোন পদে নিয়োজিত ছিলেন? — সভাপতি পদে।

তিনি মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন কবে? — ১৯৪৬ সালে।

১৯৫২ সালের মহান ভাষ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল? — খুবই প্রতিবাদ মুখর এবং বাংলা ভাষা প্রীতি মনোভাব।

Raisul Islam Hridoy

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের কারনে তিনি পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন কবে? — ১৯৫২ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি।

তিনি প্রথম কবে কোথায় ভাষা শহিদের জন্য নির্মিত শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন? — ১৯৫২ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে নির্মিত শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন।

আইয়ুব খানের সরকার বিরোধী আন্দোলনে সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে তিনি কোন খেতাব লাভ করেন? — সিতারা এ খেদমত ও সেতারা এ ইমতিয়াজ খেতাব (১৯৬০ সালে)।

তিনি কোন বিষয়ে বহু চিন্তামূলক সরস প্রবন্ধ রচনা করেন? — সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে।

তিনি কোন বিষয়ে রচনা সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক কৃতিত্বের পরিচয় দেন? — বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা এবং নজরুল কাব্যের বিচার বিশ্লেষণের ও নবমূল্যায়নে।

কাজী নজরুল ইসলামকে তৎকর্তৃক প্রথম কী বনে অভিহিত করা হয়? — যুগ প্রবর্তক বলে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির পরিচয় দাও। — কচিপাতা (শিশু সাহিত্য, ১৯৩২), ত্রিস্রোতা (অনুবাদ সাহিত্য, ১৯৩৯), দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬১), ইলিয়ড (অনুবাদ, ১৯৬৭), পলাশি থেকে পাকিস্তান (ইতিহাস, ১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ, ১৯৬৮) ইত্যাদি।

তাঁর অর্জিত পুরস্কার সমূহ কোনগুলো? — অনুবাদ সাহিত্যের জন্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জন্য একুশে পদক (১৯৭৬) সালে লাভ করেন।

কোন পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি অমর কীর্তি গড়ে রেখেছেন? — দৈনিক আজাদ।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৭৮ সালের মার্চের ৩ তারিখ।

আবু জাফর শামসুদ্দীন

আবু জাফর শামসুদ্দীন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — পূর্বতন ঢাকা জেলা, বর্তমানের গাজিপুর জেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে ১৯১১ সালের ১২ই মার্চ।

তাঁর পিতার নাম কী? — মোহাম্মদ আক্কাস আলী।

তাঁর পিতামহ নাদিরুজ্জামান ভুঁইয়া কার শিষ্য ছিলেন? — মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরীর শিষ্য ছিলেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের শিক্ষাজীবনের সংক্ষেপে পরিচয় দাও। — তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তিনি মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলেজে ভর্তি হলেও পড়াশোনা আর এগোয় নি।

Raisul Islam Hridoy

অবিভক্ত ভারতে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত থেকে রাজনীতি করতেন?
— রেডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এমএন রায় = মানবেন্দ্রনাথের রায়ের)।
পাকিস্তানের আমলে তিনি আবার কোন দলেট সাথে যুক্ত হয়ে যান? — মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপের সাথে।
তিনি কোন বিশেষ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন? — ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ছিলেন। (উল্লেখ্য কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়।)
তাঁর মূল পরিচিত কি হিসাবে? — তিনি মুলত একজন নিরপেক্ষ ধর্মবাদী, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল লেখক এবং একজন সাংবাদিক।
কর্মজীবনে সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি কোন কোন পত্রিকার সাথে সংযুক্ত ছিলেন? — দৈনিক ছোলতান পত্রিকার সাব ইডিটর দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু হয়। পরে একে একে দৈনিক আহাদ, ইত্তেফাক, পূর্বদেশ এবং সংবাদ পত্রিকায় বিভিন্ন পদে চাকুরী করেন।
তিনি যে ছদ্মনামে কলাম লিখতেন — দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় আমৃত্যু তিনি 'অল্পদর্শী' ছদ্মনামে 'বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা' শিরোনামে কলাম লিখতেন।
তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম? — পরিত্যক্ত স্বামী। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে। ১৯৪৭ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলোর নাম লিখ। — ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৫)।
তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর নাম লিখ। — চিন্তার বির্বতন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য (১৯৬৪), সোচ্চার উচ্চারণ (১৯৭৭), লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি (১৯৮৮)।
তাঁর রচিত গল্প গ্রন্থসমূহের নাম লিখ। — জীবন (১৯৪৮), রাজেনঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৮), ল্যাংড়ী (১৯৮৪) ইত্যাদি।
তাঁর লেখার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কোনটি? — মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং উদার মানবিকতার পরিচয়।

Raisul Islam Hridoy

'ত্রয়ী উপন্যাস' নামে খ্যাত তাঁর কোন তিনটি উপন্যাস? — ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন।

তিনি যেসব সম্মানজনক পুরষ্কার লাভ করেন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), সমকাল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬) ইত্যাদি।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৮৮ সালের ২৪ শে আগষ্ট।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

জন্ম : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ সালের সিরাজগঞ্জ জেলার গোবিন্দগ্রামে।

মূল পরিচয় : শিক্ষাবিদ, কবি এবং লেখক।

কর্মজীবন : শিক্ষকতা (অধ্যাপনা করতেন)।

তিনি কবে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন? — ১১ মার্চ, ১৯৮৬ সাল।

সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় যেসব — কবিতা, গান ও প্রবন্ধ।

তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থসমূহের নাম লিখ। — আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।

তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ গবেষনা গুলো উল্লেখ করো। — শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), কথা ও কবিতা (১৯৮১) ইত্যাদি।

সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি যেসব পুরস্কার লাভ করেন — আলাওল পুরস্কার (১৯৭৫), একুশে পদক (১৯৮৭), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯) ইত্যাদি।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে।

আবুল মনসুর আহমদ

আবুল মনসুর আহমদ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরে ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে।

আবুল মনসুর আহমদ মূলত কি ছিলেন? — সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক।

তিনি কবে 'ছোলতান' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন? — ১৯২৩ সালে।

Raisul Islam Hridoy

গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কবে যোগ দেন? — ১৯৪৬ সালে যোগ দেন। প্রায় ২ বছর কর্মরত ছিলেন (১৯৪৬–১৯৪৮)।

তিনি কোনসব আন্দোলন গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? — খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের, স্বরাজ আন্দোলন।

আওয়ামী লীগে তার পরিচয় কি ছিলো? — একজন প্রতিষ্ঠাতা নেতা এবং ১৯৫৩ হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সহ সভাপতি ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তার ভূমিকা কি ছিল? — তিনি ২১ দফার অন্যতম একজন প্রণেতা ছিলেন।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় তার পদ মর্যাদা কি ছিল? — স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯৫৪)।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রেডিও - বেতার - টিভিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করলে তিনি এই মতের সাথে — সহমত পোষণ করেছিলেন।

আবুল মনসুর আহমদ এর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

— শুরুতে খেলাফত আন্দোলন, তারপর খেলাফত আন্দোলন থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টি, তারপর সেখান থেকে নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসুর কংগ্রেস, তারপর কংগ্রেস থেকে ফজলুল হকের কৃষক—প্রজা পার্টি এবং সেখান থেকে মুসলিম লীগ সর্বশেষে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

তাঁর সাহিত্য কর্মের পরিচয় —

উপন্যাস : সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)।

গল্পগ্রন্থ : আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪)।

রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২)।

স্মৃতিকথা : আত্মকথা (১৯৭৮)।

শিশুতোষ : ছোটদের কসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা (১৯৫৯)।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আবুল মনসুর আহমেদের কোন গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন? — আয়না।

আবুল মনসুর আহমদ রচিত 'আবে হায়াত' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

Raisul Islam Hridoy

— আবুল মনসুর আহমদের 'আবে হায়াত' উপন্যাসটি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে দেখা যায়— গ্রামের পীরের ছেলে হামিদ ডাক্তার হিসেবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শহরে একটা সম্মানজনক খ্যাতি লাভ করে। বাহিরে সে জনদরদি হলেও অন্তরে তার বিপরীত ছিল। অর্থের প্রতি তার অনেক লোপ ছিল। মূলত সে মুখে জনদরদি ভাব দেখালোও অন্তরে ধনলিপ্সু ছিল। আবার, তার চরিত্রে একদিকে বিজ্ঞান মনস্ক দেখানো হলেও ভেতরে ভেতরে সে আধ্যাত্মিকতায় সে বিশ্বাস করত। সে তার একজন সহপাঠিনী যিনি অন্যের বিবাহিত স্ত্রী (রাজিয়া) কে পাবার জন্য একসময় বিজ্ঞানের মুখোশের খোলস থেকে বেরিয়ে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেম। মূলত তখনই তার আসল রূপ বের হয়ে আসে। আমাদের সমাজে এরকম হামিদের মতো লোকের অভাব নাই।

আবুল মনসুর আহমদ রচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের একটু পরিচয় দাও।

— মূলত হাস্যরসাত্মক গল্পের সমাহারে রচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। মুখবন্ধ : "যে সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ — মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।"গ্রন্থটিতে মোট ৭ টি গল্প আছে। প্রায় সব গল্পে ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যবসায়ীর চরিত্র চরম ব্যঙ্গবানে জর্জরিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের কোন ধারার সাহিত্য ধরা হয় তার রচনাগুলোকে? — ব্যঙ্গধারার।

পুরস্কার : ১৯৬০ সালে ছোটগল্পের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

তাঁর মৃত্যু : ঢাকায় ১৯৭৯ সালের মার্চের ১৮ তারিখ।

আবুল হাসান

জন্ম : ১৯৪৭ সালের ৪ঠা আগষ্ট।

জন্মস্থান : গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বর্নি গ্রামে। (তার মাতুলালয়ে) ।

তাঁর পৈতৃক নিবাস : নাজিরপুর, পিরোজপুর।

পেশাজীবন : কবি ও সাংবাদিক।

তাঁর প্রকৃত নাম : আবুল হোসেন মিয়া।

কত সালে তিনি দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকুরী করেন? — ১৯৬৯ সালে।

তিনি কি হিসেবে খ্যাত? — একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর রচিত কবিতায় কোন দিকটি সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? — মানুষের আত্মগত দুঃখ, মৃত্যুচেতনা, বিচ্ছিন্নতা বোধ, নিঃসঙ্গ, একাকিত্ব, স্মৃতিমুগ্ধতা এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম লিখ। — কাব্যগ্রন্থ— রাজা যায়, রাজা আসে (১৯৭২), যে তুমি হরণ করো (১৯৪৭), পৃথক পালঙ্ক (১৯৭৫) ইত্যাদি।

তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যনাট্যের নাম কী? — ওরা কয়েকজন (১৯৮৮)।

সাহিত্যে তিনি কি কি পুরষ্কার ও পদক লাভ করেন? — ১৯৭০ সালে এশীয় কবিতা প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান, মরণোত্তর বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫ সালে, কবিতায়), মরণোত্তর একুশে পদকন(১৯৮২, সাহিত্যে)।

মৃত্যু তারিখ : ১৯৭৫ সালের ২৬ শে নভেম্বর।

আবুল ফজল

জন্ম : ১৯০৩ সালের ১লা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেঁওচিয়া গ্রামে।

পরিচিতি : সাহিত্যিক হিসেবে।

শিক্ষাজীবন : চট্টগ্রামের সরকারি নিউ স্কিম মাদ্রাসা হতপ ম্যাট্রিক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন : স্কুল শিক্ষকতা।

তিনি কবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান? — ১৯৭৩ সালের ১৯ শে এপ্রিল।

তিনি কোন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন? — রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের।

তিনি কোন সাহিত্য সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? — ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের।

তিনি কোন সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন? — বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা/ তাৎপর্য কি ছিলো? — 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'

Raisul Islam Hridoy

কত সালে তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক হন? — ১৯৩০ সালে।
বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক পত্রিকার নাম কী ছিল? — শিখা (১৯২৭)।
তিনি শিখা পত্রিকার কোন সংখ্যা সম্পাদনা করতেন? — ৫ম সংখ্যা।
তাঁর খ্যাতি অর্জনের বিষয়সমূহ কি ছিল? — সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে।
প্রাবন্ধিকে তিনি কি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন? — কথাশিল্পী হিসেবে।
তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রতিপাদ্য কী? — স্বদেশপ্রীতি, অসম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ।
তাঁর লেখা উপন্যাসসমূহ উল্লেখ কর। — চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪৭), রাঙা প্রভাত (১৯৬৪) ইত্যাদি।
তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থসমূহের নাম লিখ। — মাটির পৃথিবী (১৯৪৭), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮) ইত্যাদি।
আবুল ফজল রচিত প্রধান প্রবন্ধ সমূহ উল্লেখ কর। — বিচিত্র কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সমকালীন চিন্তা, মানবতন্ত্র, শুভবুদ্ধি, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি ইত্যাদি।
তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ উল্লেখ কর। — কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬) ইত্যাদি।
তাঁর অর্জিত পুরস্কার সমূহের নাম — উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩), 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট উপাধি প্রদান (১৯৭৪) সালে।
তিনি কি নামে আখ্যায়িত হন? — মুক্তবুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী।
তাঁর মৃত্যু তারিখ কত? — ১৯৮৩ সালে ৪ঠা মে।

আল মাহমুদ

আল মাহমুদ কবে কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন? — ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।
আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কী? — মির আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ

Raisul Islam Hridoy

তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল? — মাধ্যমিক পাস।
তাঁর প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি? — সোনালী কাবিন (১৯৭৩)।

তার অন্যান্য গ্রন্থসমূহের পরিচয়

কাব্যগ্রন্থ : লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭), পাখির কাছে ফুলের কাছে (২০০২), প্রেমের কবিতা (২০০২), দ্বিতীয় ভাঙন (২০০২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
গল্পগ্রন্থ : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)।
উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), উপমহাদেশ (১৯৯৩), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), কাবিলের বোন (২০০১) ইত্যাদি।
আল মাহমুদ রচিত 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। — 'সোনালী কাবিন' আল মাহমুদের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এটি মূলত প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামের সঙ্গে 'সোনালী কাবিন' নামে চৌদ্দটি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তভুক্ত। এটিকে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও বলা যেতে পারে। আবার অনেকে একে বীজ কাব্যগ্রন্থও বলে থাকে। এই গ্রন্থের অন্যসব কবিতা হলো— জাতিস্মর, পালক ভাঙার প্রতিবাদে, ক্যামোফ্লোজ, শোণিতে সৌরভ, তোমার আড়ালে ইত্যাদি। পুরো কাব্যগ্রন্থ জুড়ে বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ, শ্রমিকের কষ্টার্জিত ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম এবং গ্রামীণ জীবনের আবহাওয়া ইত্যাদি ফুটে ওঠেছে। অসাধারন কাব্যভাষা, গীতল, অনুভবযোগ্য। গ্রন্থে যৌন প্রসঙ্গও বাদ যায়নি। তবে তা করেছেন শ্রেণিচেতনার নিরিখে। যেমন— 'তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী/ ক্ষেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন দরদ/ শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি/ তারো বেশি ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ।'
মার্কসবাদীরা অবশ্য শ্রেণিচেতনার নামে রতি শক্তির এ ধরনের প্রদর্শন প্রশয় দেন না।
যৌবনকালে আল মাহমুদ মার্কসবাদের নামে সো স্বাধীনতা নিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে এসে তিনি অবশ্য ভালো হয়ে ওঠেছেন। তিনি লিখেছেন— 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে।' এই গ্রন্থের কবিতগুলো ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সালের ভেতর লেখা।
স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? — দৈনিক গণকন্ঠ (অধুনালুপ্ত)।
তাঁর কবিতার বিশেষত্ব কি ছিল? — তিনি তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

Raisul Islam Hridoy

তিনি কবে মৃত্যু বরণ করেছেন? — ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।

'লোক—লোকান্তর' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর

লোক—লোকান্তর' কাব্যটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? — লোক—লোকান্তর'।

এটি কি জাতীয় কবিতা? — আত্মপরিচয়মূলক।

কবির চেতনায় পাখিটি কেমন? — সাদা সত্যিকার। নখ দেখেতে লাল। ঠোঁট সুগন্ধ পরাগের মাখা।

দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং, পা সবুজ।

কবির চেতনায় রূপ পাখি কিসের ডালে বসে আছেন? — সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে।

লোক থেকে লোকান্তরে কবি কি শুনেন? — আহত কবির গান।

বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে? — বন্য পানলতা দোলে। কবির মাথার উপরে ও নিচে দোলে।

কবিতার আসন্ন বিজয় বলতে কি বুঝানো হয়েছে? — কবির চেতনায় সমাজ সংস্কার ও ধর্ম তুচ্ছ হয়ে ভিন্নতর অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই কবিতাট জন্ম হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

কবি কেন লোক—লোকান্তরে স্তব্ধ হয়ে আছেন? — আহত কবির গান শোনার জন্য। অর্থাৎ সৃষ্টি কর্মের জয়ধ্বনি শোনার জন্য। যা কবিকে পৃথিবীতে অমরত্ব গনক দিতে পারে।

সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে তার ঠোঁট— এটি কি জাতীয় উপস্থাপনা? — চিত্রকল্প।

আবুল হোসেন

আবুল হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯২২ সালের ১৫ আগষ্ট, খুলনায়।

তাঁর পেশা ও পরিচিতি সম্পর্কে লিখ। — পেশাজীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন (প্রাক্তন যুগ্ম সচিব, কর্মকতা) এবং কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও। — নব বসন্ত (১৯৪০); বিরস সংলাপ (১৯৬৯); হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস (১৯৮২); দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে (১৯৮৫); এখনও সময় আছে (১৯৯৬); রাজা রাজড়া (১৯৯৭)।

আবুল হোসেন রচিত 'অরণ্যের ডাক' কী? — এটি একটি অনূদিত উপন্যাস। মূল জ্যাক লণ্ডন রচিত 'দ্য কল অব দ্য ওয়াইল্ড'। জ্যাক লণ্ডনের প্রকৃত নাম জন গ্রিফিথ। আমেরিকান এই লেখকের বই আবুল হোসেন ১৯৫৪ সালে অনুবাদ করেন।

তাঁর মৃত্যুতারিখ কত? — ২০১৪ সালের ২৯ শে জুন। ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

Raisul Islam Hridoy

আরজ আলী মাতুব্বর

আরজ আলী মাতুব্বর— এর জন্মতারিখ কত? — ১৩০৭ বঙ্গাব্দ এর ৩রা পৌষ (১৯০০ সাল)।
তাঁর জন্মস্থান কোথায় ছিল? — বরিশালের লামচারি গ্রাম।
তিনি মূলত কি ছিলেন? — একজন খ্যাতিমান দার্শনিক।
তাঁর পিতার নাম কী? — এন্তাজ আলী মাতুব্বর।
তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে পরিচয় দাও। — নিজ গ্রামে মুন্সি আব্দুল করিমের মক্তবে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি' অধ্যয়ন এবং উত্তরকালে নিজের সাধনায় নানা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন।
তাঁর মূল পেশা কি ছিল। — বাল্যকালে পৈতৃক পেশা কৃষিকাজ করতেন। পটে জমি জরিপের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
তিনি বেশি পরিচিতি পান কিসের মাধ্যমে? — লৌকিক দার্শনিক হিসেবে।
তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তুক কী? — মানবজীবনের চিন্তা—চেতনা এবং ধ্যান—ধারণা।
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর রচনায় কিসের পরিচয় পাওয়া যায়? — প্রজ্ঞা, মুক্তচিন্তা এবং মুক্তবুদ্ধির।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ উল্লেখ কর। — সত্যের সন্ধান (১৯৭৩); সৃষ্টি রহস্য (১৯৭৮); স্মরনিকা (১৯৮২); অনুমান (১৯৮৩) ইত্যাদি।
তাঁর 'অনুমান' গ্রন্থের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধর।
'অনুমান' গ্রন্থে তাঁর মোট ৭ টি প্রবন্ধ আছে। যথা— ফেরাউনের কীর্তি, রাবণের প্রতিভা, ভগবানের মৃত্যু, আধুনিক দেবতত্ত্ব, মেরাজ, শয়তানের জবানবন্দি এবং সমাপ্তি এই সাতটি প্রবন্ধ 'অনুমান' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে ধর্ম ও সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ধারণার বিরুদ্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন।
অল্প কথার আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে তুলে ধর।
আরজ আলী মাতুব্বর বরিশালের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সারাজীবন ধরে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তিনি আনুষ্ঠানিক

Raisul Islam Hridoy

কোনো বিদ্যালাভ না করলেও স্বীয় পরিশ্রমে জ্ঞানার্জন করেন এবং ধর্মীয় মূঢ়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেন। সমকালীন সরকার তাঁর রচনার বিরোধিতা করেছেন এবং মৌলবাদীরা তাঁর কন্ঠস্বর রুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সত্যের সন্ধান (১৯৭৩); সৃষ্টি রহস্য (১৯৭৮); স্মরনিকা (১৯৮২) তার মূল্যবান তিনটি গ্রন্থ। এই অসামান্য মানুষটির রচনা সমগ্র (দুইটি খণ্ডে) আইয়ুব হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি তাঁর উপার্জিত অর্থ থেকে কি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? — আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী।

তিনি প্রাথমিকের মেধাবী শিক্ষার্থীদের কি নামে বৃত্তি দিতেন? — আরজ বৃত্তি (১৩৮৬)।

তিনি তাঁর দেহখানা কোন মেডিকেল কলেজকে মরণোত্তর দিয়ে যান? — বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ কে।

তাঁর অর্জিত পুরস্কারসমূহ কোনগুলো? — বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার এবং উদীচি শিল্পীগোষ্ঠীর বরিশাল শাখা গতে বরণীয় মণীষী হিসেবে সম্মাননা এবং বাংলা একাডেমি থেকে নববর্ষের সংবর্ধনা জ্ঞাপন লাভ করেন।

তাঁর মৃত্যু তারিখ কত? — ১৩৯২ বঙ্গাব্দ ১লা চৈত্র (১৯৮৫ সাল)।

আবুল হুসেন

আবুল হুসেনের জন্ম তারিখ কত? — ৬ জানুয়ারি, ১৮৯৬ সাল।

আবুল হুসেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — মাতুলালয়, পানিসারা গ্রাম, যশোর।

তাঁর পৈতৃক নিবাস কই ছিল? — কাউরিয়া গ্রাম, যশোর।

তিনি মূলত কি ছিলেন? — চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক।

তাঁর পেশা কী ছিল? — প্রথমে শিক্ষকতা, কলকাতা হেয়ার স্কুলে সহকারী শিক্ষক (১৯২০), পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তিনি অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি কিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা? — ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)।

তাঁরা মূলত কী আন্দোলন গড়ে তোলেন? — বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের তাঁর ভূমিকা কী ছিল? — তাকে এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বলা হয়।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র পত্রিকা কোনটি? — শিখা পত্রিকা।

Raisul Islam Hridoy

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সংগঠনকে শিখা গোষ্ঠী বলা হয় কেন? — সংগঠনের পত্রিকার 'শিখা'র নাম অনুসারে।

তিনি শিখা পত্রিকার কোন বর্ষের সম্পাদিত ছিলেন? — প্রথম বর্ষের।

তিনি কি হিসেবে খ্যাত? — মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী? — বাংলার বলশী (১৯২৫); বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা (১৯২৮) ; মুসলিম কালচার (১৯২৮) ইত্যাদি।

'বাংলার বলশী' গ্রন্থে কি নির্দেশ করা হয়েছে? — কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা চিহ্নিত করে তাদের মুক্তির পথ।

তিনি রুশ বিপ্লবের প্রেরণার অনুপ্রাণিত হয়ে কোনসব গ্রন্থসমূহ লেখেন? — কৃষকের আর্তনাদ, কৃষকের দুর্দশা, কৃষি বিপ্লবের সূচনা।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৮ সালে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

আলাউদ্দিন আল আজাদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯৩২ সালের ৬ মে, নরসিংদী জেলার রামনগর গ্রামে।

তাঁর পেশা ও পরিচিতি কী? — পেশায় মূলত অধ্যাপক। কিন্তু বিভিন্ন সরকারের সান্নিধ্য লাভ, এমনকি স্বৈরাচারী এরশাদের সময়ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা ও বিদেশের দূতাবাসে চাকরী করেন। তবে তার মূল পরিচয় কবি হিসেবে।

তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম ও ধরণ উল্লেখ কর। — 'জেগে আছি'। এটি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় এবং এটি একটি গল্পগ্রন্থ।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও।

- ❖ কাব্যগ্রন্থ : মানচিত্র (১৯৬১), ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২)।
- ❖ গল্পগ্রন্থ : জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভী (১৯৫৩), অন্ধকার সিড়ি (১৯৫৬), যখন সৈকত (১৯৬৭), আমার রক্ত স্বপ্ন আমার (১৯৭৫), জীবনজমিন (১৯৮৮)।
- ❖ উপন্যাস : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), খসড়া কাগজ (১৯৮৬), স্বপ্নশিলা (১৯৯২), বিশৃঙ্খলা (১৯৯৭) ইত্যাদি।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর "কর্ণফুলী" উপন্যাসের পরিচয় সংক্ষেপে দাও।
আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এটি একটি পাহাড়, সমুদ্র ঘেরা বিশেষ জনপদের জীবন অবলম্বনে তৈরি উপন্যাস। আদিবাসী রাঙামিলা, প্রেমিক দেওয়ানপুত্র (চাকমা), বাঙালি ইসমাইল, জলি, রমজান প্রমুখের জীবন যাপন ও প্রণয় কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ইসমাইল চোরাকারবারি করে এবং সে উচ্চাভিলাষী। সে আদিবাসী তরুণী রাঙামিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরকম নানা রকম কাহিনী উপন্যাসের ভেতর বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাস হিসেবে 'কর্ণফুলী'কে ব্যর্থ উপন্যাস বলা চলে। তবে এখানে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের কষ্টকর চেষ্টাও আছে।
যে কবিতাটি লেখার জন্য তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন, তার নাম কী? — স্মৃতিস্তম্ভ। (স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার / ভয় কি বন্ধু—)
'স্মৃতিস্তম্ভ' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? — মানচিত্র।
তাঁর কোন উপন্যাসটি 'বসুন্ধরা' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে?
— '১তেইশ নম্বর তৈলচিত্র।' ১৯৭৭ সালে পুরস্কার পায় এটি।
আলাউদ্দিন আল আজাদ কবে মৃত্যু বরণ করেন? — ৪ঠা জুলাই, ২০০৯ সালে।

আসকার ইবনে শাইখ

আসকার ইবনে শাইখ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯২৫ সালের ১০ ই মার্চ, ময়মনসিংহের গৌরিপুরে।
তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত? — সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। তবে নাট্যকার হিসেবেও তার যথেষ্ট পরিচিতি আছে।
তাঁর প্রকৃত নাম কী? — ড. এম. ওবায়দুল্লাহ।
তিনি কর্মজীবনে কি করতেন? — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও।
নাটক : বিরোধ (১৯৪৭), পদক্ষেপ (১৯৪৮), বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯), দুরন্ত ঢেউ (১৯৫১), শেষ অধ্যায় (১৯৫২), বিল বাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫), এপার ওপার (১৯৫৫), প্রতীক্ষা (১৯৫৭), লালন

Raisul Islam Hridoy

ফকির (১৯৫৯), কর্ডোভায় আগে (১৯৮০), রাজপুত্র (১৯৮০), মেঘলা রাতের তারা (১৯৮১), কন্যা জায়া জননী (১৯৮৭)।

গানের সংকলন : নবজীবনের গান (১৯৫৯)

গল্প সংকলন : কালো রাত তারার ফুল (১৯৮২)।

প্রবন্ধ : গবেষণা বাংলা মঞ্চ নাটকের পশ্চাৎভূমি (১৯৮৬)।

তাঁর করেয়কটি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিরোধ : গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালে এটি রচনা করা হয় এবং ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। মূলত মুসলিম পাত্রপাত্রী এবং মুসলিম সমাজ পরিবেশের সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে এই নাটকে। আহমদ, আজিজ, হাবিবা প্রধান চরিত্র এই নাটকের। নাটকের ভিতর দেখা যায় যে— আহমদ এবং আজিজ পরিবারের দীর্ঘ দিনের দ্বন্দ্ব এই এই দুই পরিবারের ছেলে মেয়ে মাহবুব এবং হাবিবার বিয়ের মাধ্যমে মিটে যায়।

পদক্ষেপ : এটি ১৯৪৭ সালে রচিত হয় এবং ১৯৫২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পূর্বে এর নাম ভাবা হয়েছিল 'কংকাল'। আভিজাত্য এবং বংশমর্যাদায় অন্ধ মুসলিম পরিবারের মধ্য থেকেই আসে প্রতিবাদ, অবশেষে মানুষের মর্যাদার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জমিদার জাফর চৌধুরী সেই বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যে নিজপুত্র আহসান এবং পালক পুত্র শহীদের দ্বারা ধ্বংস চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : জাফর, আহসান, শহীদ, সালাম ও আমিনা ইত্যাদি।

বিদ্রোহী পদ্মা : ১৯৫২ সালে 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকটি রচিত হয় এবং পরের বছর ১৯৫৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। অনেকে মনে করেন 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকটি হলো লেখকের জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটক। পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনযাপন এবং জীব ভাষা এই নাটকের মূল উপজীব্য। রহমত, অর্জুন, কৈবর্ত, ঈশান, রফিক, মাস্টার, দেওয়ান, নায়েব, তরফদার ইত্যাদি এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। পদ্মার চর জেগে উঠলে জমিদার সেটা দখল করতে চায়। এই জন্যে কৌশলে জমিদার হিন্দু আর মুসলিমের ভেতর দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু পরিশেষে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত পরাশক্তির কাছে তার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিল বাওড়ের ঢেউ : এটি ১৯৫৩ সালে রচিত হয় কিন্তু ১৯৫৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মূলত জেলে সম্প্রদায়ের জীবনভিক্তিক নাটক এটি। জেলে জীবনের কষ্ট এবং সামাজিক সমস্যা দুটোই আছে এখানে। মহাজন নিতাই দাস কর্জের মাধ্যমে সবাইকে বাঁচতে চায়। যুবক সহদেব

Raisul Islam Hridoy

সমবায় গঠনের মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির আশা দেয়। মহাজন নিতাই দাসের মেয়ে গৌরি আবার সহদেবকে ভালবাসে। সংঘাতময় অবস্থার অবসানের মাধ্যমে পরিশেষে তাদের মিলন ঘটে।

আগ্নেয়গিরি : এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক। ১৯৫৪ সালে রচিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজ আমলে রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ কেন্দ্রীয় নাটক এটি। ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, রানি ভবানী, দেবী চৌধুরানীর যৌথ সমন্বিত বিদ্রোহে উত্তরাঞ্চলে যে কৃষক জাগরণ ঘটেছিল সেখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি নামকই এ নাটকে চরিত্রাবলি নামকরণ করা হয়েছে।

রক্তপদ্ম : ঐতিহাসিক সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) এবং শতবর্ষে (১৯৫৭) এ নাটক রচিত এবং ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটকি ঐতিহাসিক কিন্তু ওখানল চরিত্রাবলির প্রেমসংযোগ কম গুরুত্ব পায় নি। ইংরেজ সৈন্য সুবেদার শামসুদ্দিন এবং কানপুরের নর্তকী আজিজনের প্রেমপর্ব এই নাটকে বিশেষ গুরুত্ব পেলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহি — জনতার সমন্বিত প্রতিরোধই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি।

সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কোন কোন পুরস্কারে ভূষিত হন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৭), টেনিশিয়ান পুরস্কার (১৯৮৯)।

আসকার ইবনে শাইখ কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৮ ই মে, ২০০৯ সালে।

কাঙাল হরিনাথ

কাঙাল হরিনাথ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার কুমারখালী গ্রামে।

তাঁর প্রকৃত নাম কী? — হরিনাথ মজুমদার।

তিনি মূলত কি ছিলেন? — সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোথায় হয়? — বাল্যকালে কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং তারপরে অর্থের অভাবে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি কবে তার নিজ গ্রামে ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন? — ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।

তিনি যে বিখ্যাত পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তার নাম কি? — সম্বাদ প্রভাকর।

১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কুমারখালী থেকে তিনি যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তার নাম কী? — গ্রামবার্তা প্রকাশিকা।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় কোন বিষয়গুলো স্থান পেত? — সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং নীলকর সাহেবদের শোষণ কাহিনী প্রকাশ করতেন।
স্বরচিত গানে তিনি কোন ভণিতা ব্যবহার করতেন? — কাঙাল।
তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা কতটি? — আঠারটি।
পত্রিকা সম্পাদনা পরিত্যাগ করে তিনি কিসে মনোযোগী হয়েছিলেন? — ধর্মভাব প্রচারের জন্য 'কাঙাল ফিকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল গানের দল গঠন করেন এবং গান রচনা ও পরিবেশনায় মনেযোগী হন।
তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী? — বিজয় বসন্ত (১৮৫৯), চারু চরিত্র (১৮৬৩)। কবিতা কৈমুদী (১৮৬৬), অক্রুর সংবাদ (১৮৭৩), বিত্ত চপাল (১৮৭৬), হরিনাথ গ্রন্থাবলী (১৯০১)।
কাঙাল হরিনাথ কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল।

ইমদাদুল হক মিলন

ইমদাদুল হক মিলন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯৫৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, বিক্রমপুরের লৌহজং এ।
তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত? — সাহিত্যিক।
তাঁর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থসমূহের নামগুলো লিখ? — নিরন্নের কাল (১৯৭৯), হে প্রেম (১৯৮৩), ফুলের বাগানে সাপ (১৯৮৩), আহারী (১৯৮৪), তাহারা (১৯৮৬), মর্মবেদনা (১৯৮৮), প্রেম নদী (১৯৮৮), বারো রকমের মানুষ (১৯৮৮) ইত্যাদি।
ইমদাদুল হক মিলন রচিত উপন্যাসের নাম বিবরণ দাও।
দুঃখ কষ্ট (১৯৮২), ও রাধা ও কৃষ্ণ (১৯৮২), এক দেশ (১৯৮৩), প্রিয় নারী জাতি (১৯৮৪)। ভূমিপুত্র (১৯৮৫), পরবাস (১৯৮৭), নায়ক (১৯৮৮), সারাবেলা (১৯৮৮), রূপনগর (১৯৮৮), কথা ছিলো (১৯৮৮), দুজনে (১৯৮৮), বালকের অভিমান (১৯৮৯), বনমানুষ (১৯৮৯), স্বপ্ন (১৯৮৯), মহাযুদ্ধ (১৯৮৯), রাজাকারতন্ত্র (১৯৮৯), কোন কাননের ফুল (১৯৯০), কালো ঘোড়া (১৯৯১), সুদূরতমা (১৯৯১), আশায় আশায় থাকি (১৯৯২), বাঁকা জল (১৯৯৩), মানুষজন (১৯৯৪), নূরজাহান (১৯৯৫), আছ তুমি হৃদয় জুড়ে (১৯৯৬), সুচরিতাসু (১৯৯৭), যুবরাজ (১৯৯৭), মৌসুমি (১৯৯৮), রহস্যময়ী (১৯৯৯), তখন ছিলাম আমি (২০০০), এসো (২০০১), জান (২০০২), কুসুমের মতো মেয়েরা (২০০৩), বন্ধুয়া (২০০৪), তুমিই (২০০৫), অপরবেলা (২০০৬) ইত্যাদি।

Raisul Islam Hridoy

সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর অর্জিত পুরস্কারটিসমূহ উল্লাসে কর।
— বিশ্ব জ্যোতিষ সমিতি পুরস্কার (১৯৮৬), ইকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), হুমায়ুন কাদির পুরস্কার (১৯৯২), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৯২), নাট্য সভা পুরস্কার (১৯৯৩), যায় যায় দিন পত্রিকা পুরস্কার (১৯৯৫), যুব ঢাকা ফাউন্ডেশন পদক (১৯৯৬), এসএম সুলতান পদক (১৯৯৯), শ্রী অতীশ দীপঙ্কর পদক (২০০০), জিয়া শিশু একাডেমী কমল পদক (২০০৪)।

আশরাফ সিদ্দিকী

আশরাফ সিদ্দিকী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ, টাঙ্গাইলের নাগবাড়ী নামক স্থানে।
তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত? — লোক সাহিত্য সংস্কৃতিবিদ হিসেবে।
তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী? — তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০ সাল), কাব্যগ্রন্থ।
তাঁর লোকসাহিত্য সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থসমূহ উল্লেখ কর। — লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নববর্ষ (১৯৭৭), লোকায়েত বাংলা (১৯৭৮), আবহমান বাংলা (১৯৮৭)।
তাঁর আরো অন্যান্য গ্রন্থসমূহ উল্লেখ কর।

- ❖ কাব্যগ্রন্থ : সাতভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), দাঁড়াও পথিক বর (১৯৯০), সহস্র মুখের ভীড়ে (১৯৯৭) ইত্যাদি।
- ❖ গল্পগ্রন্থ : রাবেয়া আপা (১৯৬৫), গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), শেষ নালিশ (১৯৯২)।
- ❖ উপন্যাস গ্রন্থ : শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০), আরশিনগর (১৯৮৮), গুণিন (১৯৮৯)।

'গুণিন' ছোটগল্পটি কার লেখা? — হাসান আজিজুল হকের লেখা। কিন্তু 'গুণিন' উপন্যাসের লেখক আশরাফ সিদ্দিকি।
'সাতভাই চম্পা' উক্ত আশরাফ সিদ্দিকী ব্যতিত কোন কবির কাব্যগ্রন্থ আছে? — কবি বিষ্ণু দে।
'নতুন কবিতা' সংকলন সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও।
— আবদুর রশিদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী যৌথভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি কবিদের প্রথম সংকলন 'নতুন কবিতা' সম্পাদনা করেন। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে তথা ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। এতে যেসকল কবি লিখেছেন তার ভেতর— হাবিবুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান,

Raisul Islam Hridoy

শামসুর রাহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুর রশিদ খান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মামুন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং মনোজ সেনগুপ্ত। অর্থাৎ তারা মোট ১৩ জন কবি একত্রে এখানে লিখেছেন। গ্রন্থের সম্পাদক দাবি করেছিলেন যে— সাহিত্য পথের নতুন যাত্রীদের কাব্য সৃষ্টির খতিয়ান। কিন্তু উত্তরকালে দেখা গেছে যে এঁদের ভেতর অধিকাংশই কবি হতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এবং কেউ কেউ পরবর্তীতে কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলেন।

তাঁর কোন সাহিত্য কর্ম নিয়ে চলচ্চিত্রে নির্মাণ করা হয়েছে? — গলির ধারের ছেলেটি।

'গলির ধারের ছেলেটি' সাহিত্য কর্ম নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কী? — ডুমুরের ফুল।

আহমদ শরীফ

আহমদ শরীফ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালের চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডিতে।

তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত? — শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও।

- ❖ প্রবন্ধ গবেষণা : বিচিত চিন্তা (১৯৮৬), সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯), স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাবনা (১৯৭৪), মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৯৭৭), বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩), ইদানিং আমরা (১৯৮৬), বাঙালির চিন্তা চেতনার বিবর্তনের ধারা (১৯৮৭), একালের নজরুল (১৯৯০), সময় সমাজ মানুষ (১৯৯৫), স্বদেশ চিন্তা (১৯৯৭), বিশ শতকের বাঙালী (১৯৯৮), বিশ্বাসবাদ বিজ্ঞানবাদ যুক্তিবাদ মৌলবাদ (২০০০)।
- ❖ সম্পাদনা : লাইলি মজনু (১৯৫৭), মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১), মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা (১৯৬১), মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (১৯৬২), রসুল বিজয় (১৯৬৪), কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত 'চন্দ্রাবলী' (১৯৬৭), আলাওল বিরচিত সিকান্দারনামা (১৯৭৭), সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ (১৯৭৮), সৈয়দ সুলতান বিরচিত রসুল চরিত (১৯৭৮)।

তিনি কি কি পুরস্কার লাভ করেন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), বাংলাদেশ লেখক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০), আলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯১), ডি.লিট (সম্মানসূচক) রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩)।

Raisul Islam Hridoy

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৯৯ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি।
তাঁর মৃতদেহ দান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। — তাঁর দেহকে কবর দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি উইল করে নিজের মৃত্যুদেহ 'বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ'কে দান করে যান। তিনি এমনটা লিখেছিলেন— "গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই বাঞ্চনীয়।"

আহমদ ছফা

আহমদ ছফা কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ৩০ শে জুন, ১৯৪৩ সালের চট্টগ্রামের গাছবাড়িয়াতে।
তাঁর শিক্ষাজীবনের পরিচিতি দাও। — রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর অর্জন করে পিএইচ.ডি গবেষণায় নাম লেখালেও শেষ পর্যন্ত তা কমপ্লিট করেন নি।
তাঁর মূল পরিচিয় কি? — একজন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ।
তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন? — উত্থানপর্ব।
তাঁর লেখা উপন্যাস সমূহের নামগুলো কী কী? — সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), ওঙ্কার (১৯৭৫), একজন আলী কেনানের উত্থান পতন (১৯৮৯), মরণ বিলাস (১৯৯০), গাভি বিত্তান্ত (১৯৯৪), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), পুষ্প বৃক্ষ বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৮৬)।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম কী কী? — জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১), বুদ্ধি বৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭৩), বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৭৬), সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১৯৮০), শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭), যদ্যপি আমার গুরু প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক (১৯৯৭) ইত্যাদি।
'ওঙ্কার' উপন্যাসটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
— এটি মূলত ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি নিয়ে রচিত একটি উপন্যাস। তবে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। এই উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা চলচ্চিত্র 'বাঙলা' নির্মিত হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় যে— আবু নছরের বোবা মেয়েকে এই উপন্যাসের নায়ক বিবাহ করেন। আবু নছরের সাথে আবার আইয়ুব খানের সম্পর্ক থাকার আবু নছরের সে এক ধরনের ক্ষমতা লাভ করে। ভারতীয় পুরাণ অনুসারে উপন্যাসের নামকরন করেছেন লেখক। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শব্দ প্রতীক 'ওঁ'—ই ওঙ্কার। সৃষ্টিকর্তা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তাই বাংলাদেশের ব্রহ্মা হলো মুক্তিযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধকালে যারা সাহায্য সহযোগিতা

Raisul Islam Hridoy

করেছেন, শহীদ হয়েছেন কিংবা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন ব্রহ্মার অংশ বিশেষ। উপন্যাসে আরো দেখা যায় যে— আবু বছরের বোবা মেয়েটি তার কণ্ঠ থেকে বাঙলা নামটি উচ্চারণ করানের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রতীকাশ্রয়ে এ কথাই বলেছেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুসারেই জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের। আবু নছর পাকিস্তানের অনুগত এবং পাকিস্তান সরকারের আদর্শ লালন করেন। আইয়ুব খান সরকার উন্নয়নের নামে বাঙালিদের উপর জুলুম করেন। আবু নছরের জামাতা এবং বোবা মেয়েটাও প্রায় একই অবস্থা। সে পলায়নকামী বাঙালি। একদিকে বাঙালিরা সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং করেন তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য। অন্যদিকে এই বোবা মেয়েটির স্বামী এসব দেখেও না দেখার ভান করে, শুনেও না শুনার ভান করে। অথচ বাঙালির ইতিহাসে ষাটের দশক ছিল রাজপথে জনজোয়ায়ের দশক। এই রাজপথে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আসাদ। আসাদ শহীদ হবার পর থেকে বাঙালি জনতা ফুলে ফেঁসে ওঠে। রাজপথ যেন পরিণত হয় এক একটি উত্তাল গণ জোয়ারে। নানা ধরনের মিছিল আর স্লোগানে মুখরিত করে বাঙালি। কিছু ভীরু আর কাপুরুষ মানুষ ছাড়া সবারই স্বতস্ফূর্ত অংশ ছিল এতে। বাঙালি নারীরাও যেন ঘরের চারদেয়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইতো এই গণমিছিলে। আবু নছরের এই বোবা মেয়েটির মনে তেমনি বাঙালি সত্তার জন্ম নেয়। তার বাবা কিংবা স্বামীর মনে এসব কোনো আবেদন সৃষ্টি না করলেও তার মনে দারুণ প্রভাবিত হয়েছিল এসব। উপন্যাসের মধ্যে এমন করে বলা হয়েছে— "আচানক বোবা বৌ জানলা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চাডণ করলো। তার মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। তার মেঝেয় সজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে।" বোবা মেয়েটার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যু কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়। প্রতীকী মৃত্যু। তার যে রক্ত ঘরের মেঝেয় ভেসে যায়, সেই রক্ত থেকেই জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি।

'ওঙ্কার' উপন্যাসের অবলম্বনে কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়? — বাঙলা।

'অলাতচক্র' কী? — এটি আহমদ ছফা রচিত একটি উপন্যাসের নাম। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন 'নিপুণ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয় এটি। পরে সেটি পরিমার্জন করে ১৯৯৩ সালে প্রায় নতুন করেই লেখা হয়। এটি একটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাইরের দেশগুলোর অংশগ্রহণকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানকারী দেশসমূহের স্বার্থের দিকটি দেখেছেন। এই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র হলো— তায়েবা, দানিয়েল ও জাহিদুল ইত্যাদি।

আহমদ ছফার অন্যসব গ্রন্থসমূহের ভেতর উল্লেখযোগ্য কোনগুলো?

Raisul Islam Hridoy

- ❖ গল্প : নিহত নক্ষত্র (১৯৬৯)।
- ❖ কবিতা : জল্লাদ সময় (১৯৭৪), দুঃখের দিনে দোহা (১৯৭৫)।
- ❖ অনুবাদ : তানিয়া (১৯৬৭), ফাউস্ট (১৯৮৬), বাট্রান্ড রাসেল সংশয়ী রচনাবলী।
- ❖ শিশুতোষ : দোলা আমার কনক চাপা (১৯৬৮)। গো হাকিম (১৯৭৭)।

তিনি কি কি পুরস্কার লাভ করেন? — লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৫), এটি তিনি প্রত্যাখান করেছেন ; সাদাত আলী আকন্দ পুরস্কার, এটিও তিনি প্রত্যাখান করেছেন ; ইতিহাষ পরিষদ পুরস্কার (১৯৮০)।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২০০১ সালের ২৮ শে জুলাই।

আহসান হাবিব

আহসান হাবিব কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারী পিরোজপুরের শঙ্করপাশা গ্রামে।
তিনি মূলত কি ছিলেন? — সাংবাদিক ও কবি।
তাঁর শিক্ষা জীবন কতদূর পর্যন্ত? — বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন।
তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে তার নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন? — সামরিক শাসক এরশাদ বিরোধী সমাবেশে পাঠ করেন। এটি ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ছিল। (১৯৮৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি।)
তাঁর ১ম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — রাত্রিশেষ (১৯৪৭)।
তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও।

- ❖ কাব্যগ্রন্থ : ছায়া হরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৩৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫) ইত্যাদি।
- ❖ উপন্যাস : অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), রানী খালের সাঁকো (১৯৬৫)।
- ❖ শিশুতোষ গ্রন্থ : ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪), বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮) ইত্যাদি।

'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

Raisul Islam Hridoy

— এটি কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল— ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস। এই কাব্যগ্রন্থে প্রহর, প্রান্তিক, প্রতিভাস পদক্ষেপ এই চারভাগে কবিতাগুলো বিন্যস্ত। এখানে মোট ২৮ টি কবিতা আছে। কাব্যগ্রন্থে কবি আত্মাসন্ধানে ব্রতী। নগর এবং গ্রামীণ উভয় কেন্দ্রিক কবিতা আছে এই গ্রন্থে।

'ছায়াহরিণ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

— 'ছায়াহরিণ' গ্রন্থটি ১৯৬২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ২৪ টি কবিতা আছে। এ কাব্যে তার সমাজ সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবি এখানে বণিক সভ্যতার রুদ্র রূপ দেখেছেন। পাশাপাশি গ্রামীণ অনুষঙ্গে স্নিগ্ধ হতে চেয়েছেন।

'সারাদুপুর' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

— ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এতে মোট ২৬ টি কবিতা আছে। কাব্যভাষা, ঐতিহ্যান্বেষণ ও বক্তব্য প্রকাশে কবি এখানে পরিপক্ক।

'আমি কোন আগন্তক নই' কবিতার বিষয়বস্তু কী? — 'আমি কোন আগন্তক নই' এটি 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্যগ্রন্থের কবিতা। কবিতাতে শহরের মানুষদের গ্রামে ফিরে যাবার কথা আছে।

'অরণ্যে নীলিমা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

— উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের এক প্রতিনিধি তরুণ চিত্রশিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর মনোহাগতিক সংকটকে উপজীব্য করে রচিত কবির 'অরণ্যে নীলিমা' উপন্যাসটি। এটি কবির একমাত্র উপন্যাস।

তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? — অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১০/০৭/১৯৮৫ সালে।

'সেই অস্ত্র' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর

আহসান হাবিবের কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য কী? — গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ।

'সেই অস্ত্র' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? — বিদীর্ণ দর্পণের মুখ।

জাত্যভিমান কী? — কোন যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।

অমোঘ অনন্য অস্ত্র কী? — ভালোবাসা।

অবিনাশী শব্দের অর্থ কী? — শাশ্বত বা যা বিনাশ করা যায় না।

Raisul Islam Hridoy

সেই অস্ত্র কবিতায় কবির প্রত্যাশা কী? — ভালোবাসা নামের সেই মহান অস্ত্রকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা।
ভালোবাসা কিসের লোভকে চিহ্নিত করে? — আধিপত্যের লোভকে।
কবি ভালোবাসা কে অমোঘ অনন্য অস্ত্র বলেছেন কেন? — ভালোবাসা মানুষকে সকল অমঙ্গল থেকে উত্তরণের পথ দেখায় বলে ভালবাসাকে অমোঘ অনন্য অস্ত্র বলেছেন।
'সেই অস্ত্র' কোন ধরনের কবিতা? — প্রার্থনামূলক কবিতা।
কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? — অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

'আমি কোন আগন্তক নই' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন

কবি কোন বাগানকে সাক্ষী রেখে বলেছেন যে তিনি কোন আগুন্তক নন? — বাঁশবাগান।
কবি কোন নিয়মে বাংলায় থাকেন? — স্বাপ্নিক নিয়মে।
কোন পাখিরা কবিকে চেনেন? — মেঘ কান্ত বিকেলের পাখি।
কোন সময়ের ধানের মঞ্জরীকে কবি সাক্ষী মেনেছেন? — কার্তিক মাসের ধানের মঞ্জরীকে।
কবি কার চিরচেনা স্বজন? — অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলীর।
কার মা কবিকে চেনেন? — জমিলার মা।
কবির শরীরে কিসের গন্ধ রয়েছে? — সিন্ধ মাটির।
জলজ বাতাস কী? — জলজ অর্থে জলে জন্মে যা। এখানে জলবাহী আর্দ্র সুশীতল গ্রামীণ বায়ুকে বোঝানো হয়েছে।
নিশিন্দা কী? — এক প্রকার গাছ যাকে গুল্ম ও বৃক্ষের সংকর বলা হয়।
উধাও নদী কী? — উধাও অর্থ নিরুদ্দেশ। নদী যেহেতু নিরুদ্দেশে ধাবিত হয়, সেহেতু বহমানতা বোঝাতে কবি লিখেছেন 'উধাও নদী'।
আগন্তক অর্থ কী? — অতিথি।
কোন পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে কবি মৃত্যুবরণ করেন? — দৈনিক বাংলা।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
তিনি মূলত কি ছিলেন? — কবি ও সাংবাদিক।

Raisul Islam Hridoy

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কি নামে সমধিক পরিচিত? — ঈশ্বর গুপ্ত নামে।
তিনি নিজের সাধনায় কোন কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন? — ইংরেজি, সংস্কৃত, বেদান্ত, দর্শন এবং তন্ত্রশাস্ত্রে।
তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে খ্যাত ছিলেন? — সংবাদ প্রভাকর। (সাপ্তাহিক এবং দৈনিক উভয়ই।)
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা কোনটি? — দৈনিক সংবাদ প্রভাকর।
সংবাদ প্রভাকরের পরিচয় দাও।
— 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১)একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এটি প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ১৮৩৬ সালে পুনর্বার ছাপা হয়। ১৮৩৯ সালে বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক হিসেবে 'সংবাদ প্রভাকর' আত্মপ্রকাশ করে। সেকালের বহু খ্যাতনামা বরেণ্য ব্যক্তিরা এখানে লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা এই পত্রিকা দিয়েই শুরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র এই পত্রিকায় প্রাচীনকালের কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত এখানে প্রকাশ করতেন। ১৮৫৯ এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর তার ভাই এ পত্রিকার দায়িত্ব পালন করেন।
'সংবাদ প্রভাকরে'—র চারজন বিশিষ্ট লেখকের নাম পরিচয় দাও।
— এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি ছাড়া অপর তিন জন হলেন— রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্র।
বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কি হিসেবে পরিচিত? — যুগসন্ধির কবি।
বাংলা সাহিত্যের যুগ সন্ধিকাল কোন সময়কে বলা হয়? — ১৭৬০ সাল হতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কেন যুগসন্ধির কবি বলা হয়?
— ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ হতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও বাংলা কাব্য সাহিত্যে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক যুগের প্রকৃত সূচনা হয়নি। এই ষাট বছর কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার চেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম সময় এবং তার বেড়ে ওঠা হয় কলকাতার নাগরিক পরিবেশে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি কাব্যে চর্চায় মধ্যযুগের বিভিন্ন দেবদেবী কে বিষয়বস্তু না করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ছোট ছোট করে কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতায় সমাজ সচেতনতা থেকে শুরু করে সামাজিক নানা খুটিনাটি এমনকি ছোট্ট তপসে মাছও বাদ যেত না। মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি এবং আধুনিক যুগের প্রথম পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত —এই দুইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব। তাঁর কাব্যে

Raisul Islam Hridoy

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য দুটোই সমানতালে দেখা যায় বলে তাঁকে যুগসন্ধির কবির বলা হয়।
তাঁর রচনা রীতির বিশেষত্ব কী? — ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং দেশ ও সমাজভাবনা।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও।
— রামপ্রসাদ সেন কৃত কালীকীর্তন (১৮৩৩), কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১২৯২ বঙ্গাব্দ), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৬), ও মণিকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।
তাঁর সম্পাদিত বাকি পত্রিকাগুলো কোনগুলো? — সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ সাধুরঞ্জন।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২৩/০১/১৮৫৯।

উইলিয়াম কেরী

(উইলিয়াম কেরি নামটি বিদেশী হলেও তিনি বাংলা বই লিখেছেন এবং সেখানে তিনি ঈ—কার দিয়েই তাঁর নাম 'কেরী' লিখেছেন।)
উইলিয়াম কেরি কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৭৬১ সালের ১৭ জুলাই।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — নর্দানটন শায়ার, ইংল্যান্ডে।
তিনি মূলত কী ছিলেন? — মিশনারী ও বাংলায় গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক।
তিনি কার কাছ থেকে গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন? — টমাস জোনস।
তিনি কিভাবে বাংলা ভাষা শেখেন? — ইংল্যান্ড থেকে জাহাজযোগে কলকাতায় আসতে তখন সমুদ্র পথে প্রায় ছয় মাস সময় লাগত। এই সময় জাহাজের বাঙালি খালাসিদের কাছ থেকে তিনি বাংলা শেখেন।
তিনি কত সালে ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসেন? — ১৭৯৩ সালে খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি শ্রীরামপুর ব্যাপিস্ট মিশন (যাকে শ্রীরামপুর মিশন বলে) প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে?
— ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি।
তিনি কত সালে 'ম্যাথু রচিত সমাচার' — এর প্রথম পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করেন? — ১৮০০ র ১৮ ই মার্চ।

Raisul Islam Hridoy

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থটির নাম কী? — 'মথী রচিত মিশন সমাচার'। এটিই বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের অগস্ট মাসে।

তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন? — ১৮০১ — র মে মাস থেকে ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন। তিনি একই সঙ্গে সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষাও পড়াতেন।

তাঁর নিজস্ব রচনা কী কী? এগুলো বিশিষ্ট কেন? — কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২)। এই দুটোতে সূচনাকালীন বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস উল্লেখযোগ্য।

'কথোপকথন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

— একাধিক মানুষের মুখের সাধারণ কথা বা কথোপকথন বা ডায়ালগ এ গ্রন্থের উপজীব্য। বাংলা লিখিত সূচনাকালীন নমুনা এখানে উল্লেখকৃত। স্ল্যাং বা গালিগালাজও বাদ দেওয়া হয় নি। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর।

'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

— 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) উইলিয়াম কেরি সঙ্কলিত বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০ টি গল্পের সংগ্রহ। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের এটি প্রথম গল্পসংগ্রহ। গল্পগুলি বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর থেকে কতগুলো ভাষায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়? — ৪০ টি।

তিনি কোন কোন ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন? — মারাঠি (১৮০৫), সংস্কৃত (১৮০৬), পাঞ্জাবি (১৮১২), তেলিঙ্গা (১৮১৪)। ভারতীয় ভাষায় রচনা করেন : মারাঠা (১৮১৮), বাংলা (১৮১৮)।

তিনি কতসালে রামায়ণ সম্পাদনা করেন? — ১৮০৬—১৮১০।

তিনি কিসের জন্যে অমর হয়ে থাকবেন? — বাংলা গদ্যের সূচনাকালীন অবদান, বাংলা লিপির সংস্কার এবং এদেশীয় কৃষ্টি, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে গবেষণার জন্য।

কেরি রচিত ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? — এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৮০১)।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত? — অর্ধশত (প্রায়)।

ভারতে আসার আগে তাঁর মূল পেশা কী ছিল? — পাদুকা নির্মাণ।

তিনি বাংলা গদ্যের বিকাশধারায় চিরস্মরণীয় কেন? — গদ্য ও পাঠ্যপুস্তকের জন্য।

তাঁর মৃত্যু তারিখ কত? — ৯ই জুন, ১৮৩৪।

Raisul Islam Hridoy

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদ কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — তৎকালীন ফরিদপুর (বর্তমানে রাজবাড়ী) জেলার পাংশার বাগমারা গ্রামে।
তিনি কি ছিলেন? — লেখক ও চিন্তাবিদ।
তাঁর পিতার নাম ও তিনি কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন? — কাজী সগীর উদ্দিন। তিনি রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার ছিলেন।
কাজী আবদুল ওদুদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দাও। — তিনি ১৯১৩ তে ঢাকা কলজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৫ ও ১৯১৭ তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে আই.এ ও বি.এ এবং ১৯১৯ এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন।
তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (ঢাকা কলেজ) বাংলার অধ্যাপক হিসেবে কবে যোগদান করেন? — ১৯২০ সালে।
১৯৬৫ তে নবপর্যায়ে প্রকাশিত যে পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন তার নাম কী? — তরুণ পত্র।
বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনকল্পে ১৯২৬ এ প্রতিষ্ঠিত যে সমিতির অন্যতম নেতা তিনি ছিলেন, তার নাম কী? — মুসলিম সাহিত্য সমাজ।
তিনি কোন ধরনের লেখার জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হন? — সাহিত্য সমাজের পত্রিকা 'শিখায়' (১৯২৭) তাঁর মুক্তচিন্তা ও যুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন লেখার জন্য।
তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ কী?

- উপন্যাস : নদীবক্ষে (১৯১৮)।
- সমাজ ও সাহিত্যিক বিষয়ক প্রবন্ধ : শাশ্বতবঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রতিভা।

'শাশ্বতবঙ্গ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
— কাজী আবদুল ওদুদ রচিত প্রবন্ধের সংকলন 'শাশ্বতবঙ্গ'। ১৯৫১ (১৩৫৮) খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি সংকলন করা হয়। এতে ইতঃপূর্বে রচিত তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক / পুস্তিকা থেকে প্রবন্ধ গৃহীত হয়। কিছু নতুন প্রবন্ধ থাকে। 'শাশ্বতবঙ্গে'র প্রবন্ধগুলো ৬ টি ভাগে বিভক্ত করা হলে। যথাঃ হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অন্বেষণ, মুসলিমদের আত্ম-অন্বেষণ, রবীন্দ্র-ভাবনা,

Raisul Islam Hridoy

নজরুল-মূল্যায়ন, সাহিত্য-ভাবনা, অন্যান্য মনীষা মূল্যায়ন। প্রবন্ধগুলোতে লেখক বৃহৎ বাংলা ও ভারতের মানুষের মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন এবং শিক্ষিত-সমাজের অনবধানতায় জাতির কতটুকু বিড়ম্বনা ঘটতে পারে, সে আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ অবিভক্ত বাংলা প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই ফরিদপুরের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর অনুরোধ পেয়েও তিনি পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন নি।

'নদীবক্ষে' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

— 'নদীবক্ষে' যতটুকু উপন্যাস তারচেয়ে বেশি সমাজচিত্র। এখানে চাষী মুসলিম জীবন জীবিকার যে উল্লেখ আছে তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও আকৃষ্ট করেছিল। এবং তিনি সে কথা লিখেছেন। আবার গ্রামীন জীবনের সমাজের কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব ও মিলনের কথা চারটি কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই কৃষক পরিবারের প্রধানরা হলেন জমির শেখ, ইরফান মণ্ডল, দুখে এবং লালু। এখানে লালু ও মতির মধ্যে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের উল্লেখ আছে তা বেশ আকষর্ণীয়। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন যে গ্রামের সাধারণ মুসলিমরা ধর্মের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন না। কেউ নামাজ না পড়লে কিংবা কোনো ধর্মীয় রেওয়াজ না মানলে তার ধর্ম গেল বলে তারা চিৎকার করেন না। লালু যে ১৭ বছরেও নামাজ পড়া শিখে নি তাতে গ্রামের মানুষের কোনো আগ্রহ নেই। ধর্মীয় রেওয়াজ না মানলেও এরা অসৎ কিংবা কপট নয়। লেখক মূলত বাংলাদেশের শাশ্বত ধর্মবোধকেই তুলে ধরেছেন এবং আচরণের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

'কবিগুরু গ্যেটে'র পরিচয় দাও।

— 'কবিগুরু গ্যেটে' কাজী আবদুল ওদুদ রচিত দুইখণ্ডে বিভক্ত জার্মান মহাকবি ও নাট্যকার গ্যেটের জীবন ও কর্মপরিচয় মূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গ্যেটের নাটক 'ফাউস্টে'র রসগ্রাহী পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় গ্যেটের সম্বন্ধে এটি প্রথম বই।

কবে কোথায় কাজী আবদুল ওদুদ মৃত্যুবরণ করেন? — কলকাতা ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে মে।

কাজী ইমদাদুল হক

কাজী ইমদাদুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর, খুলনায়।

তিনি কবে, কোথায় তাঁর পেশাজীবন শুরু করেন? — ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের 'ঢাকা মাদ্রাসা'র হিসেবে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লিখ?

Raisul Islam Hridoy

- ❖ উপন্যাস : আবদুল্লাহ্ (১৯৩৩)।
- ❖ কাব্য : আঁখিজল, লতিকা।
- ❖ প্রবন্ধ : প্রবন্ধমালা।
- ❖ শিশুতোষ গ্রন্থ : নবীকাহিনী।

তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? — 'শিক্ষক' পত্রিকার (১৯২০)।
'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়? — 'মোসলেম ভারত'।
'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
— লেখকের এই বিখ্যাত উপন্যাসটি ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। লেখকের মৃত্যু হলে অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির ইমদাদুল হকের খসড়া অবলম্বনে অসমাপ্ত উপন্যাসটির ১১ টি পরিচ্ছেদ রচনা করেন। উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের পিরভক্তি, ধর্মীয় কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, আশরাফ আতরাফ বৈষম্য, হীন স্বার্থপরতা, সম্প্রদায়বিদ্বেষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানবতাবাদী প্রতিবাদ। বইটা সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন— "আবদুল্লাহ্ বইটি পড়ে আমি খুশি হয়েছি বিশেষ কারণে, এই বই থেকে মুসলমানের ঘরের কথা জানা গেল।" রবীন্দ্রনাথ লেখকের উদার প্রকাশভঙ্গিরও প্রশংসা করেন। শিল্পের বিচারে 'আবদুল্লাহ্' উৎকৃষ্ট মানের উপন্যাস নয়। তবে বাঙালিদের সমাজ পরিবর্তন, বির্বতন ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রার সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতা সুচারুভাবে ফুটে ওঠেছে। কাহিনীর নায়কের নামেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে।
তিনি উপন্যাসের অন্যতম স্থপতি ছিলেন? — বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ শে মার্চ, কলকাতা শহরে।

কাজী মোতাহের হোসেন

কাজী মোতাহের হোসেন কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ৩০ শে জুলাই, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — তাঁর মাতুলালয়ে, কুষ্টিয়ার কুমারখালির লক্ষ্মীপুর গ্রামে।
তিনি মূলত কি ছিলেন? — সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।
কতসালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষকতার পদ লাভ করেন? — ১৯২৩ সালে।

Raisul Islam Hridoy

কাজী মোতাহের হোসেনের জীবনের অনন্য কীর্তি কোনটি? — ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য - সমাজ' প্রতিষ্ঠা।
তিনি কোন পত্রিকার মুখপত্র হিসেবে কাজ করেন? — শিখা (১৯২৭)।

তাঁর প্রথম ও বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন কোনটি? — সঞ্চয়ন (১৯৩৭)।
তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমির পুরস্কার লাভ করেন কবে? — ১৯৬৬ সালে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানজনক 'ডক্টরেট' উপাধি মর্যাদায় কবে ভূষিত হন? — ১৯৭৪ সালে।
তিনি কবে জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় কবে ভূষিত হন? — ১৯৭৫ সালে।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর।

কামরুল হাসান

কামরুল হাসান কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯২১ সালের সালের ২রা ডিসেম্বর।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — কলকাতার তিনজিলা গোরস্তান রোডে।
তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল? — পশ্চিমবঙ্গপট বর্ধমান জেলার নারেঙ্গা গ্রামে।
তাঁর শিক্ষাজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। — ১৯৪৭ সালে কলকাতা চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে তিনি চিত্রকলা বিষয়ে গ্রাজুয়েট হন।
তিনি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে কবে ফিরে আসেন? — ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে তিনি এদেশে চলে আসেন।
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনেট সাথে তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন? — ঢাকা আর্ট স্কুল। পরে এটা 'চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট' নাম পায়।
পেশাজীবনে তিনি কি করতেন? — ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা, ১৯৬০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিসিক এর প্রধান আর্টিস্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ কিভাবে? — মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের শিল্পবিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পান। তবে তাঁর অঙ্কিত ইয়াহিয়া খানের জনোয়ার আকৃতির মুখমণ্ডল এবং নিচে ক্যাপশনে লিখা ছিল : 'এই জানোয়ারকে হত্যা করুন' যা খুবই প্রশংসিত হয়।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর কোন স্কেচটি স্বৈরাচার এরশাদে বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে? — জাতীয় কবিতা পরিষদের মণ্ডপে বসে আঁকা 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে'।

কামরুল হাসান কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকায়।

"আমাদের লোকশিল্প" থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

'মসলিম' কোন ভাষার শব্দ? — ফার্সি (পারসি) ভাষার।

'মসলিম' কোন ভাষার শব্দ থেকে জাত? — আরবি মরসিলি থেকে ফার্সি মসলিম জাত।

মসলিন কী? — অতি সূক্ষ্ম ও কার্পাস বস্ত্রবিশেষ।

মসলিন কাপড়ের সাথে কোথাকার কাপড়ের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়? — সম্ভবত প্রাচীন ব্যাবিলনের মসৌলে নির্মিত সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্রসদৃশ ঢাকায় তৈরি হয় মসলিন বস্ত্র।

'জামদানী' কোন ভাষার শব্দ? — আরবি।

জামদানী কী? — হাতে বুনে তাঁতে ফুলতোলা মিহি কপড়বিশেষ।

শহরতলী অর্থ কী? — শহরের উপকণ্ঠ।

শহর কোন শব্দ? — ফার্সি।

লোকশিল্প অর্থ কী? — লোক বা সাধারণ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট শিল্প।

কোনটি মোগল বাদশাহদের গর্বের ও বিলাসের বস্তু ছিল? — ঢাকার মসলিন।

জামদানী শাড়ির জন্য কোনটি প্রয়োহনীয়? — আর্দ্রতা।

খাদির বৈশিষ্ট্য কী? — এটি হাতে তৈরি করা হয়।

কাপড়ের তৈরি পুতুলের বৈশিষ্ট্য কী? — প্রতীকধর্মী।

কামরুল হাসানের ছবিতে কোন বিষয়ের প্রাধান্য আছে? — লোকজ ঐতিহ্যের।

'আমাদের লোকশিল্প' কোন শ্রেণির রচান? — প্রবন্ধ।

খাদ্যশস্যের পরে কোন জিনিসটি এদেশের মানুষের জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে? — কুটির শিল্প।

মসলিন তাঁতিরা কোথায় বাস করত? — ঢাকার অদূরে ডেমরায়।

মসলিন কারিগরের বংশধররা আছে বলে আমরা কী শাড়ি পাচ্ছি? — জামদানী।

কোন মৌসুমে সাধারণত নকশিকাঁথা সেলাই করা হয়? — বর্ষাকালে।

তাঁতশিল্প বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় আছে? — ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা।

কোন নদীর তীরে জামদানী শাড়ির তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে? — শীতলক্ষ্যা।

গ্রামবাসীরা যারা সুতা কাটে তাদের কি বলে? — কাটুনী।

Raisul Islam Hridoy

খাদি কাপড় কোন আন্দোলন সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে? — স্বদেশী আন্দোলনের।
সিলেটের কোন অঞ্চলের মেয়েরা নিজেদের পরিধানের কাপড় নিজেরা তৈরি করে? — মাছিমপুর অঞ্চলের।
কাঁসা কী? — রাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতু।
'ঐতিহ্য' শব্দের অর্থ কী? — অতীত গৌরবের বস্তু।
কাঠের খাট, পালংক, খুঁটি, দরজার নকশা আঁকাকে কি বলে? — হাসিয়া।
কোন জেলায় কাঠের নৌকার কাজ সবচেয়ে ভাল ছিল? — বরিশাল।
কোন জেলার শীতল পাটি বিখ্যাত? — সিলেট।
কোন জেলার মাদুর বিখ্যাত? — খুলনা।
কোন এলাকার নবাব হাতির দাঁতের তৈরি শীতল পাটি ব্যবহার করতেন? — ঢাকা।
আমাদের দেশের মেয়েদের সহজাত গুণ কোনটি? — কাপড়ের পুতুল তৈরি করা।
খাদি তৈরির সুতা সাধারণত কীভাবে জোগাড় করা হয়? — বাড়ির পাশে তুলার গাছ লাগিয়ে।
সোলা শিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনা কোন জিনিসে পাওয়া যায়? — পুতুল, টোপর ইত্যাদির মাধ্যমে।
কয়েকশ গজ মসলিন কাপড় কিসের মধ্যে রাখা যেত? — আংটির ভেতর।
'প্রকৃতি' শব্দটির বিশেষণ রূপ কোনটি? — প্রাকৃত।
কুটিরশিল্প অর্থ কী? — সাধারণ মানুষের গৃহে তৈরি শিল্প। কুটির অর্থ কুঁড়েঘর। যে শিল্প গ্রাম বাংলার কুঁড়েঘর তথা সাধারণ মানুষের ঘরে তৈরি করা হয়, তাকে কুটিরশিল্প বলে। ইংরেজিতে একে বলে— Cottage Industry.

কামিনী রায়

কামিনী রায়ের জন্ম কবে? — ১২ ই অক্টোবর, ১৮৬৪।
কামিনী রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — বাসণ্ডা, বরিশাল।
তাঁর পিতার নাম কি ছিল? — ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেন।
তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দাও। — তিনি ১৮৮৬ তে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ পাস করেন।
কর্মজীবনে কামিনী রায় কী করতেন? — শিক্ষকতা (অধ্যাপক বেথুন কলেজ)।

Raisul Islam Hridoy

কামিনী রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নামগুলো লিখ। — আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরাণিকা (১৮৯৭), গুঞ্জন (১৯০৫), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), অশোক সংগীত (সনেট সংগ্রহ, ১৯১৪), অম্বা (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), দীপ ও ধূপ ১৯২৯), জীবনপথে (১৯৩০)।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' পদক পান কবে? — ১৯২৯ সালে।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৩৩ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর।

'পাছে লোকে কিছু বলে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু

'পাছে লোকে কিছু বলে'— এখানে 'পাছে' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।

— এটি একটি শ্লেষ অলঙ্কার। কবি কামিনী রায় 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় 'পাছে' বলতে বুঝিয়েছেন 'পরে' বা 'পেছনে' অর্থে।

এই ধরনের শ্লেষ অলংকারকে কি বলে? — অভঙ্গ শ্লেষ।

'আপনা' কী? — নিজেকে নিজে।

'নিরমল' কী? — নির্মল অর্থ পবিত্র। কবিতার ছন্দের প্রয়োজনে কবি এভাবে শব্দকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করে নিতে পারেন।

'যবে' কী? — যখন।

'কোনো কোনো মানুষ আর কখন একত্রে মিলতে পারে না'? — মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন মানুষ কিছু করার জন্য একত্রিত হয়, তখনও সে মিলতে পারে না।

বিধাতা প্রাণ প্রদানের পরেও এই ধরনের মানুষগুলো কেমন থাকে? — ম্রিয়মান।

'ম্রিয়মান' অর্থ কী? — মরণাপন্ন বা কাতর।

"শক্তি মরে ভীতির কবলে'— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? — মনের শক্তি মিথ্যে ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সাথে একটি বাংলা প্রবাদ বাক্যের হুবহু মিল উল্লেখ কর।

— 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।'

'একটি স্নেহের কথা/ প্রশমিত পারে কি ব্যথা' —কবি এখানে কি বুঝাতে চেয়েছেন? — মানুষের সামান্য কিছু কথা বা স্নেহের আদর অনেকের মনের কষ্ট দূর করে দিতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ সেই কথাটুকুও বলতে চান না। উপেক্ষা করে চলে যান। তাদের ধারণা থাকে— এতে তাকে অন্যরা কিছু বলতে পারে।

কালিদাস রায়

Raisul Islam Hridoy

কালিদাস রায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুলাই বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে কালিদাস রায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন? — ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের বহরমপুর কলেজ হতে বি.এ পাশ করে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনে অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবনে তিনি কিভাবে জীবিকানির্বাহ করতেন? — রংপুর বিভাগের উলিপুরে প্রথমে শিক্ষকতা এবং পরে সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হন। ৭ বছর পর সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং তারপর দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে কলকাতার ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউটে (বিদ্যালয়) সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি কোন ধারার কবি হিসেবে পরিচিত? — রবীন্দ্র ধারার কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি আখ্যানধর্মী বা গল্পের মতো কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কালিদাস রায়ের কাব্যগুন কেমন ছিল? — তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সরল, অনাড়ম্বর কিন্তু তা খুব হৃদয়স্পর্শী ছিল।

কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থগুলোর পরিচয় দাও। — কুন্দ (১৯০৮), কিশলয় (১৯১১), পর্ণপুট (১ম ভাগ, ১৯১৪ ; ২য় ভাগ, ১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), বল্লরী (১৯১৫), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), লাজাঞ্জলী (১৯২৪), হৈমন্তী (১৯২৪), পূর্ণাহুতি (১৯৬৮) ইত্যাদি।

কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি আর কি কি বই লিখেছেন?

- ❖ প্রবন্ধগ্রন্থ— প্রাচীর বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।
- ❖ রম্যসাহিত্যগ্রন্থ— চণক সংহিতা, ব্যঙ্গচিত্র ও চালচিত্র ইত্যাদি।

তিনি কী কী সম্মাননা বা পুরস্কারে ভূষিত হন? — ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর সাহিত্য পরিষদ 'কবিশেখর' উপাধি প্রদান করে ; ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্নপদক' ; ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 'আনন্দ পুরস্কার' ; ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে 'রবীন্দ্র পুরস্কার'। তাছাড়া বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশিকোত্তম উপাধি ; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি.লিট' উপাধি প্রদান করে।

তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? — কলকাতার টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' (এর অর্থ— শেষ জীবনের পাখির বাসা) নামের স্বগৃহে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ শে নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতা কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? — পর্ণপুট (২য় ভাগ)।

'পর্ণপুট' অর্থ কী? — পাতার ঠোঙ্গা বা পাতা দিয়ে বানানো আধার।

Raisul Islam Hridoy

ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কে ছিলেন? — বাবুর।
শুদ্ধ কোনটি— 'মুঘল' নাকি 'মুগল'? — দুটো বানানই ঠিক। এমনকি 'মোগল' বা 'মোঘল' এই বানানেও লেখা যায়। আসলে মঙ্গোলিয়া থেকে এসে যারা ভারতের ক্ষমতার শিখরে আরোহন করেছিলেন তাদের তুর্ক ভাষায় মোগল বলা হয়েছে।
বাবুরের প্রকৃত নাম কী? — জহিরুদ্দিন মুহম্মদ।
'বাবুর' অর্থ কী? — বাবুর বা বাবর অর্থ— সিংহ। এটি একটি পারসি শব্দ। আমরা যে 'বাবরি চুল' বলে থাকি, এর অর্থঃ সিংহের কেশরের মতো চুল।
বাবুর কত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন? — ১১ বছর বয়সে।
বাবুর কখন দিল্লী দখল করেন? — পানি পথের ১ম যুদ্ধ ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে।
পানিপথ কোথায় অবস্থিত? — ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি প্রাচীন শহরের নাম পানিপথ। এই স্থানে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।
ইব্রাহিম লোদী কোন বাদশা ছিলেন? — পাঠান বাদশা।
পাঠান বলা হয় কাদেরকে? — পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে অঞ্চলের অধিবাসীদের হিন্দিতে পাঠান বলা হয়।
উত্তর ভারত কিভাবে বিজয় হল? — পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে।
বাবুরের মহত্ত্ব গুণ কি ছিল? — তিনি ছদ্মবেশে রাতেড় আঁধারে প্রজাদের দুঃখ কষ্ট দেখতে বের হতেন।
প্রজারঞ্জন অর্থ কী? — জনগণের মনঃতুষ্টি বোঝানো হয়েছে।
'করি' অর্থ কী? — করি মানে হাতি। 'করি-শুণ্ড' অর্থ হলো— হাতির শুঁড়।
'সঁপিনু' অর্থ কী? — সমর্পন করছি।
বাদশা বাবুর পর্যটকবেশে কার ছেলেকে হাতির কবল থেকে রক্ষা করলেন? — মেথরের ছেলেকে।
সংগ্রাম সিংহ কে? — রাজপুতনার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি।
রণবীর চৌহান কাকে হত্যার উদ্দেশ্য তলোয়ার নিয়ে রাজপথে বের হয়েছিলেন? — মুঘল সম্রাট বাবুরকে।
রাজপুত্র যুবককে কেন রণবীর চৌহান উপাধি দেওয়া হয়? — মুঘল সম্রাট বাবুরের রাজ্য বিজয়ের পর রাজপুত্রগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এক রাজপুত্র বাবুরকে হত্যার উদ্দেশ্য খোলা

Raisul Islam Hridoy

তরবারি নিয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরছিলেন। তার এই সাহসিকতার জন্য তাকে রণবীর চৌহান উপাধি দেওয়া হয়।

বিদেশী পুরুষ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন? — সম্রাট বাবুরকে।

বে আকুফ শব্দের অর্থ কী? — যার নিজের কোন হিতায়িত জ্ঞান নেই।

রণবীর চৌহান কখন বিস্মিত হলেন? — বাবুর যখন নিজের জীবন বাজি রেখে হাতির কবল থেকে মেথরের ছেলের জীবন রক্ষা করলেন।

বাবুর কখন রাজপুত্র যুবককে ক্ষমা করে দিলেন? — রাজপুত্র যুবক যখন বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন।

বাবুর রণবীর চৌহানকে কি হিসেবে নিয়োগ দিলেন? — নিজের দেহরক্ষী হিসেবে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৩৪ সালে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — বৃহত্তর খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে।

তিনি মূলত কি হিসাবে পরিচিত? — সাংবাদিক ও কবি হিসেবে।

তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন? — সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১) পত্রিকা।

'ঢাকা প্রকাশ' ছাড়া তিনি আর কোনসব পত্রিকা সম্পাদনা করতেন? — মাসিক 'মনোরঞ্জিকা' (১৮৬০); মাসিক 'কবিতা কুসুমাঞ্জলি'; সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫); 'বৈভাষিকী (১৮৮৬)।

তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — সম্ভাবশতক (১৮৬১)।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও। — রাসের ইতিবৃত্ত (১৮৬৮), মোহভোগ (১৮৭১) ইত্যাদি।

তিনি কবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯০৭ সালের ১৭ জানুয়ারি খুলনায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোয়।

Raisul Islam Hridoy

কালীপ্রসন্ন সিংহের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধর — ধনী জমিদার নন্দনাল সিংহের একমাত্র সন্তান। নিজের ছয় বৎসর বয়সে পিতাকে হারান তিনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে এবং বাসায় গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়ে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় দাও। — বাংলা ভাষা অনুশীলনের জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩) স্থাপন; 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠা; 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) স্থাপন করেন।

মাইকেল মধুসূদনকে কেন তিনি সংবর্ধিত করেন? — বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার মহাকাব্য রচিত হয়েছে এটা বুঝতে পেরে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হওয়া মাত্র, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মধুসূদনকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবর্ধনা জানান।

'নীল - দর্পণে'র তিনি জরিমানার টাকা দেন কেন? — দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপার দায়ে প্রকাশক রেভারেন্ড লঙ নামক পাদ্রীকে (অনুবাদকের নাম কিংবা লেখকের নাম মুদ্রিত ছিল না বলে তাদের বিচার করা হয়নি।) ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কালী প্রসন্ন নিজে সেই টাকা পরিশোধ করে দেন এবং পরোক্ষভাবে 'নীল-দর্পণে' ব্যক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

কালীপ্রসন্ন কোন দুটি গ্রন্থের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন? — 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২), 'সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ' (১৮৬৬) গ্রন্থের জন্য।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র পরিচয় দাও।

— কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় সে যুগের সমাজ জীবনের ক্ষত চিহ্নের খুবই বেদনাদায়ক চিহ্ন এঁকেছেন। 'আলালের ঘরের দুলালে'র চার বছর পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এতে বাচনভঙ্গি, রচনারীতি, আঙ্গিক প্রভৃতি দিক থেকে লেখক নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। নকশা উপন্যাস নয়, তা সামাজিক সমস্যামূলক ব্যক্তিগত রচনা। তারপরেও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' উপন্যাসের মতোই পাঠ করার জন্য সুপাঠ্য বস্তু। এর কারন হিসেবে ধরা হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী ভাষার বদলে কথ্য ভাষায় এই উপন্যাস রচনা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র যে আলালের ঘরের দুলালে সাধু ও কথ্য ভাষার যে রূপ এঁকেছেন, কালীপ্রসন্ন এই মিশ্রিত সাধু ও কথ্য ভাষার আরো সৌন্দর্যতা এবং মধুরতা যোগ করেন তার এই উপন্যাসে। তিনিই প্রথম লেখক হিসেবে কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে কথ্য ভাষার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হন।

কালীপ্রসন্ন অনুসৃত রীতির ভাষাকে কি বলা হয়? — হুতোমী বাংলা।

কবে এবং কোথায় কালীপ্রসন্ন মৃত্যুবরণ করেন? — কলকাতায়, ২৪ শে জুলাই ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে।

Raisul Islam Hridoy

কুসুমকুমারী দাস

কুসুমকুমারী দাস কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৮২ সালে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — বরিশালে।
তিনি কোথায় থেকে শিক্ষালাভ করেন? — কুসুমকুমারী দাস কিছুকাল বরিশাল এবং পরে কলকাতার বেথুন কলেজে শিক্ষালাভ করেন।
শিশুদের জন্য কুসুমকুমারী দাস যে পুস্তকটি রচনা করেন, সেটির নাম কী? — কবিতা মুকুল।
তাঁর গদ্যগ্রন্থের নাম কী? — পৌরাণিক আখ্যায়িকা।
যে পত্রিকাগুলোতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো সেগুলোর নাম কী কী? — প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল ইত্যাদি।
কুসুমকুমারী দাসের কবিতার একটি বিখ্যাত চরণ উল্লেখ কর। — "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।"
কুসুমকুমারী দাসের নিজস্ব কবি পরিচয় ছাড়া আর যে পরিচয়টি আছে সেটি উল্লেখ কর।
— তিনি কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা।
কুসুমকুমারী দাস কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৪৮ সালে।

গিরিশচন্দ্র সেন

গিরিশচন্দ্র সেন কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৩৫ সালে।
গিরিশচন্দ্র সেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — বর্তমান নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে।
তিনি কিভাবে ও কবে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হন? — কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ১৮৭১ সালে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে পঠন—পাঠনে আগ্রহান্বিত হন।
তিনি কোন কোন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন? — বাংলা, সংস্কৃত, পারসি, আরবি (আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে তিনি লক্ষ্ণৌ যান।)
কী কারনে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন? — বাঙালি মুসলিমদের জন্য মুসলিম ধর্মগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ ও মহাপুরুষদের জীবনী রচনা, বিশেষত বাংলা ভাষায় প্রথম পবিত্র কুরআন শরীফ অনুবাদের জন্য।

Raisul Islam Hridoy

গিরিশচন্দ্রের পবিত্র কুরআন অনুবাদ সম্পর্কে লেখ।

— যে কোনো বিষয় এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় রূপান্তর তথা অনুবাদ করার কাজটি খুবই স্পর্শকাতর ও সাহসের। আর বিষয়টি যদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাতে সাবধানতার পরিমাণ আরো বেশি হয়ে দাঁড়ায়। গিরিশচন্দ্র সেন দীর্ঘ ৬ বছর (১৮৮১-১৮৮৬) পরিশ্রম করে নিজের বিদ্যার উপর সাহস ও দৃঢ়তা রেখে কুরআনের ১ম অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ কর্মটি মুসলিম পণ্ডিতগণ অনুমোদন ও সাদরে গ্রহণ করার ফলে তাঁর কষ্টের সার্থকতা আসে। মওলানা আকরম খাঁ (তিনি গিরিশচন্দ্র সেনের পরে কুরআন অনুবাদ করেন) গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদের লিখিত প্রশংসা করেন।

গিরিশচন্দ্র সেনের মুসলিমদের জন্য রচিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় দাও।

- ❖ শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের পারসি ভাষার গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আত্তালিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা'। 'তাপসমালা'তে ৯৬ জন মুসলিম সাধকের জীবনচরিত রচিত হয়েছে।
- ❖ 'মিশকাত শরিফে'র অর্ধেক অনুবাদ করেন 'হাদিস-পূর্ব বিভাগ' নামে।
- ❖ শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের 'মানতেকুহতায়েব' এবং মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির 'মসনবি শরীফ' পারসি গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে লেখেন 'তত্ত্বরত্নমালা'।

গিরিশচন্দ্র সেন রচিত আরো কয়েকটি গ্রন্থের নাম লিখ।

— 'হাদিস বা মেসকাত মসাবিহ'; 'মহাপুরুষচরিত'; 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম'; এমাম হাসান ও হোসায়েনের জীবনী'; 'চারটি মুসলমান নারী' সহ মোট ৪২ টি গ্রন্থ তিনি রচনা ও অনুবাদ করেন।

গিরিশচন্দ্র সেন সম্পর্কে কি বলা হয়?

— ধর্মচর্চা যে শুধু আপনধর্মের গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা নয়, পরধর্ম ও মতের ভালো দিকগুলো প্রকাশ ও উন্মোচন, গিরিশচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন দারুণভাবে। একজন অমুসলিম হয়েও গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম বাঙালি মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করলেন তাদের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন, তাদের নানা রকম ধর্মগ্রন্থ, বই-পুস্তক, জীবনী যার সবগুলো এক একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট।

কায়কোবাদ

কবি কায়কোবাদ কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৫৭ সালে।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর জন্মস্থান কোথায়? — আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
তাঁর মূল পরিচয় কি? — একজন কবি।
তাঁর প্রকৃত নাম কী? — কাজেম আল কোরেশী।
তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? — বাল্যের গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শেষ করে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হন। পরে 'ঢাকা মাদ্রাসা' থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন।
কোন কোন কবির কাব্যপ্রভাব তাঁর উপর বেশি ছিল? — হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন।
তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে কোন কাব্য রচনার মাধ্যমে? — মাত্র ১৩ বছর বয়সে 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০) লিখে। এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
তাঁর বিখ্যাত দুটি কাব্যগ্রন্থ কী কী? — 'অশ্রুমালা' (গীতিকাব্য) এবং 'মহাশ্মশান'। (মহাকাব্য)
বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কে? — কায়কোবাদ।
বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচনা করেন কে? — কায়কোবাদ।
কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
— কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ-বিলাপ'। এটি ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়। তবে অনেক সমালোচকই কাব্যটির নাম 'বিরহ-বিলাস' বলেছেন। কবি অবশ্য বলেছেন—" আমি যখন বার বৎসর বয়স্ক বালক সেই সময় আমার 'বিরহ-বিলাপ' নামক ক্ষুদ্র একখানা কাব্য প্রকাশিত হয়।" কাব্যগ্রন্থটি আজ পাওয়া যায় না সহজে।
"অশ্রুমালা" কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
— কায়কোবাদের খণ্ড কবিতাগ্রন্থ "অশ্রুমালা" (১৮৯৬)। এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর হলো প্রেম। তবে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণবোধও এ কাব্যে খুব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে কোনো তত্ত্ব নেই, আছে মানব মনের আবেগ, আনন্দ - বিরহ, প্রেম - বেদনা ইত্যাদির স্বাভাবিক প্রকাশ। কবি লিখেছেন— 'ইচ্ছা হয় তারে নিয়ে/ বনবাসী হই/ চাইলে এ লোকালয়/ এ যে বড় বিষময়।' সহজ উপস্থাপনা ও সরলতাই এ কাব্যগ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
'মহাশ্মশান' গ্রন্থটির পরিচয় দাও।
— কবি কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মহাশ্মশান' (১৯০৫)। কাব্যটি ধারাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে। কাব্যের মোট ৩ টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ২৯ সর্গ, ২য় খণ্ডে ২৪ সর্গ, ৩য় খণ্ড ৭ সর্গ বিশিষ্ট। প্রধান চরিত্রগুলো হলো— ইব্রাহিম কার্দি, জোহরা বেগম, হিরণ বালা, আতা খাঁ, লঙ্গ, রত্নজি, সুজাউদ্দৌলা, সেলিনা, আহমদ শাহ্ আব্দালী ইত্যাদি। এই চরিত্রগুলোর মধ্যে

Raisul Islam Hridoy

ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক উভয়ই আছে। চরিত্র তৈরিতে হিরণবালা শ্রেষ্ঠ। প্রেমিক আতা খাঁ নিজ পরিচয় গোপন অর্থাৎ প্রতারণার আশ্রয় নিলেও হিরণ বালা জোহরার ধর্মনিষ্ঠ থাকে নি। বরং আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধের আলোকে সে বলেছে— নিজে প্রেমময় / জগদীশ, প্রেম শ্রেষ্ঠ সর্বধর্ম হতে / হিন্দু মুসলমান করেছে সৃজেছে কি বিধি / জীব শ্রেষ্ঠ মানবেরে- তোমারে আমারে?' অথচ জোহরা প্রাণাধিক স্বামীর চেয়ে ধর্মকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এব্রাহিম কার্দি বাহ্যিক কর্তব্যকর্ম করলেও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকর্মে ব্যর্থ। এটি মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত হলেও একে পুরোপুরি মহাকাব্য বলা যায় না। একে কাহিনিকাব্য বলা চলে। মূলত মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' অবলম্বনে এটি তৈরি।

তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলোর পরিচয় দাও। — কুসুমকানন (১৮৭৩), শিবমন্দির (১৯২১), অমিয়ধারা (১৯২৩) ইত্যাদি।

নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ থেকে ১৯৩২ খ্রিঃ এ তিনি কোন উপাধিগুলো পান? — কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২১ শে জুলাই, ১৯৫৩ সালে।

প্রার্থনা কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কায়কোবাদের মতে আমাদের কার কাছে সবসময় প্রার্থনা করা উচিত? — স্রষ্টার কাছে।

'বিভো' কী? — শব্দটি হলো বিভু। এই বিভুর কাব্যিক রূপ হলো "বিভো"। বিভোর আবিধানিক অর্থ হলো— বিধাতা মানে স্রষ্টা।

" বিভো, দেহ হৃদে বল'। এখানে 'দেহ' কী? — এর অর্থ দাও। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতায় ক্রিয়াপদে ও-কার বদলে 'হ্' ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। যেমন— অন্ধজনে দেহ আলো। ১৯ শতকের কবিতায় কেউ কেউ এটি ব্যবহার করেছেন।

স্রষ্টার কাছে কারা নিঃসম্বল? — এই জগতের মানুষ।

'প্রার্থান' কবিতার মূল চেতনা কী? — মূলচেতনা হলো— "দেহ হৃদে বল" অর্থাৎ হৃদয়ে শক্তি দাও বা আত্মশক্তি চাই।

'শোকানলে'কে সমাসকে বিচ্ছেদ করলে কী হয়? — শোক রূপ অনল > শোকানল ; রূপক কর্মধার য় সমাস।

"শোকানল" এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী? — শোক + অনল।

Raisul Islam Hridoy

'তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ'— প্রসাদ কী? — প্রসাদ হলো দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী, যা দেবতা গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হয়। তবে এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি ফল ফুল বা সৃষ্টিকে বা অনুগ্রহকে বোঝানো হয়েছে।
"প্রার্থনা" কবিতাটি কোথা হতে নেওয়া হয়েছে? — অশ্রুমালা কাব্যগ্রন্থ হতে।
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে একমাত্র পথের অবলম্বন কে? — স্রষ্টা।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে? — ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — জয়দেবপুর, ভাওয়াল, গাজিপুর।
তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু? — জয়দেবপুর মাইনর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েও শব ব্যবচ্ছেদের ভয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।
গোবিন্দচন্দ্র দাস মূলত কী? — স্বভাবকবি।
গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত ব্যঙ্গকাব্য কোনটি? — মগের মুলুক।
গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার কাহিনীগুলোর বিষয়বস্তু কেমন? — নারীভক্তি, পতিপত্নীর প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তান বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, পল্লিজীবনের আলেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেম।
গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী? — প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুঙ্কুম (১২৯৮), মগের মুলুক (১২৯৯), কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩), ফুলরেণু (১৩০৩), বৈজয়ন্তী (১৩১২), শোক সান্ত্বনা (১৩১৬)।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯১৮ সালে।

গোলাম মোস্তফা

গোলাম মোস্তফা কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — গ্রাম- মনোহরপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সম্পর্কে লিখ। — কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ ও বি.টি ডিগ্রি লাভ করেন।

Raisul Islam Hridoy

কর্মজীবনে তাঁর পেশা কি ছিল? — শিক্ষকতা।
তাঁর কাব্যের মূল বিষয়বস্তু কী? — ইসলাম ও প্রেম।
তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রচুর পরিমাণে কোন ধরনের সাহিত্য রচনা করতেন? — ইসলাম ও পাকিস্তান প্রীতি সঙ্গীত।
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নাকি উর্দু এই প্রশ্নে তিনি কোনটির প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন? — উর্দু ভাষাকে।
গোলাম মোস্তফা রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কি কি? — রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), হাসনাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা ই পাকিস্তান (১৯৫৬), বনি আদম (১৯৫৮), গীতি সঞ্চয়ন (১৯৬৮) ইত্যাদি।
তাঁর রচিত ও সমাদৃত গদ্যগ্রন্থগুলো কী কী? — রাসূল (সঃ) এর জীবনীমূলক গ্রন্থ "বিশ্বনবী" (১৯৪২), ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২)।
তিনি কি কি উপাধিতে ভূষিত হন? — ১৯৫২ তে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক কাব্যসুধাকর ও ১৯৬০ এ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা ই ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত হন।
তিনি কবে ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? — ১৩ ই অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে; ঢাকায়।

চন্দ্রকুমার দে

চন্দ্রকুমার দে কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — গ্রাম রাঘবপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা।
তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু? — গ্রামীণ পাঠশালায় সামান্য বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করেছেন।
তিনি সুধী সমাজে পরিচিত লাভ করেন কিভাবে? — ১৯১২ সালে ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তার পরিচিতি বেড়ে যায়।
তিনি কিভাবে দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন? — ১৩২০ খ্রিঃ এর ফাল্গুন সংখ্যার 'সৌরভ' পত্রিকায় তাঁর 'মহিলাকবি চন্দ্রাবতী' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে তা দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Raisul Islam Hridoy

তিনি কিভাবে পালা সংগ্রহকে তাঁর পেশা হিসেবে নেন? — দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক তাঁকে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সংগ্রাহকের পদে নিযুক্তদানের মাধ্যমে।
তাঁর সংগৃহীত পালাগানগুলো কী কী? — মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা - ভাবনা, দস্যু কেনারাম, রূপবতী, কঙ্কলীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার হাট।
এগুলো কোন নামে প্রকাশিত হয়? — মৈমনসিংহ - গীতিকা।
তাঁর সংগৃহীত পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো কী কী? — মাইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলারানী, দেওয়ান ঈসাখাঁ, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, আয়না বিবি, শ্যাম রায়, শিলাদেবী, আন্ধা বন্ধু, বন্ডুলার বারমাসী, রতনঠাকুর, পীর বাতাসী, জিবালনি, সোনারামের জন্ম, ভারাইয়া রাজা।
গীতিকা সংগ্রহ ছাড়াও চন্দ্রকুমার দে আর কি কি রচনা করেছেন? — কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ময়মনসিংহ, ১৯৪৬।

জগদীশ গুপ্ত

জগদীশ গুপ্তের জন্ম কবে? — ২২ আষাঢ় ১২৯২, (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ), কুষ্টিয়ায়।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — আমলাপাড়া, কুষ্টিয়া।
তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল? — খোর্দ মেঘচারসি গ্রাম, ফরিদপুর।
তিনি মূলত কী? — কথাসাহিত্যিক ও ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী।
তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো সমৃদ্ধ কেন? — গভীরজীবনবোধ, সুঠাম কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যর জন্য।
তাঁর গল্পে কোন কারন বিশ্লেষিত হয়েছে? — সামাজিক অন্যায় অবিচারের চাইতে অদৃষ্টলিপিই দুঃখময়তার কারন।
জগদীশ গুপ্তের শিল্পকর্ম অসাধারন কেন? — মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণ এবং দুঃখময়তার নিপুন বর্ণনার জন্য।
তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম লেখ। — বিনোদনী (১৯২৭), রূপের বাহিরে (১৯২৯), শ্রীমতী (১৯৩১), উদয়লেখা (১৯৩৩), শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী (১৯৩৫), মেঘাবৃত অশনি (১৩৫৪), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৪৭)।
তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম লেখ। — অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯), রোমন্থন (১৯৩০), লঘুগুরু (১৯৩১), দুলালের দোলা (১৯২৯), নিষেধের পটভূমিকায় (১৯৫২), কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০)।

Raisul Islam Hridoy

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৫৭ সালে কলকাতায়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন? — ঢাকার উলাইল গ্রামে।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মূলত কি হিসাবে পরিচিত? — শিশুসাহিত্যিক ও লোক সংগ্রাহক হিসাবে।
তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহ কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? — 'প্রদীপ' ও 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য়।
তিনি নিজে কোন পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন? — সুধা পত্রিকা।
তিনি জমিদারীর কাজে দশ বছর ধরে ময়মনসিংহে থেকে কি করেন? — গ্রাম বাংলার লুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোর উপর গবেষণা করেন।
তিনি তাঁর সংগ্রহকৃত লোকসংগ্রহ উপাদানগুলো কার পরামর্শে কীভাবে প্রকাশ করেন? — দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে রসকথা, ব্রতকথা, রূপকথা ও গীতিকথা এই ৪ ভাগে ভাগ করে তা প্রকাশ করেন।
তিনি কোথায় সভাপতি নির্বাচিত হন? — বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির।
তিনি পরিষদ কর্তৃক কোন পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন? — পথ নামক সাময়িকীর।
তাঁর সংগৃহীত কাহিনী নিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী? — ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে, ঠানদিদির থলে, খোকা বাবুর খেলা, আমাল বই, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, পৃথিবীর রূপকথা ও সবুজ লেখা।
'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। — 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথার সংকলন। রূপকথার সঙ্গে এখানে উপকথার বৈশিষ্ট্যও আছে। কারন পশু পাখির মুখ দিয়েও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি বলার গ্রামীণ রীতি ও ভাষা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদনা ও প্রকাশ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

Raisul Islam Hridoy

'ঠাকুরমার ঝুলি'র পরবর্তী খণ্ডের নাম কী? — পরবর্তী খণ্ডের নাম 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯)।
'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' শিশুসাহিত্য বটে। কিন্তু এগুলো বাংলা সাহিত্যের লোকসাহিত্যেচর্চার ইতিহাসেও অমূল্য সম্পদ।
তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন? — দৃষ্টিহীন।
তিনি বাংলায় কিসের পরিভাষা রচনা করেন? — বিজ্ঞানের।
তিনি রূপকথা লেখক হিসেবে কার উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করেন? — বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ৭ই জানুয়ারি, ১৮৫১ সালে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড।
তিনি মূলত কি ছিলেন? — প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক।
তিনি কি অনুশীলনে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন? — ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও অনুশীলনে।
তিনি কোন কোন ভারতীয় ভাষায় বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন? — সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মৈথিলি, মগধি, ভোজপুরী, ছত্তিশগড়ি ও বাংলা।
রংপুরের উপভাষা সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক আলোচনা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়? — ১৮৭৭ এ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়।
তাঁর কোন রচনাটি ১৮৮১-১৮৮২ তে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়? — বিদ্যাপতির পদাবলি সম্বলিত An Introduction to the Maithile Language of North Bihar.
তাঁর রচিত কোন গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়? — ১৮৮৩-৮৭ তে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় Seven Grammar ls of the Dialects and Subdialects of the Bihar Language.
তাঁর রচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী? — Maithili Grammar for an Introduction to thr Maithili Dialect of the Bihari Language of North Bihar.
তাঁর রচিত বিহারের জনজীবনের ওপর আঞ্চলিক শব্দ সম্বলিত তথ্যবহুল গ্রন্থের নাম কী? — Bihar Peasent Life (1885)

Raisul Islam Hridoy

ভারতে ভাষা সমীক্ষার প্রয়োজনে তাঁর তত্ত্বাবধানে কী গঠিত হয়? — Linguistic Survey of India.

এই সংস্থা কী করে? — এই সংস্থার পক্ষে ১৮৯৮-১৯০২ পর্যন্ত ভাষার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তিনি কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? — ১৯০৩ সালে।

তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কী? — তৎকালীন ভারতে প্রচলিত ১৭৯ টি ভাষা ও ৫৪৪ টি উপভাষার বিবরণ সম্বলিত Linguistic Survey of India নামক ভাষা সমীক্ষামূলক গবেষণাকর্ম (১১ টি খণ্ডে)। প্রকাশঃ ১৯০৩।

কাশ্মিরি ভাষা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কী কী? — Essays on Kashmiri Grammar (1899), A Manual of the Kashmiri Language (1911), ও চার খণ্ডে প্রকাশিত A Dictionary of the Kashmiri Language (1916-1932)।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো কী কী? — The Kashmiri Ramayana, Comprising the Sriramavataracarita and the Lava- Kusayudha Carita of Divakara Prakasa Bhatta (1903).

তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো কী কী? — হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মাদ জায়সীর 'পদুমাবৎ'।

তিনি সম্মানসূচক কি কি ডিগ্রি অর্জন করেন? — ডাবলিন, অক্সফোর্ড, পাটনা ও হালে (জার্মানী) বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট, ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত Order of Merit উপাধি প্রদান (১৯২৮), সিআইই উপাধি লাভ (১৮৮৪), কেসিএসআই উপাধি (১৯১২) লাভ করেন।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ৭ই মার্চ, ১৯৪১ সালে।

নীলিমা ইব্রাহিম

নীলিমা ইব্রাহিম এর জন্মতারিখ কত এবং তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১১ই জানুয়ারি, ১৯২১ সালে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত? — শিক্ষাবিদ হিসেবে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লিখ।

Raisul Islam Hridoy

- প্রবন্ধ–গবেষণা : 'শরৎ প্রতিভা' (১৯৬০), 'বাংলার কবি মধুসূদন' (১৯৬১), 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলার নাটক' (১৯৬৪), 'বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৮৭), 'অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি' (১৯৯৫), 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' (১৯৯৬)।
- গল্প : 'রমনা পার্কে' (১৯৬৪)।
- উপন্যাস : 'বিশ শতকের মেয়ে' (১৯৫৮), 'এক পথ দুই বাঁক' (১৯৫৮), 'কেয়া বন সঞ্চারিণী' (১৯৬২), 'বহ্নিবলয়' (১৯৫৮)।
- নাটক : 'দুয়ে দুয়ে চার' (১৯৬৪), 'যে অরণ্যে আলো নেই' (১৯৭৪), 'রোদজ্বালা বিকেল' (১৯৭৪), 'সূর্যাস্তের পর' (১৯৭৪)।
- আত্মজীবনী : 'বিন্দু বিসর্গ' (১৯৯১)।

'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

— 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব নারী কোনো না কোনো ভাবে দিনের পর দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে পাশবিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন, সেইসব যুদ্ধাহত কয়েকজনের সত্য কাহিনী নির্ভর জীবনভিক্তিক ইতিহাস হলো 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'। যাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন— তারা ব্যানার্জি, মেহেরজান, রীনা, শেফা, ময়না, ফাতেমা, মীনা। তবে লেখকের বর্ণনাতে এই কাহিনী কেবল সাতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি তা হয়ে উঠেছে ২ লক্ষ মা–বোনের প্রতিনিধি। বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মহিমায় ভূমিকা, হানাদার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর নানা রকম অপকর্ম ও অপকীর্তির কথা।

তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয়বাংলা পুরস্কার ভারত (১৯৭৩), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২০০২ সালের ১৮ ই জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নুরুল মোমেন

নুরুল মোমেন কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ২৫শে নভেম্বর, ১৯০৬ সালে।

তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — বুড়োইচ গ্রাম, যশোর।

তিনি মূলত কী ছিলেন? — নাট্যকার।

Raisul Islam Hridoy

তিনি কোন ধরনের নাট্যচরিত্র অঙ্কন করে খ্যাতি অর্জন করেন? — সামাজিক সঙ্কটের পটভূমিকায় অন্তর্দ্বন্দ্ব–মূলক নাট্যচরিত্র।

তাঁর রচিত নাটকগুলোর নাম কী? — 'রূপান্তর' (১৯৪৭), 'নেমেসিস' (১৯৪৮), 'যদি এমন হতো' (১৯৬০), 'নয়া খান্দান' (১৯৬২), 'আলোছায়া' (১৯৬২), 'শতকরা আশি' (১৯৬৭), 'আইনের অন্তরালে' (১৯৬৭), 'যেমন ইচ্ছা তেমন' (১৯৭০) ইত্যাদি।

'নেমেসিস' উল্লেখযোগ্য কেন? — এক চরিত্র বিশিষ্ট এমন নাটক বাংলা সাহিত্য কম বলে।

'নেমেসিস' নাটকের পরিচয় দাও।

— নুরুল মোমেনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নেমেসিস' ১৯৩৯–৪৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নুরুল মোমেন ১৯৪৪ সালে নাটকটি লেখেন এবং 'শনিবারের চিঠি' (সম্পাদক : সজনীকান্ত দাস) পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৪৮ সালে। নাটকটি স্কুল মাস্টার সুরজিত নন্দী নামের এক চরিত্র বিশিষ্ট। অদৃশ্য চরিত্র হিসেবে আছে নৃপেন বোস, তার কন্যা সুলতা, ম্যানেজার অসীম, অমল বাবু, ইয়াকুব প্রমুখ। নেমেসিস (Nemesis) গ্রিক দেবী। এই দেবী প্রতিহিংসার এবং মানব নিয়তি তার হাতে। মানুষ ইচ্ছা করেও তা অতিক্রম করতে পারে না। না নাটকে সুরজিত ইচ্ছা করেও ভাগ্য অতিক্রম করতে পারে নি। সুরজিতের মধ্যে ট্রাজেডির নায়কের দ্বন্দ্ব সংঘাত কার্যকার। শেষে সে মৃত্যুবরণ করে। এ নাটকে সমকালীন দুর্ভিক্ষ, মজুতদারদের পিশাচবৃত্তি ও নিরন্নদের হাহাকার বাস্তব চিত্র।

নুরুল মোমেনের নাটক 'নয়া খান্দান' সম্পর্কে লিখ।

— 'নয়া খান্দান' নাটকটি ১৯৬১ সালে রচিত হয় এবং তা ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। বংশমর্যাদা ও এ নিয়ে আভিজাত্যের প্রতি শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে এ নাটকে। নাট্যকার দেখিয়েছেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে বংশমর্যাদার চেয়ে সুরুচিই বরং কাম্য। এই সুশিক্ষাই বর্তমান যুগের নতুন বা নয়া খান্দান (আভিজাত্য) হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি কমেডি নাটক।

নুরুল মোমেনের 'আলোছায়া' নাটক সম্পর্কে লিখ।

— 'আলোছায়া' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত একটি কমেডি নাটক। ভালোমন্দের প্রতীক হলো আলোছায়া। ভালোমন্দোর দ্বন্দ্ব ছিল এবং আছে। এর মধ্য ভালো বা আলোর প্রভাব যার মধ্যে সে–ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কালো ছায়ার প্রাধান্যকারীরা স্মরণীয় হবেন না –এটাই নাটকের মূল বিষয়। হাম্মাদ জামিল, জাহানারা, সুলতান, পারভীন উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

তিনি আর কী রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন? — রম্যসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর রচয়িত রম্য সাহিত্যগুলো কী কী? — 'বহুরূপ' (১৩৬৫), 'নরসুন্দর' (১৯৬১), 'হিংটিং ছট (২ খণ্ডের) ১৯৭০।
তাঁর রচিত নাটকের জন্য তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১)।
তিনি কী কী পদক লাভ করেন? — সিতারা ই ইমতিয়াজ পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক (১৯৭৮)।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ সালে।

নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৪৭ খ্রিঃ চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর শিক্ষাজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। — ১৮৬৩ সালে চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৮৬৫ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৬৮ সালে বি.এ পাস করেন।
তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে পরিচয় দাও। — বি. এ. পাস করেই তিনি বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। তিনি ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি করেন। ১৯০৪ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।
ছাত্রাবস্থায় কোন পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশ পেত? — প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়।
'অবকাশরঞ্জনী' তাঁর কোন ভাবধারার কাব্যগ্রন্থ? — দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক।
তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী? — 'অবকাশরঞ্জনী'।
'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর কোন ধরনের কাব্যগ্রন্থ? — ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য।
তিনি যে ত্রয়ী কাব্য রচনা করেছেন সেগুলোর নাম কী? — 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৮৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬)।
এই তিনটি কাব্যকে ত্রয়ী কাব্য বলা হয় কেন? — তিনটি কাব্যকে ত্রয়ী কাব্য বলা হয় কারন এই তিনটি কাব্যের কাহিনী একই সুতোয় বাঁধা। এই তিনটি কাব্যের নায়কই শ্রীকৃষ্ণ। রৈবতক এ কৃষ্ণের আদি, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের মধ্যভাগ এবং প্রভাস এ কৃষ্ণের অন্তর্লীলা বর্ণিত হয়েছে।

Raisul Islam Hridoy

নবীনচন্দ্র সেন কি কোনো মহাকাব্য রচনা করেছেন? — ঠিক মহাকাব্য যাকে বলে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে, তাঁর রচিত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস একত্রে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

নবীনচন্দ্র সেন রচিত আত্মজীবনীর নাম কী? — 'আমারজীবন'। এই গ্রন্থটি এই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য।

নবীনচন্দ্র সেন রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর। — ক্লিওপেট্রা, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র, খৃষ্ট ও অমিতাভ, গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ।

মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন? — অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদী। যিশু খ্রিষ্টের জীবনী লেখার পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনী লেখার ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন। তবে তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারি।

ফখরুখ আহমদ

ফখরুখ আহমদ কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১০ ই জুন, ১৯১৮ সালে।

তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — মাঝআইল গ্রাম, যশোর।

তিনি মূলত কী ছিলেন? — ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি।

তাঁর রচিত কবিতাসমূহে কোন বিষয়গুলো অধিকতর প্রাধান্য পেত? — পাকিস্তানবাদ, ইসলামী আদর্শ বিশেষত মুসলিম জাগরণ, এবং আরব–ইরানের ঐতিহ্যের।

তাঁর রচিত কবিতাগুলো কেন বিশিষ্ট? — আরবি পারসি শব্দের প্রয়োগে নৈপুণ্যতা, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে।

তাঁর রচিত কাহিনী কাব্যের নাম কী? — 'হাতেমতায়ী' (১৯৬৬)।

'হাতেমতায়ী' কাহিনী কাব্য রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কী পুরস্কারে ভূষিত হন? — আদমজি পুরস্কার (১৯৬৬)।

তিনি 'পাখির বাসা' নামক গ্রন্থের জন্য কী পুরস্কারে ভূষিত হন? — ইউনেস্কো (১৯৬৬)।

তিনি আর কী কী পুরস্কারে ভূষিত হন? — বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ইত্যাদি।

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)।

Raisul Islam Hridoy

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা কী ছিল? — মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল। এরপরেও তাঁকে একুশে পদক (১৯৭৭) ও স্বাধীনতা পদক (১৯৮০) দেওয়া হয়।

তাঁর রচিত কাব্যনাট্যের নাম কী? — 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১)।

তাঁর রচিত সনেট সংকলনের নাম কী? — 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩)।

তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থের নাম কী? — 'পাখির বাসা' (১৯৬৫)।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু প্রশ্নে তাঁর অবস্থান কী ছিল? — বাংলা ভাষার পক্ষে।

পাকিস্তান বেতার–টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তে তাঁর অবস্থান কী ছিল? — তিনি বন্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন।

তাঁর বহুল পরিচিত 'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

— বাংলাদেশের বাংলা কবিতার ধারায় ৪০ শের দয়কের কবি ফররুখ আহমদের ১ম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১৯ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। "সাত সাগরের মাঝি" নামে গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতাটি আছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো— সিন্দবাদ, পাঞ্জেরি, লাশ, আউলাদ, দরিয়ার শেষরাত্রি ইত্যাদি। এই গ্রন্থের কবিতা সমূহ ১৯৪৩–১৯৪৪ সালের মধ্যে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ প্রভাবে সমাজের ছবি যেমন— লাশ, আউলাদ ইত্যাদি সেজন্য কবিতায় পাওয়া যায়। তবে তিনি মূলত মুসলিম জনমনের ভেতর সচেতনতা জ জাগরণের লক্ষ্য মাথায় রেখে এসব রচনা করতেন। সেজন্যে কবি ত্যাগ করেছেন— বঙ্গীয় শব্দ ও অনুষঙ্গ, আরব্য উপন্যাস, ইরান–আরবের সংস্কৃতি ও পুরাণ কথা সমূহ। বাংলা প্রচলিত শব্দসমূহ পরিত্যাগ করে কবি তাই আরবি পারসি শব্দের বহুল প্রচলন করেছেন কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থ পড়লে পাঠক সহজেই ধরতে পারবে তিনি এমন একজন কবি যার জন্ম বাংলায় হলেও তার মনের বিচরণ থাকত আরব ইরান আরব সাহিত্যের দেশগুলোতে। এই কাব্যগ্রন্থের সব শব্দের অর্থ কোনো বাঙালি পাঠকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাকে সব বুঝতে হলে 'আরবি পারসি বাংলা ডিকশনারি' নিয়ে বসতে হবে। তবেই পাঠক সকল অর্থ অনুধাবণ ও বুঝতে পারবেন। তবে কবিশক্তি থাকায় চমৎকার চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন ও কবি ভাষা নির্মাণ করতে পেরেছেন ফররুখ আহমদ। তাই যথাযথ অর্থ না বুঝলেও কবিতাগুলো পড়তে মন্দ লাগে না পাঠকের।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯ শে অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে।

ফজিলতুন্নেসা

Raisul Islam Hridoy

ফজিলতুন্নেসা কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৯৯ সালে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — করটিয়া, টাঙ্গাইলে।
তিনি মূলত কী ছিলেন? — শিক্ষাবিদ ছিলেন।
তিনি মূলত কোন পরিচয়ের সূত্র ধরে তৎকালীন মুসলিম সমাজে অধিক পরিচিতি লাভ করেন? — একজন কৃতী ছাত্রী এবং শিক্ষাব্রতী হিসেবে।
তিনি কোন কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করতেন? — 'শিখা' ও 'সওগাত' পত্রিকায়।
তাঁর রচিত রচনাগুলোর নাম উল্লেখ কর। — মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ, মুসলিম নারীর মুক্তি ইত্যাদি।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৯৭৭ সালে, ঢাকায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র

প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্মতারিখ কবে? — ২২ শে জুলাই, ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — কলকাতায়।
তিনি কী কী ভাষায় দক্ষ ছিলেন? — বাংলা, পারসি ও ইংরেজি।
তিনি কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন? — প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স।
প্যারীচাঁদ মিত্র কোন কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন? — 'বেঙ্গল টি কোম্পানি' ও 'ডারাং টি কোম্পানি'।
তিনি দেশোন্নতিবিধায়ক কোন কোন সভা সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন? — জ্ঞানোপার্জিকা সভার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৩৮), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৮৫১), পশুক্লেশ নিবারণী সভার সম্পাদক (১৮৬১), বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার যুগ্ম সম্পাদক (১৮৬৭–১৮৭৫)।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে রচিত প্রবন্ধের নাম কী? — The Zamindar and Royats.
তিনি গরিব চাষিদের রক্ষাকবচ হিসেবে কী প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন? — পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।
তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী? — 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)।

Raisul Islam Hridoy

'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

— প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। ১৯৫৪ খ্রিঃ থেকে মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৫৮ খ্রিঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। কেউ বলেন, "আলালের ঘরের দুলাল" বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ। কারো মতে, উপন্যাস নয়, উপন্যাসের লক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ এটি সার্থক কিনা এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। অনেকের মতে "আলালের ঘরের দুলাল" শ্রেষ্ঠ সামাজিক নকশা। এখানে দেশীয় বন্ধ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে লেখক নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার আলোকে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন জীবন গঠনকে লেখক স্বাগত জানিয়েছেন। কাহিনী বর্ণনায় কৌতুক আছে। এ গদ্যের গ্রন্থে লেখক সচেতনভাবে চলতি ভাষা রীতি প্রয়োগ করেছেন। উদ্যোগটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে "আলালী রীতি" হিসেবে পরিচিত। প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে এ গ্রন্থটি পত্রিকায় লেখেন।ধনী বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে এবং শিক্ষার ব্যাপারে পিতার অবহেলা তাকে অধঃপতনে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর মতিলাল প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে। পরে দুঃখের জীবনে তার বোধোদয় ঘটে এবং হৃদয় মন পরিবর্তন করে সে সৎ এবং ধার্মিক হয়ে ওঠে। ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থালোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর ইত্যাদি জীবন্ত চরিত্র। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা। চরিত্রটি ধূর্ততা। বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রাণময়তা নিয়ে এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। "আলালের ঘরের দুলাল" সার্থক উপন্যাস না হলেও বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার প্লাটফর্মটি তৈরি করে দেয়।

বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ ভাবা হয় কাকে? — প্যারীচাঁদ মিত্রকে।

পাদ্রি লঙ সাহেব তাঁকে কী বলতেন? — ডিফেন্স অব বেঙ্গল।

তিনি কোন ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন? — টেকচাঁদ ঠাকুর।

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী? — 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কও উপায়' (১৮৫৯), 'বামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'অভেদী' (১৮৭১) ইত্যাদি।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ২৩ শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রিঃ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯০৪ সালে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ভারতের কাশীতে।
তিনি মূলত কী ছিলেন? — সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় কাজ করেন? — 'কল্লোল' পত্রিকায়।
তিনি কোন কোন পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন? — 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী', 'সংবাদ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পত্রিকায়।
তিনি কোন গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন? — কল্লোল গোষ্ঠীর।
তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের মূল বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদ্য কী ছিল? — সাধারণ মানুষদের প্রতি অনুরাগ।
তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী? — 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৫৯), 'কখনো মেঘ' ইত্যাদি বিখ্যাত।
তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম লেখ। — 'পাঁক' (১৯২৬), 'মিছিল' (১৯৩৩), 'উপনয়ন' (১৯৩৪), 'আগামীকাল' (১৯৩৪), 'প্রতিশোধ' (১৯৪১), 'কুয়াশা', প্রতিধ্বনি ফেরে', 'মনুদ্বাদশ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।
তাঁর রচিত গল্পগুলোর নাম কী? — 'পঞ্চশর' (১৯২৯), 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২), 'অফুরন্ত' (১৯৩৫), 'ধূলিধূসর' (১৯৪৩), 'মহানগর' (১৯৪৩), 'জলপায়রা' (১৯৫৭) ইত্যাদি বিশেষ।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ৩রা মে, ১৯৮৮ সালে কলকাতায়।

পঞ্চানন কর্মকার

পঞ্চানন কর্মকার এর জীবন কথা সম্পর্কে লেখ। — তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানা যায় নি। তবে তিনি ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা যায়।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অভিমত আছে? — হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে।
তাঁকে কী নামে অভিহিত করা হয়? — বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক।
তাঁকে কেন বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়? — কারণ, শ্রীরামপুরে যখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলা মুদ্রাক্ষর ছিল না। তিনি বহুধৈর্য ও কষ্ট করে প্রতিটা বাংলা লিপি বা অক্ষরের একাধিক প্রস্থ নির্মাণ করেন এবং এভাবেই প্রথম বাংলা ছাপা হয়।

Raisul Islam Hridoy

দীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মতারিখ কত? — ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — তাঁর মাতুলালয়ে, বগজুড়ি গ্রাম, ঢাকা জেলা।
তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়? — সুয়াপুর গ্রাম, ঢাকা।
তিনি পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কি সংগ্রহ করতেন? — প্রাচীন বাংলা পুঁথি ও লোককথা।
তিনি তাঁর সংগৃহীত পুঁথি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে কী রচনা করতেন? — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)।
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মূলত কী ধরনের গ্রন্থ? — বাংলা সাহিত্যের সুশৃঙ্খল ও তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক প্রথম ইতিহাসমূলক গ্রন্থ।
কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর কাছে থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন? — 'History of Bengali Language and Literature' (1911).
তাঁর রচিত আর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থের নাম কী? — বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১৯১৪)।
তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কী লাভ করেন? — রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ (১৯১৩)।
তিনি কী সম্পাদনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন? — "মৈমনসিংহ গীতিকা" (১৯২৩), "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" (১৯২৬)।
কাকে নিয়োগ করে তিনি এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন? — চন্দ্রকুমার দে।
এ ধরনের কাজে তিনি আর কাকে নিয়োগ করেছিলেন? — কবি জসীমউদ্দীন কে।
'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের পরিচয় দাও। — 'বৃহৎবঙ্গ' (দুই খণ্ডে প্রকাশিত ১১৯৩৬) সুপ্রাচীনকাল হতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের বাংলাদেশের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে লিখিত গ্রন্থ। 'বৃহৎবঙ্গ' বহু তথ্য সমৃদ্ধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রচনা। নিরপেক্ষভাবে তথ্য প্রদানের জন্য গ্রন্থটি সর্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
— 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বঙ্গলিপির উৎপত্তি, সংস্কৃত-প্রাকৃত ও বাংলার সম্পর্ক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগের ধর্মগোষ্ঠী ও তাদের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ইত্যাদি বিষয়ের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এই গ্রন্থে। ইংরেজ

Raisul Islam Hridoy

- পূর্ব বাংলা সাহিত্যের এমন বিশারদ এবং অনুরাগপূর্ণ ইতিহাস ইতোপূর্বে রচিত হয় নি। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ যেখানে সাহিত্য ও সমাজের গূঢ় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়।

পূর্ববঙ্গ/ মৈমনসিংহ গীতিকার পরিচয় দাও।

— 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল, বিশেষত ময়মনসিংহ থেকে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত। গীতিকাগুলি ১৯২৩ সালে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন এর সম্পাদক। আরও কয়েকটা খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ড (১৯২৬), ৩য় খণ্ডব(১৯৩০), ৪র্থ খণ্ড (১৯৩২)। এই সমগ্র সংকলনই হলো 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। এই গীতিকাগুলি Eastern Bengal Ballads নামে (১৯২৩-৩২) চারটি খণ্ডে ইংরেজিতপ অনুদিত হয়। কাহিনীগুলির প্রাচীনত্ব যেমনই হোক, সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। এই কাহিনীগুলোর বৈচিত্র্য সারল্য এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত। এখানে সম্পূর্ণভাবে মানুষের কথাই বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নেই। এমনকি এদের কাঠামোও মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকে পৃথক।

তিনি কী কী ডিগ্রী, পদক ও উপাধি লাভ করেন? — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি.লিট (১৯২১), জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৩১) এবং ভারত সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর (১৯২১) উপাধি লাভ করেন।

তিনি কোন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন? — 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)।

তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন? — ২০ শে নভেম্বর ১৯৩৯; বেহালার 'রূপেশ্বর' ভবনে।

দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

দীনবন্ধু মিত্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — চৌবেড়িয়া গ্রাম, নদীয়া।

তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা হয় কী দিয়ে? — কবিতা দিয়ে।

তিনি কার অনুপ্রেরণায় কবিতা লিখতেন? — ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রেরণায়।

তাঁর কবিতা কোন কোন পত্রিকায় প্রকায় পায়? — সংবাদ প্রভাকর (১৯৩১), সংবাদ সাধুরঞ্জন (১১৮৪৭)।

তাঁর রচিত জনপ্রিয় কাব্যগুলো কী কী? — সুরধুনী কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬), দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)।

Raisul Islam Hridoy

দীনবন্ধু মিত্র কী হিসেবে অধিক পরিচিত/ খ্যাত? — নাট্যকার হিসেবে।
নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চাষিদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকের নাম কী? — নীল - দর্পণ (১৮৬০)।
'নীল - দর্পণ'কে বাংলাদেশের নাটক বলা হয় কেন? — কারণ, নাটকটির কাহিনী মেহেরপুর অঞ্চলের, দীনবন্ধু ঢাকায় অবস্থানকালে এটি রচনা করেন। নাটকটি প্রথম প্রথম হয় ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে এবং প্রথম মঞ্চয়িত হয় ঢাকাতেই।
'নীল - দর্পণ' নাটকের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরেজি অনুবাদের নাম কী? — Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861)
মধুসূদন কোন ছদ্মনামে এই অনুবাদ করেছিলেন? — A Native
দীনবন্ধু মিত্র আর কী রচনা তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেন? — প্রহসন।
ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবণিতা সঙ্গকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসনের নাম কী? — সধবার একাদেশী (১৮৬৬)।
সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসনের নাম কী? — বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।
তাঁর রচিত অপরাপর নাটকগুলোর নাম কী? — নবীন তপস্বিনী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) ইত্যাদি।
'নীল - দর্পণ' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
— 'নীল - দর্পণ' (১৮৬০) নাটকটির ঘটনা, বিষয়বস্তু, রচনাস্থান, প্রকাশস্থান, মুদ্রণালয় এবং প্রথম মঞ্চায়ন সবই বাংলাদেশে হয়। প্রথম প্রকাশের সময় দীনবন্ধু মিত্রের নাম ছিল না। "নীলকর - বিষধর- দংশন - কাতর- প্রজানিকর - ক্ষেমঙ্করেণ- কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম" এভাবে গ্রন্থাকারের নাম গোপন রাখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত সাধারণ কৃষক জীবনের মর্মভেদ ছবি নাটকটিতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তা প্রকাশ করেন রেভারেন্ড জেমস্ লঙ। নাটকের বাস্তবতা এবং চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার গুণের জন্য অনেকেই 'নীল - দর্পণ'কে 'Uncle Tom's Cabin' এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো— গোলক বসু, নবীন মাধব, রাইচরণ, তোরাপ, সাবিত্রী, সরলতা, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি।
'সধবার একাদশী' সম্পর্কে লেখ।

Raisul Islam Hridoy

— 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রকাশিত একটি প্রহসন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি একশ্রেণির যুবকের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। "সধবার একাদশী" সেই সামাজিক বিপর্যয়ের কাহিনী। নায়ক নিমচাঁদের জীবনে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতা, অধঃপতন বোধ ও আত্মগ্লানি চরিত্রটিতে এক গভীর মাত্রা সংযোজন করেছে। চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ, ঘটনাপ্রবাহ, কৌতুক সবকিছু মিলে "সধবার একাদশী" বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই নাটকের নায়ক চরিত্র নিমচাঁদ/ দত্ত বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। এছাড়া আরো যেসব চরিত্র আছে— জীবনচন্দ্র, অটলবিহারী, কেনারাম, সৌদামনী, গিন্নি ইত্যাদি।

'নীল - দর্পণ'কে কি ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়?

— 'নীল - দর্পণ' নাটকের কাহিনী চিত্র বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত। বৃহত্তর নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও পোড়াগাছা গ্রামের দিগম্বর বিশ্বাসের নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনী এই নাটকের প্রেরণাভূমি। এদিক থেকে নাটকটি ঐতিহাসিক। কিন্তু নাটকের ঘটনা যেহেতু একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাই একে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে।

'নীল - দর্পণ' নাটকের কী কী ত্রুটি সমালোচকেরা নির্দেশ করে থাকেন?

— 'নীল দর্পণ' নাটকের প্রধান ত্রুটি অতি নাটকীয়তা। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর ঘনঘটা স্প্যানিশ ট্রাজিডির মতো ভৎস রস সঞ্চার করে। দ্বিতীয় ত্রুটি ভদ্রশ্রেণির চরিত্রগুলির সংলাপে কৃত্রিমতা, তৎসম শব্দবহুল সাধুরীতির ভাষা নিতান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে।

'নীল - দর্পন' নাটককে ট্রাজেডি নাটক বলা চলে কী?

— 'নীল - দর্পণ' নাটককে সেই অর্থে ট্রাজেডি নাটক বলা যায় না। কারন এই নাটকে কোনো নায়ক চরিত্র ভুল - ভ্রান্তি হেতু দুঃখবহ পরিণতির জন্য দায়ী নয়। দর্শকচিত্তে ট্রাজেডিসুলভ pity জাগায় না নাট্যকার ট্রাজিক করুণরস সৃষ্টি করে ভয়ানক রস সৃষ্টি করেছেন। একে বরং মেলোড্রামা বলা যায়।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরিচয় দাও।

— এটি একটি হাস্যরসাত্মক নাটক। এটি ১৮৮৬ সালে রচনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলে যে এই নাটক কোনো "জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখুত হইয়াছিল।" ১৮৭২ সালে নাটকরি প্রথম অভিনীতি হয়েছিল। এর চরিত্রসমূহ— নসিরাম, রতা, রাজীব, রাজমণি, কেশব ইত্যাদি।

দীনবন্ধু কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১লা নভেম্বর, ১৮৭৩।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা

Raisul Islam Hridoy

নওয়াব ফয়জুন্নেসা কে ছিলেন? — নওয়াব ফয়জুন্নেসা ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁয়ে (বর্তমান লাকসাম) এক সামন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী-কন্যা বর্তমান মুহম্মদ গাজি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁকে তাঁর মাতা বিয়ে দেন। ফলে দাম্পত্য জীবন বিষময় ও সন্তানসহ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।
তাঁর জীবনকাল কত? — জন্ম ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৯০৩।
তিনি কীভাবে নওয়াব উপাধি পেলেন? — তিনি দানশীল ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এজন্য তাকে নওয়াব উপাধি প্রদান করেন।
এই উপাধি প্রাপ্ত নারীদের মধ্যে তাঁর অবস্থান কততম? — বাংলাদেশে তিনি একমাত্র মহিলা যিনি এই উপাধি পান।
তাঁর একমাত্র সাহিত্যকর্মের নাম কী? — 'রূপজালাল' নামক গ্রন্থ।
এই গ্রন্থটির ধরন কেমন? — গদ্য ও কবিতায় রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস উপন্যাস এটি।
কত সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়? — ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ১৯ শে জুলাই, ১৯৬৩ সালে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
তিনি কী নামে অধিক পরিচিত? — ডি.এল রায়।
ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — আর্যগাথা (১৮৮২)।
তাঁর রচিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের নাম কী? — Lyrics of Ind.
তিনি কী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন? — কবি, নাট্যকার ও গীতিকার হিসাবে।
বাংলা নাটকে তাঁর প্রথম কৃতিত্ব কী? — সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টিতে।
তাঁর রচিত সার্থক ঐতিহাসিক নাটকের নাম কী? — 'সাজাহান' (১৯০৯)। এই নাটকটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়।
সম্রাট সাজাহানকে নিয়ে অনেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু তাদপর মধ্যে প্রথম কে সাজাহানকে নিয়ে নাটক রচনা করেন? — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
তিনি কী হিসেবে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন? — গীতিকার ও সুরকার হিসেবে।
তিনি কোন বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? — পূর্ণিমা সম্মিলন (১৯০৫)।

Raisul Islam Hridoy

তাঁর রচনা সমূহ উল্লেখ কর। — আর্যগাথা (১ম খণ্ড - ১৮৮২, ২য় খণ্ড ১৮৯৩), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২) ইত্যাদি।

'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটির রচয়িতা কে? — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এটি তাঁর কোন নাটকে ছিল? — 'সাজাহান' নাটকে এই গান ছিল।

তাঁর রচিত ব্যঙ্গ কবিতাগুলো কী কী? — আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০)।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত কাব্যনাট্যের নাম কী? — পাষাণী (১৯০০)।

তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকের নামগুলি কী কী? — প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৩১৫), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৬)।

'সাজাহান' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। — 'সাজাহান' (১৯০৯) মোগল সম্রাট সাজাহানের জীবন অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। নায়কের করুণ জীবন নাটকটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বাংলা নাটকের অন্যতম জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটক এটি। সংলাপে আড়ম্বর, বাকশৈলীর বর্ণাঢ্যতা, আবেগের প্রচন্ডতা ও ঘটনার অতি নাটকীয়তা এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ। মোগল সম্রাট সাজাহানকে নিয়ে ডি.এল রায়ই প্রথম নাটক রচনা করেন।

ডি.এল রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সংক্ষেপে পরিচয় উল্লেখ কর। — ডি.এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) একটি জনপ্রিয় নাটক। গ্রিক - ভারতীয় সম্পর্কের ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তকে এই নাটকের পটভূমি করা হয়েছে। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাণক্যের মধ্যে কাঠিন্য এবং কোমলতার বিপরীত সমাবেশ, দেশপ্রেমের উদ্দীপ্তি এবং ভাষার আড়ম্বর এই ৩ দিক থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত সামাজিক নাটকগুলোর নাম কী কী? — পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১০১৬), নকশা ও প্রহসন : এক ঘরে (১৮৮৯), কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দ বিদায় (১৯১২)।

ডি.এল রায় রচিত রোমান্টিক পৌরাণিক নাটক কী কী? — চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৬)।

তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৭ই মে, ১৯১৩ সালে।

নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড

Raisul Islam Hridoy

নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড কবে জন্মগ্রহণ করেন? — ২৫ শে মে, ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে।
তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? — ওয়েস্টমিনিস্টার, অক্সফোর্ড।
তিনি কি কারনে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন? — বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার কারনে।
তাঁর ব্যাকরণের নাম কী? — 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮)।
এই ব্যাকরণ কেমন ছিল? — এটি বাংলা ভাষার প্রথম ও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত ইংরেজি ভাষায় রচিত। তবে দৃষ্টান্ত দেবার সময় গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ বাংলাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি? — 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮)।
তিনি ছাত্রাবস্থায় কী কী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন? — আরবি ও পারসি ভাষা।
তিনি তৎকালীন বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের উপদেশে কী করেন? — হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্ত সার 'A Code of Gentoo Laws' অনুবাদ করেন।
তিনি অবসর সময়ে কি করতেন? — কবিতা রচনা।
তাঁর রচিত বহু রচনা কোথায় প্রকাশিত হয়? — 'মর্নিং ক্রনিকলে।'
তিনি কোন নামে অধিক পরিচিত? — এন. বি. হ্যালহেড।
তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? — ১৮ ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

Raisul Islam Hridoy

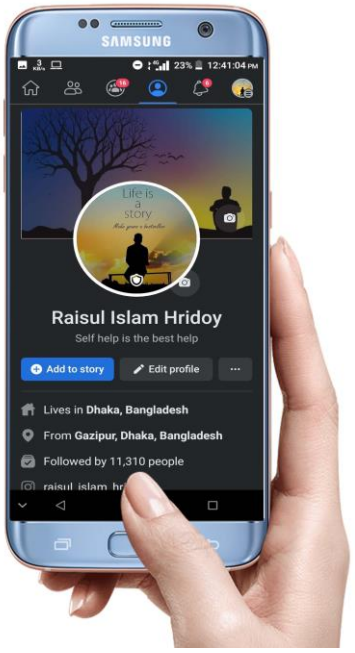

Follow me for more ebooks

সাহিত্যের সাতকাহন

বাংলা সাহিত্যের যুগ ও সকল কবিগণের জীবনী ও সাহিত্য কর্ম

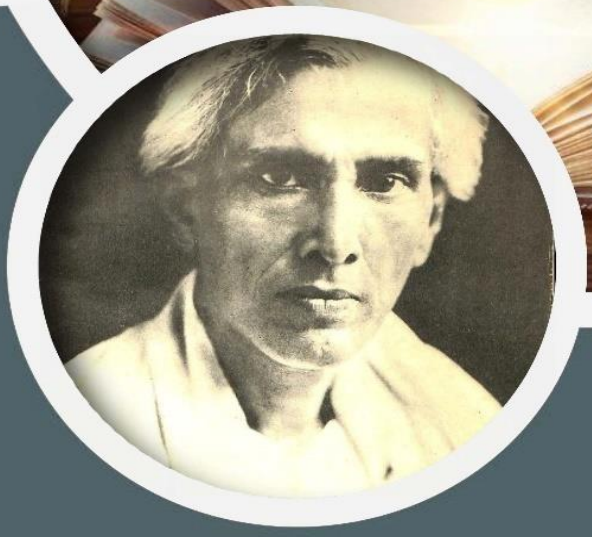

ZerO to Infinity

Start now to success for tomorrow

Raisul Islam Hridoy